প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৭৮
অক্টোবর ১৯৭১

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ ৮/৮৪-৮৫

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা

প্রচ্ছদ
রাগীব আহসান

নাট্যকার ও নাটক-পরিচিতি

ইউগো বেটি (১৮৯২-১৯৫৩) ছিলেন ইটালীর হাইকোর্টের জজ। কোর্ট-জীবনের পরিবেশ তাঁর নাট্যচর্চার পক্ষে এক অপরিসীম আবেগময় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। বিচারকের আসনে বসে মানুষের ভালমন্দ সকল দিকগুলো তিনি ওজস্বিতাপূর্ণ রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখতে পান। জীবন যে কত তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তব সাসপেন্সে পূর্ণ, তার উচচাবচতা, তার টানাপোড়েন তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ইটালীর মার্চের ক্যামেরিনোতে ১৮৯২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। আইন অধ্যয়ন করে প্রথমে আইনজীবী ও পরে হাইকোর্টের জজের পদ অলঙ্কৃত করেন। প্রথম দিকে তিনি কবিতা ও ছোট গল্প রচনা করেছেন। তখনকার আমলের রচনার মধ্যে রয়েছে তিন ভল্যুম কবিতা ও দুটি ছোট গল্পের বই। অতঃপর তিনি থিয়েটারের জন্যে নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'লা প্যাডরোনা' বেশ ঘটা করে— সাফল্যের সাথে ১৯২৭ সালে রোমে মঞ্চস্থ হয়। তখন থেকে ১৯৫৩ সালের ৯ই জুন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি প্রতি বছর গড়ে একটি করে নাটক লিখে গেছেন। নাট্যকার হিসেবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইটালীতে তিনি লুইগি পিরান দেলোর পরে দ্বিতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বেটির জীবনকালে তাঁর রচিত ২৭টি নাটকের মধ্যে ২৪টি মঞ্চস্থ হয়েছিল। এবং মোট নাট্যরচনার তিন ভাগের এক ভাগের বেশী অনূদিত হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। নিউইয়র্কের স্টেজে তাঁর 'ইলগিয়োকেটোর' (১৯৫১) নাটকটি 'দি গ্যাম্বলার' নামে আলফ্রেড ড্রেক ও এড-ওয়ার্ড ঈগল কর্তৃক অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই নাটকে ড্রেক মূল চরিত্রে অভিনয় করেন। ব্রডওয়ের বাইরে তাঁর অপর নাটক 'কোরাপশান ইন দি প্যালেস অব জাস্টিস' ১৯৬৩ সালে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে তাঁর অন্য দুটি নাটক নিউইয়র্কের মঞ্চে সফল হতে পারে নি।

তাঁর 'লা রেজিনা এ গ্লি ইনসর্টি' নাটকটি ইংরেজিতে 'দি কুইন এণ্ড দি রেবেলস্' নামে অনুবাদ করেছেন হেনরি রীড। এটি ১৯৫৫ সনের ২৬শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের হে মার্কেট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

এই নাটকটি পাঠ করলে বোদ্ধা পাঠক এই ত্রিমাত্রিক জীবনের সামনাসামনি এসে দাঁড়াবেন। বেটির বিচার-জীবনের অভিজ্ঞতাতে বিচার, অপরাধ এবং নির্দোষ লোকের ঘটনাচক্রে অপরাধে জড়িয়ে পড়ার অবধারিত পরিণতি কিভাবে ধরা

দিয়েছে তাই পাঠক এখানে দেখতে পাবেন। ইউরোপ ও আমেরিকার নাট্য সমালোচকগণ বেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন যে তাঁর নাটকে সিরিয়াসনেস শেষটায় একটা ভানের প্রান্ত সীমায় চলে আসে এবং তাঁর কথন-প্রবণতা তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সিরিয়াস পাঠক এটা অনায়াসেই ধরতে পারবেন, তা সত্ত্বেও মূল প্রতিপাদ্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও জীবনদৃষ্টি-সম্পন্ন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাঁর রোমান্টিক জীবন-চেতনা তাঁকে সাধারণ দর্শকের জন্যে কিছুটা জটিল করে তুল্লেও তিনি এক অপূর্ব মেধা ও দিব্যজ্ঞানের পরিচয় পাঠক সমক্ষে তুলে ধরতে সমর্থ হন। সেদিক থেকে তিনি কালজয়ী নাট্যকার।

দি কুইন এণ্ড দি রেবেল্‌সে বেটি দেশের সীমান্তবর্তী পাহাড়ী এলাকায় এক পাবলিক হলে নাটকের যবনিকা উন্মোচন করেছেন। এখানে সমবেত হয়েছে ত্রাসতাড়িত পলায়মান যাত্রীর দল। তাদের মধ্যে রয়েছে দু'জন রমণী। একজন, যৌবনবতী সুন্দরী বারবণিতা যে তার প্রেমিক দোভাষীর খোঁজে চলে এসেছে। অপরজন কৃষকরমণী বিপ্লবী, সরকার ও তাদের পাণ্ডাদের নিপীড়নের ভয়ে সুন্দরী বারবর্ণিতার কাছে তার ব্যাগ, আংটি ও পরিচয় হস্তান্তর করে দিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্যে ঐকান্তিক অনুরোধ করে। জীবনের তীব্র পেষণ রানীকে চুরমার করে দিয়েছে দেখে বারবণিতা তাকে পালানোর সুযোগ করে দিয়ে নিজেকে রানী বলে স্বীকার করে নেয়। কৃষকরমণী যদিও ধরা পড়ে আত্মহত্যা করে তবুও বিপ্লবীরা প্রমোদবালাকেই রানী বলে ধরে নিয়ে তার বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। কোনো কথাতেই তারা তাঁর আসল পরিচয় বিশ্বাস করে না। সত্যকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না বা তার ফল পাওয়া যায় না; এই নিষ্ঠুর সত্য আরো বেশী করে প্রতিভাত হয় প্রমোদবালার প্রেমিক দোভাষী র‍্যাইমের আচরণে। জীবন বাঁচানোর জন্যে সে সত্যকে বর্জন করে, প্রেমিকার পরিচয় অস্বীকার করে, কিন্তু সেও জীবন বাঁচাতে পারে না। রক্তলোলুপ বিপ্লবের কাছে রক্ত অর্পণ করতেই হবে। রানীর রাজসিক মহিমায় অসত্য ও নিপীড়নের কাছে মাথা উঁচু করে মিথ্যাকেই সত্য বলে স্বীকার করে রাজকীয় গৌরবে ঘাতকের বুলেটের সামনে এসে দাঁড়ায় মহিমাময়ী প্রমোদবালা, জীবন দিয়েও সে বিশ্বসংসারের কাছে রানীর রাজসিক মহিমাকে সমুন্নত করে রাখে।

বেটি তাঁর এই নাটকে মানুষের পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি, গৌরবের জন্য আত্মহননের ইচ্ছা, মানুষের বিশ্বাসঘাতকতাকে অতি অল্প পরিসরে সুচারুরূপে চিত্রিত করেছেন। এই নাটকের আবেদন শাশ্বতকালের।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৮৪ — **নুরুল ইসলাম খান**

'দি কুইন এণ্ড দি রেবেলস' নাটকটি লণ্ডনের হে মার্কেট থিয়েটারে ১৯৫৫ সনের ২৬শে অক্টোবর অভিনীত হয়।

এতে নিম্নলিখিতরা অভিনয় করেছিলেন :

আরগিয়া	আইরিন ওয়ার্থ
এলিজাবেটা	গোয়েন ডোলিন ওয়াটফোর্ড
এমোস	লিউ ম্যাকার্ন
বিয়াঙ্কে	এলান টিলভার্ন
ম্যাক্সিম	ডানকান লামণ্ট
ফরাস (পোর্টার)	জন কিড
মউপা	ব্রায়নে ওগালাগ
ইনজিনিয়ার	জন গিল
একজন কৃষক	প্যাট্রিক ন্যাগী
একজন কৃষক-রমণী	ন্যান্সি লিউয়েলিন
[illegible] জনৈক কৃষক	এ্যাঞ্জেলা বয়েড

এছাড়া ভ্রমণকারীরা, কৃষকগণ ও সৈনিকদের ভূমিকায় ছিলেন : জন হেরিংটন, জন মেল্টিনটন, গরডন রিচার্ডসন, জ্যাক গুড, জন নোমান, কেভিন ও কিফি কেনেথ টিস, লেন গুডম্যান, প্যাট্রিসিয়া নীল।

সময় আজকের দিন। প্রযোজনা করেছিলেন ফ্যাঙ্ক হসার। দৃশ্য পরিকল্পনা করেছিলেন অড্রি ক্রাডাগ। হেনরী শেরেক নাটকটি উপস্থাপনা করেন।

প্রথম অঙ্ক

সারা নাটক জুড়ে একই দৃশ্য। সেটি হলো পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের প্রধান পাবলিক বিল্ডিংয়ের একটি বড় হলঘর। সারা ঘর জুড়ে বিশৃংখলা ও অবহেলার চিহ্ন বিরাজমান। পরদা উঠালে শূন্য মঞ্চ দেখা যায়। সময় সূর্যাস্ত কাল। একটু পরেই হলের ফরাসের প্রবেশ। তার ভাবভঙ্গি বিনয়ী ও নম্র।

ফরাস

(তার পিছনের কাউকে উদ্দেশ্য করে) . . .আপনারা এইদিকে আসুন।

[একদল নারী ও পুরুষ নিঃশব্দে হল রুমে প্রবেশ করে। তাদের কাঁধে ও হাতে ভ্রমণের ব্যাগ ও সুইটকেস।]

ফরাস

এখন আপনারা এখানেই অপেক্ষা করতে থাকুন।

একজন ভ্রমণকারী

(সতর্কস্বরে)—আমরা বাইরে অপেক্ষা করলেও পারতাম।

ফরাস

তা বটে। তবে এখানটায় আপনারা ইচ্ছে করলে বসতেও পারবেন। আপনাদের ইচ্ছামতো সবকিছুই আপনারা এখানে পাবেন। এটা এখানকার টাউন হল ছিল কিনা।

ভ্রমণকারী পথিক

আমরা কিন্তু বসতে চাই না। আমরা চলে যেতে চাই। ইতিমধ্যেই আমরা কয়েক ঘণ্টা লেট হয়ে গেছি।

ফরাস

শুনে দুঃখিত স্যার। কিন্তু আপনারা আপাততঃ এখানেই থাকবেন। এখানে যদি সারা রাত আপনাদের থাকতে হয় তাহলে আপনাদের জন্যে বেশ কিছু কামরা খালি আছে।

পথিক

আল্লাহ্ ভরসা, আমরা আশা করি আমাদের এজায়গায় সারা রাত কাটাতে হবে না। ওরা বলেছিল ইনজিন্ ঠাণ্ডা হতে যে আধা ঘন্টাখানেক সময় লাগে শুধু ততক্ষণই আমাদের এখানে থাকতে হচ্ছে।

ফরাস

তা দেখুন, এখান থেকে যেতে হলে কঠিন চড়াই পেরোতে হয়। এসব পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তাগুলো খুব খাড়াখাড়ি উঠে গেছে।

ভ্রমণকারী পথিক

এনিয়ে তিন দফা এরা আমাদেরকে কাগজপত্র চেক করার জন্যে থাগালো। (বিরতি নিয়ে) আমি একজন জিলা ইনজিনিয়ার। আমি . . . (খবর জানিয়ে) আপনার কি মনে হয়— আমাদেরকে আটকে রাখার জন্যে কোনো বিশেষ কারণ আছে ?

ফরাস

না, না, ওসবে ভয় পাবেন না। আপনাদেরকে ওঁরা সরাসরি চলে যেতে দেবেন।

ইনজিনিয়ার

যদি তাই হয়, তাহলে আর বসে আছি কেন ?

ফরাস

স্যার . . . আমি . . . আমি যে আপনাকে কি বলবো। আমি এই একজন ফরাস মাত্র . . . . তাও এই কদিন আগে পর্যন্ত ফরাস ছিলাম। গোলমাল শুরু হওয়ার পর থেকে আমি একলাই এখানে আছি। আমাকে একলাই সবকিছু সামলাতে হয়। সে যাক গে। আপনারা সকলেই একটু আরাম করে বসুন না ?

ইনজিনিয়ার

এখান থেকে কি একটা টেলিগ্রাম পাঠানো চলে ? অথবা একটা টেলিফোন করা যায় ?

ফরাস

সব লাইনই বন্ধ। আমাদের সাথে দুনিয়ার যোগাযোগ নেই। একটু বেখাপ্পা অবস্থায় এখানে আমরা সবাই আছি কিনা। তা যদি বলেন, আমি একটু গিয়ে দেখি আপনাদের জন্যে কয়েকটা লেপ-কম্বল যোগাড় করতে পারি কিনা। (একটু বিরতি)

ইনজিনিয়ার

শুনুন, কথা, শুনুন। আমি অবশ্য আমার নিজের কথাই বলতে পারি। তবে এটুকু জোরের সাথেই বলতে পারা যায় যে, আমার সঙ্গের এইসব ভদ্র মহিলা ও ভদ্র লোকেরাও আমারই মতন বোধ করছেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে লোকের গরজ না থাকলে এমন দিনকালে কেউ আর

দেশের বাইরে ভ্রমণে যেতো না। আমরা এখানে যারা আছি তাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ করার আছে বলেই আমরা ভ্রমণে যাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের সাথেই ভ্রমণের ভিসা অথবা পারমিট আছে। তা না হলে কে আর এহেন সময়ে এরকম যায়গায় আসে? আমরা রাজনীতির লোক নই, আমরা সবাই শান্তিপ্রিয় সাধারণ ভ্রমণকারী। আমাদের প্রত্যেককে লরীতে যাচ্ছেতাই একটা সিটের জন্যে ভাল পয়সা খসাতে হয়েছে। আমাদের সবাইকে পারমিশন নিতে হয়েছে . . . .

ফরাস

(নিজের কথায় জোর না থাকা সত্ত্বেও) আপনি দেখবেন স্যার, আপনাদেরকে সরাসরি ভ্রমণ করতে ওঁরা ছেড়ে দেবেন (বিরতি)।

ইনজিনিয়ার

এখানকার দায়িত্বে কে আছেন, জানেন আপনি?

ফরাস

মাফ করবেন স্যার, আমি তা জানি না। যে যা হুকুম করেন আমি তা-ই পালন করি।

ইনজিনিয়ার

এমন কেউ আছে যার সাথে আমরা এ বিষয়ে কথা বলতে পারি?

ফরাস

তা বটে। তবে মুশকিল হলো যে আমরা কেউ বসে নেই সবাই আসছে আর যাচ্ছে। বলাবলি হচ্ছে আজ বিকেলের দিকে একজন জেনারেল একজন কমিশনারসহ এখানে আসবেন।

ইনজিনিয়ার

তার মানে এখন এখানে এমন কেউ নেই যার সাথে কথা বলা যায়?

ফরাস

এন.সি.ও. যারা আছে তারা খুবই কাটখোট্টা। একমাত্র লোক হলো দোভাষী ভদ্রলোক; কিন্তু স্যার, তাকে কেউ তেমন একটা আমল দেয় না।

ইনজিনিয়ার

দোভাষী? দোভাষীর কাজটা কি এখানে?

ফরাস

ওহ্, না তেমন কিছু নয়, তিনি কেবল একজন দোভাষীই—একজন তরুণ শিক্ষিত ব্যক্তি।

ইনজিনিয়ার

ঠিক আছে। ওই দোভাষীকেই একটু ডেকে আনুন।

ফরাস

যাচ্ছি স্যার, আমি তাঁকে খুঁজে আনছি।

[সে যায়। যাত্রীরা এখানে-ওখানে চুপিসারে বসে পড়ে]

ইনজিনিয়ার

চিন্তা করার মতো কিছু নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে। বাইরে আরো কিছু লোক দেখলাম। তাদেরকেও ধরে রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। স্পষ্টতঃই সীমান্তের কাছাকাছি এসেছি বলে আরেক দফা তদন্ত সেরে নিচ্ছে এরা। কগজপত্র ঠিক আছে কিনা। তবে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যদি থেকে থাকেন বেআইনী ভ্রমণ কবছেন, তাঁদের উচিত হবে অকপটে তা স্বীকার করা, তা না হলে আমাদের সকলেরই বিপদ হবে।

অন্য একজন যাত্রী

(যেন নিজ মনে বলতে থাকে) আমাদের মাঝে গুপ্তচর এতই বেশী যে নিজে থেকে কেউ যে কিছু বলবে তেমন ইচ্ছা আর কারো মনে জাগে না। তবে কথা এই যে এখানে এমন কেউ নেই যিনি বেআইনী ভ্রমণ করছেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে তেমন গাধামি কেউ করবেন বলে অন্ততঃ আমি মনে করি না।

ইনজিনিয়াব

তেমন হলে তো খুব ভাল, আধা ঘণ্টাব মধ্যে আমরা যাত্রা শুরু করতে পারবো বলে আশা করতে পারি।

যাত্রী

আপনার আশাবাদে অংশীদার হতে পারছি না। আজকের সারা যাত্রাটাই কেমন বেখাপ্পা আর অদ্ভূত। প্রথমেই বলুন, আমাদের ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে আসা হোল কেন? এই গ্রামটা তো আর আমাদের যাত্রার রাস্তায় পড়ে না। তাছাড়া ইনজিনেরও কোন আর ঠাণ্ডা করার সমস্যা ছিল না। এসব ইন্সপেক-শনের দরকারটাই বা কি এমন? এসব কিছুর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো, ওরা কাউকে খুঁজছে।

ইনজিনিয়ার

আমাদের কাউকে?

যাত্রী

তবে এমন হতে পারে যে তারা বরাবরের মতো বোকা আর গাড়লের মতো

এসব করে যাচ্ছে। বিপ্লবের দশভাগের নয়ভাগই তো এসব করে কাটান দিচ্ছে।

ইনজিনিয়ার

কিছু মনে না করলে আমরা এ জাতীয় আলাপগুলো বাদ দিই চলুন। এসব আলোচনায় কোনো ফায়দা নেই।

যাত্রী

কোন্ সব আলোচনা.......

ইনজিনিয়ার

যাই বলুন, সব কিছু বলা কওয়ার পরে মনে হচ্ছে, এই বিপ্লবের মধ্যে বিরাট একটা সম্ভাবনার অঙ্কুর লুকিয়ে আছে।

যাত্রী

তাই বুঝি আপনার মনে হয়?

ইনজিনিয়ার

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি—অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই।

যাত্রী

আপনার এত সতর্কতার কি কোন প্রয়োজন আছে? আমার মনে হচ্ছে এ সময়ে এসব চরমপন্থীরা খুব একটা ভাল করছে না। রাস্তায় আসতে আসতে আপনি কি খেয়াল করেননি?

ইনজিনিয়ার

কোন্ দিকে খেয়াল করার কথা বলছেন?

যাত্রী

পাহাড়গুলোর ওপর দিকে। এখন তখন ওদিক থেকে গুলীর মৃদু আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল নাকি?

ইনজিনিয়ার

সেটা কি হতে পারে?

যাত্রী

রাইফেলের গুলীর আওয়াজ তো বটেই। কাছে পিঠেই পাহাড়ের ঢালের দিকে এরা যুদ্ধ করছে বলে মনে হচ্ছে। সব কিছু যেন সুতোর ডগায় ঝুলে আছে। আমার ধারণা এই চরমপন্থী সরকার হয়তো এক সপ্তাহও টিকবে না।

ইনজিনিয়ার

এক হপ্তা! কাউকে গুলী করতে এক হপ্তাও তো লাগে না। (গলার স্বর

নামিয়ে) আমি আওয়াজগুলো খেয়াল করিনি ; আমার খেয়াল ছিল বিশ্রী গন্ধের দিকে......এখন তখন ওই কটু গন্ধটা নাকে লেগেছিল আপনার ?

যাত্রী

এ হলো ইতিহাসের গন্ধ।

ইনজিনিয়ার

ওরা মড়াগুলো দাফন করার কষ্টটাও করতে চায়নি।

[এমন সময় ফরাস প্রবেশ করে। মোটাসোটা ঢিলেঢালা চেহারার দোভাষী র‍্যাইম ওর পিছন পিছন প্রবেশ করে। সে এমন ভান করে যেন সে যাত্রীদলটাকে দেখছে না।]

ফরাস

(ঢুকতে ঢুকতে) দোভাষী আসছেন।

র‍্যাইম

কোথায় তারা ? বিদেশী গুপ্তচর আর দাসেরা কই ? এছাড়া আর কি হতে পারে তারা ? (ঢুকে) প্রতিক্রিয়াশীল বেঈমানগুলো কই ?

ইনজিনিয়ার

(অমায়িকভাবে) দেখতেই পাচ্ছেন আমরা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কেউ নই। আমরা সেসব ধরনের লোকই নই।

র‍্যাইম

তা না হলে তোমরা হলে একপাল নোংরা রাজতন্ত্রীবাদী। একপাল রাজকীয় শুয়োর।

ইনজিনিয়ার

আমি স্থির নিশ্চিত যে আপনি ভুল করছেন।

র‍্যাইম

তোমরা হলে গণশত্রু। তোমরা এখানে এসেছো কেন, বল ? আমরা এখানে যুদ্ধ করে মরছি, তোমরা এসব ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছো ? তোমরা কি দিশী টাকা সীমান্তের ওপারে চুরি করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছো ?

ইনজিনিয়ার

আমরা সাধারণ শান্তিপ্রিয় ভ্রমণকারী। আমাদের ভ্রমণের কাগজপত্র দফায় দফায় পরীক্ষা করে দেখে সিল মারা হয়েছে। আমি আবারও আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে আমরা সবাই লীগ অফ কাউন্সিলের সমর্থক।

র‍্যাইম

(বিদ্রূপের সাথে) জানতাম, তোমরা অমন কিছু বলবে। আসলে তো তোমরা সকলেই শোষক। (স্বর একটু নামিয়ে) আমি বাজী ধরে বলতে পারি, তোমাদের সকলেরই গলা পর্যন্ত সারা শরীর ভর্তি টাকা লুকানো আছে।

ইনজিনিয়ার

এটা ঠিক নয় স্যার।

র‍্যাইম

হতভাগ্যের দল, টাকা নেই। সে আমরা দেখে নেব।

ইনজিনিয়ার

আইন মতে যে ক'য়টা টাকা সাথে রাখা যায় তার বেশী টাকা আমাদের কারু সাথে নেই।

র‍্যাইম

তাহলে সোনা-দানা ?

ইনজিনিয়ার

না, স্যার, তাও নেই। ভ্রমণ করার জন্যে আমরা সকলেই পারমিশন পেয়েছি। এখন আমাদের যাত্রা পুনরায় আরম্ভ করার জন্যে লরীতে গিয়ে উঠতে দিলেই আমরা কৃতার্থ হই।

র‍্যাইম

দুঃখিত, তোমাদের লরীটা আমরা রিকুইজিশান করেছি।

[নীরবতা]

ইনজিনিয়ার

তাহলে কি আমরা আর কোন প্রকার যানবাহন ধরে যেতে পারি ?

র‍্যাইম

সামনে রাস্তা বন্ধ। অন্ততঃ পুলগুলোর সব ক'য়টাকেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

[নীরবতা]

ইনজিনিয়ার

তাহলে কি আপনারা আমাদের সবাইকে যার যার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে অনুমতি দেবেন ?

র‍্যাইম

ও, হ্যাঁ, তাতো নিশ্চয়। এই তোমাদের মতো লোকগুলো, সবকিছুতে নাক গলাবার জন্যে এখানে এলে, এখন আবার ফেরত গিয়ে গালগল্প করে বেড়াবে।

আমার তো স্পষ্ট মনে হচ্ছে, তোমাদেরকে সহজে ছাড়া হবে না, তোমাদেরকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

যাত্রী

কিন্তু কিসের জন্যে আমরা অপেক্ষা করবো ?

র‍্যাইম

প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্যে।

যাত্রী

এমন কঠোর কর্তৃত্বের সাথে কথা বলার জন্যে কেউ কি আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছে ?

র‍্যাইম

সব ব্যাপারে নাক গলাবার জন্যে কেউ কি তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছে ?

যাত্রী

আমাদের ভ্রমণে বাধা দেবার জন্যে কি বিশেষ আইনগত অধিকার আপনাদের আছে ?

র‍্যাইম

উত্তম নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য যা তাই আমার ক্ষমতা। আমি রিপাবলিকের পক্ষে কাজ করছি। আর তোমরা ? কিসের অপেক্ষা করছো ? এসো, এক এক করে তোমাদের হাত দেখাও।

যাত্রী

(নিজের হাতের মুঠো খুলে ধরে)

র‍্যাইম

ঠিক একজন ধর্মযাজকের হাত, ঠিক কিনা ? জীবিকার জন্যে কোনদিন যাকে এতটুকুন কাজ করতে হয়নি। কম হলেও একজন বিশপ, তাই নয় কি ?

যাত্রী

আপনার নিজের হাতটিও অতি যত্নে লালিতপালিত মনে হচ্ছে।

র‍্যাইম

ধন্যবাদ, মহামতি। খুব চালাক লোক আপনি, তাই না। হ্যাঁ, আমার হাত হলো একজন সুদক্ষ পিয়ানো বাদকের হাত। তবে দুঃখ, আমি বাজাতে পারি না। (সে হাসে। ফরাসের দিকে ফিরে)

ওরাজিও, এদের সকলের কাগজপত্রগুলো নিয়ে এসো।

[ফরাস সকলের কাগজপত্র সংগ্রহ করতে লেগে যায়]

যাত্রী

আপনি কি এসব পরীক্ষা করে দেখবেন?

র‍্যাইম

কমিশার এ্যামোস ওসব পরীক্ষা করবেন। উনি এই এসে পড়লেন বলে। আরো ভালো যদি জেনারেল বিয়াস্তে দেখা দেন। উনি খুব শীঘ্রি এখানে আসছেন। হয় এ্যামোস এবং বিয়াস্তে। এসব জাঁদরেল অফিসাররা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হোমরা-চোমড়া নন?

ইত্যবসরে তোমার মুখ থেকে পরিষ্কারভাবে একটা শব্দের উচ্চারণ শুনি—পার্চেজ

যাত্রী

পার্চেজ

র‍্যাইম

সেন্টার

যাত্রী

সেন্টার

র‍্যাইম

এখন বলো—জানুয়ারি

যাত্রী

জানুয়ারি

র‍্যাইম

তোমার উচ্চারণ আমার খুব একটা ভাল লাগছে তা বলতে পারি না। দেখতো তুমি এই নোংরা রিফ্যুজিদের একজন কিনা।

যাত্রী

আমাকে যদি বলতে দেন, তাহলে বলবো আপনার নিজের উচ্চারণও এমন কিছু বিশুদ্ধ নয়।

র‍্যাইম

ওহ্, কিন্তু মহামতি, আমি হলাম গিয়ে একজন দোভাষী। বিদেশী উচ্চারণ দিয়ে নিজের ঠোঁট ক্লেদাক্ত করাটাই আমার ব্যবসা। বুঝলেন? ওরাজিও, এই লোকটার কাগজগুলো আমাকে দাও। (একটু বিরতির পর) তুমি, দেখছি হাই রেডনে জন্ম হয়েছে বলে লিখিয়েছো।

যাত্রী

হ্যাঁ, তাই।

র‍্যাইম

তুমি স্ল্যাভ ?

যাত্রী

না।

র‍্যাইম

তোমার ডাকনামটা আমার কাছে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি ক্যাথলিক ?

যাত্রী

না।

র‍্যাইম

গোঁড়াপন্থী ? প্রোটেস্ট্যান্ট ? না ইহুদী ?

যাত্রী

সেটা এখনো ঠিক করিনি।

র‍্যাইম

বেশ। এ নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাতে চাই না। তুমি কি বিনিয়োগ করে খাচ্ছ নাকি ?

যাত্রী

না।

র‍্যাইম

তোমার কি বেশী জমিজমা বা বাড়িঘর আছে নাকি ?

যাত্রী

না।

র‍্যাইম

সোনা ?

যাত্রী

না।

র‍্যাইম

বণ্ড বা শেয়ার ?

যাত্রী

না।

র‍্যাইম

তোমার রাজনৈতিক মতাদর্শ কি?

যাত্রী

রানীর জন্যে আমার ভেতরে একটা দুশ্চিন্তা আছে। একথা অস্বীকার করতে পারি না আমি।

[নীরবতা। সকলেই তার দিকে ফিরে তাকায়।]

র‍্যাইম

রানী?

যাত্রী

হ্যাঁ, রানী?

র‍্যাইম

বিয়াস্তে আর এ্যামোস এলে তুমি কি রকম রসিক ব্যক্তি তা আমরা দেখে নেব? (রূঢ়ভাবে, অন্য একজন যাত্রীকে) আর তুমি? তোমার হাত দেখাও। (আরেকজনকে) তুমি?

[তার সামনে যে ব্যক্তি ছিল সে একজন ভীরু অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরা কৃষকরমণী। সেই রমণী হাত বাড়িয়ে দিলে, সে বিরক্তিভরা নজরে ঐ হাতের দিকে তাকায়।

র‍্যাইম

চাষী। (ফরাসের দিকে ফিরে) যা দিন-কাল পড়েছে, এখন চাষাভূষারাও যত্রতত্র ভ্রমণ করতে পারে বলে মনে হয়। (যাত্রীদের দিকে ফিরে তার তর্জনী নির্দেশ করে) তুমি?

[সে বাকহীন হয়ে তর্জনী তুলেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার সামনে দাঁড়ালেন একজন আকর্ষণীয় চেহারার মহিলা যার পরণে ভাঁজদুষ্ট চমকপ্রদ পরিধান। চুলগুলিতে খারাপভাবে কলপ লাগানো। এতক্ষণ মেয়েটি অন্যান্য যাত্রীর মাঝে লুকিয়ে ছিলো। মেয়েটি র‍্যাইমের দিকে তাকায় ও ধীরে তার হাতটি মেলে ধরে।]

আরগিয়া

(শান্তস্বরে, কিছুটা বিরক্ত করার জন্যে, কিছুটা বিদ্রোহের ভঙ্গিতে) সারা জীবনে কাজ বলতে কুটোও ছুইনি আমি। সব সময়েই আমার বাড়িতে এক গাদা কাজ করার লোক ছিল।

[সকলেই তার দিকে ফিরে তাকায়। র‍্যাইম বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, কি করে এই বিব্রতকর অবস্থা থেকে রেহাই পাবে তার সন্ধান করে। সে হঠাৎ পূর্বেকার যাত্রীর দিকে ফিরে দাঁড়ায়।]

র‍্যাইম

ও সাহেব, আপনি, হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলছি।

যাত্রী

(বিনীতভাবে) হ্যাঁ। এমন কিছু আছে, যা আমি...

র‍্যাইম

আমি ভাবছি। আমি তোমার ব্যবহার বা আর কিছু পছন্দ করতে পারিনি।

যাত্রী

হ্যাঁ ?

র‍্যাইম

(এখনো আশ্বস্থ হবার চেষ্টা করে) আমার ভয় হচ্ছে...তোমার এই বেপরোয়া মনোভাবের ভেতর আরো কিছু তলিয়ে দেখার আছে। আর সবার সমন্ধেও একই কথা—আমাকে সব খুঁটিনাটি ভাল করে দেখতে হবে। পুরো জিনিসটা পরিষ্কার করে দেখা দরকার। ওরাজিও, এসব লোকজন আমার কামরায় নিয়ে এসো···ছোট ছোট গ্রুপে... বোধ করি আরো ভালো হয়...যদি এক একজন করে নিয়ে এসো। হ্যাঁ। ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে পরখ করে দেখার মতো ব্যাপার এগুলো। (সে দরজার কাছে চলে গিয়েছিলো। ফিরে দাঁড়ায়) তোমরা আমাকে একটু বুঝার চেষ্টা করো। এমন মনে না কোরো যে আমি বিদ্বেষ থেকে এসব করছি। বরং দেখতে পাবে যে আমিই তোমাদের আসল বন্ধুর মতো কাজ করছি। এখানে যেন একটা শয়তানের চাকি বসানো আছে। সব কিছুতেই খিচড়ে হয়ে আছে। নানান্ ধরনের নানা জাতের লোকজন, ভিন্ন ভিন্ন জাত, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিড়ে পড়া লোক, দাড়িওলা যাজক, দাড়িছাড়া যাজক, যা-কিছু ভাবতে পারো সবই এর মধ্যে আছে। ছোট্ট একটু পরিসরে সারা দুনিয়ার ছবি যেন একখানা। সবখানেই বেশ গোলমাল চলছে। এ অবস্থায় আমাদের সবার উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা ; ধনী গরীবকে, গরীব ধনীকে। আমি বলতে চাইছি যে আমি তোমাদের যে-কাউকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হবো। ওরাজিও, এদের সবাইকে আমার কাছে পাঠাও। (সে বেরিয়ে যায়)

ফরাস

(একটু বিরতির পর) ঠিক আছে, প্রথম আপনি আসুন, তারপর আপনি।

[সে প্রথমে একজনকে দেখায় তারপর আরেকজনকে। তারা তার পিছু পিছু যায়]

ইনজিনিয়ার

যা বলেছিলাম, এই শুরু হলো আরেকখানা ইন্সপেকশন।

ফরাস

(আরগিয়ার দিকে দ্রুত একবার তাকিয়ে নিয়ে) হ্যাঁ, সকাল থেকে ওঁরা সবকিছু টাইট করতে শুরু করেছেন।

আরগিয়া

(সিগারেট ধরিয়ে) কিন্তু এরা কি সত্যিই কাউকে খুঁজছে?

ফরাস

... তা, হ্যাঁ, বেশ গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে (আরগিয়ার দিকে আরেক বার চোরাচাউনি মেরে)

আরগিয়া

তাহলে কি তারা সেই তথাকথিত রানীকে তালাশ করছে?

ফরাস

(এড়ানোর চেষ্টা করে) অমন কিছুই যেন লোকে বলছে?

ইনজিনিয়ার

দেখো ভাই, এই যে রানী বলে কথিত মহিলাকে নিয়ে এতসব কথা হচ্ছে, এ থেকেই বোঝা যায় আমরা কি রকম হাস্যাস্পদ জাতি।

আরগিয়া

(ধূমপান করতে করতে) আমি ভেবেছিলাম—সেই চতুর মহিলা বছর পাঁচেক আগেই ইন্তেকাল করেছেন।

যাত্রী

(কথার মাঝে কথা বলতে গিয়ে) হ্যাঁ, তাইতো আমরা শুনেছিলাম। তবে আমি—লোকে এখনো মনে করে যে বিয়েলোভিসের প্রাসাদের কুঠরিতে এই মহিলার দেহটি কোন সময়ই পাওয়া যায় নি।

ফরাস

জীবিত থাকতে সব মন্ত্রী, জেনারেল . . . . . আর সবাই ঐ কুঠরিতে ছিলেন।

আরগিয়া

তা রানীও কি সেখানে ছিলেন?

যাত্রী

(আরগিয়াকে একান্তভাবে) হ্যাঁ, তিনিও ছিলেন। আপনি কি শোনেন নি? সে আরেক গল্প। একথা বলা হয়েছে যে যখন সৈনিকরা জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে মেসিনগানের গুলী চালিয়েছিল তখন তারা প্রবৃত্তির তাগিদেই যেন তাঁকে তাক করে গুলী করে নি। এর ফলে হত্যাযজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে রক্তাক্ত সব লাশের তলায় ...

ইনজিনিয়ার

(বিদ্রূপাত্মক স্বরে) সব গোলমালের গোড়াটি নিরাপদে রয়ে যায়।

যাত্রী

(আগের মতো আরগিয়াকে লক্ষ্য করে) পাহাড়ের উপরে মিসট্রিয়া ব্রীজে চার-জন সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। বিকেলের দিকে একজন স্ত্রীলোক সেখানে দেখা দিলেন। তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বস্ত্রে আচ্ছন্ন। সৈন্যরা জিগ্যেস করলো—তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমাদের কোন অধিকার আছে আমাকে এ প্রশ্ন করার? সৈন্যরা জানালো তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে-কাউকে থামানোর, বিশেষ করে মেয়েদেরকে। তিনি বলেন, তোমরা কি রানীকে খুঁজছো? তারা বল্ল, হ্যাঁ। তিনি তাদের দিকে ফিরে তাকালেন এবং বলেন, আমিই রানী। আমার অপরাধ কি?

আরগিয়া

তাঁর তাহলে সাহসের কোন অভাব ছিল না।

যাত্রী

না। তিনি এমন শান্তস্বরে কথা বলছিলেন আর এমন দৃপ্ত আভিজাত্যের সাথে নিজের পথে চলে গিয়েছিলেন যে তিনি জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সৈন্যরা হতবাক ও স্তব্ধ হয়ে থাকে।

ইনজিনিয়ার

চমকপ্রদ কথা। তাহলে, আপনার কথা মতোই যে দেশে গাছের পাতার চাইতেও বেঈমানের সংখ্যা বেশী, সে দেশে পাঁচ বছর তাঁর মতো একজন মহিলা লুকিয়ে থাকতে পেরেছেন?

যাত্রী

খুব কম লোকেই তাঁকে চিনতো। তিনি সব সময়েই পশ্চাতপটে ছিলেন।

ইনজিনিয়ার

(বিদ্রূপের সাথে) তাহলে এটা এক চটকদার গল্প। কিন্তু কথা হলো এতদিন পরে ভুঁইফুড়ে সেই মহিলার আবির্ভাব হবার কারণ কি? তিনি সব ঘটনার অতীত হয়ে যান নি? সকল দলগুলোই হয় তাঁকে ঘেন্না করে না হয় তাঁকে ভুলে গেছে। শেষটাই বেশী খারাপ। তাঁকে আর রানী বলার দরকারটা কি? রানী তিনি কখনো ছিলেন না। তাঁর সবচেয়ে বেশী দাসানুদাসেরা তাঁকে রানী বলে তোয়াজ করেনি।

যাত্রী

(নম্রস্বরে) সে যাহোক, জনসাধারণ তাকে ঐ নামেই ডাকে।

ইনজিনিয়ার

জনসাধারণ তো চিরটা কালই বড় গোছের গুণ্ডাদের নামে মুগ্ধ, বিশেষ করে তা যদি নীলরক্তের গুণ্ডা হয়। ঐ বিখ্যাত মহিলা শুধু একজন বেআইনী ক্ষমতা দখলকারীর চক্রচিহ্নিত অভিজাত স্ত্রীই ছিলেন না, তিনি নিজেই ছিলেন এক-চক্রী আর বেআইনী ক্ষমতাভোগী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সমস্ত কিছুর পিছনে এক কূটবুদ্ধি শয়তান, ইজেরিয়া, দেশের সমস্ত সর্বনাশের হোতা।

ফরাস

(সহসা অযাচিত তীক্ষ্ণ স্বরে দুজন যাত্রীকে লক্ষ্য করে) এর পরের দুজন, যান, ওখানে ঢুকে যান, যান, এখানে বসে আছেন কেন?

যাত্রী দুজন যায়। কেবল ফরাস, ইনজিনিয়ার, অন্য যাত্রীটি, আরগিয়া ও কৃষক রমণীটি [আছে]

ফরাস

(ইনজিনিয়ারকে) আমিও ঐ মহিলাকে ঘৃণা করি, আপনাদের চাইতেও বেশী ঘৃণা করি।

যাত্রী

(নিজে নিজে বলে) সে যাই হোক না কেন, জনসাধারণের ওপর বিশেষ একটা প্রভাব তাঁর ছিল।

ফরাস

লোকে যারা তাঁর সম্পর্কে বলে তাঁরা বলে তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও উদ্ধত, কিন্তু আবার অত্যন্ত জনদরদীও বটেন। তারা বলে যে তাঁর কাছে কেউ মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখে না।

যাত্রী

(নিম্ন সুরে) সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়ে যেটুক প্রয়োজন মেটানো যায় তার বাইরে কোন প্রয়োজনকে তিনি পৃথিবীর মানুষের জন্যে স্বীকার করেন না। এপর্যন্ত যা-কিছু তিনি করেছেন বা বলেছেন তা সবই অতি প্রয়োজনীয় ও অতি পরিশীলিত। আত্মগোপন করে থাকতে গিয়ে তাঁকে নিশ্চয় অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে।

ইনজিনিয়ার

প্রশ্ন করাটা ক্ষমা করবেন—সে সময় আপনারা কেউ কি তাঁকে দেখেছেন? (ওর্যাজিওকে) আপনি দেখেছেন?

ফরাস

না।

ইনজিনিয়াব

তাহলেই দেখুন এসব হলো লোকেব অজ্ঞতা একটা বিবোধিতাব স্পৃহা যা প্রগতিব বথচক্রকে থামানোব জন্যে একটা ভূত হলেও তাকে উঠিয়ে আনবে।

যাত্রী

তাহলে, নিশ্চয তা একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ভূত। (বিস্তি) আমি এবকম ভূত দেখতে চাই।

[র‍্যাইম দ্রুত কামরায় প্রবেশ করে]

ব্যাইম

তোমবা সব কি কবছো ? সব কিছুই অত্যন্ত সাদামাটাভাবে নিচ্ছো বুঝি? এদিকে জেনাবেলকে আসতে দেখা যাচ্ছে, তাব খবব আছে ?

যাত্রী

(ঠাণ্ডাভাবে) তাই নাকি ?

ব্যাইম

(ফবাসকে) তুমি তাডাতাডি এদেবকে ওখানে নিযে যাও। নিযে গিযে যে কোন প্রকাবে ওদেবকে একটু বসাও।

(আবগিয়াকে লক্ষ্য কবে) তা, আপনি যাবেন না। আপনি এখানে থাকুন। আপনাকে কযেকটা কথা জিগ্যেস কববো।

[ফরাসের ইঙ্গিতে ইনজিনিয়াব যাত্রী ও কৃষক বমণীটি পাশ্ববর্তী কামবায় যায়। একটি টেবিলে রাখা তাদেব কাগজপত্রগুলো ফবাস তুলে নেয়।]

ব্যাইন

(কঠিনভাবে আবগিযাকে) আমি জানতে চাই কি বিশেষ ও নির্দিষ্ট কাবণে তুমি এই যাত্রায এখান পর্যন্ত এসেছো ?

আবগিয়া

(একই বকম সবকাবী কঠিন সুবে) ব্যক্তিগত কাবণে।

[ফরাস এসময় বাইরে যাচ্ছে]

র‍্যাইম

সেসব কি ? সেসব কাবণ খুলে বললে তোমাব জন্যে তা ভাল হবে বলেই আমি মনে কবি।

[ফরাসের পিছনে দরজা বন্ধ হযে যায়]

আরগিয়া

(ধীরে সরকারী সুরটি বর্জন করে) কারণগুলি হলো এই– রোগাডে থাকতে থাকতে আমার ভীষণ বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। প্রিয় বন্ধু, কি করবো নিজেকে নিয়ে তা আমি নিজে বুঝতে পারছিলাম না।

র‍্যাইম

তুমি নিশ্চয় ভেবেছ যে এখানে এসে বেশ চতুরের মতো কাজ করছো, তাই না।

আরগিয়া

লোকে বলেছিল, তুমি পাহাড়ের চূড়োর দিকে গেছো।

র‍্যাইম

তুমি আমার কাছে কি চাও?

আরগিয়া

র‍্যাইম তাহলে তুমি দেখছি এখন ইউনিটারি পার্টিতে যোগ দিয়েছো? চালাক ছেলে: যুদ্ধ করছো, লোকজনকে গুলী করছো তো?

র‍্যাইম

আমি তোমাকে জিগ্যেস করছি, তুমি এখানে এসেছো কেন?

আরগিয়া

এমনিই। আমাকে দেখার পরে তোমার চেহারা কেমন হয়েছিল, তা যদি তুমি দেখতে পারতে? আমি তা দেখে হাসতে হাসতে মরে যেতে পারতাম। তোমাকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছি, তাই না?

র‍্যাইম

(ক্রুরস্বরে) মোটেই না, তোমাকে দেখে আমি খুব খুশীই হয়েছিলাম।

আরগিয়া

আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যদি কেউ তোমার বন্ধুদের বলে তাদের সামনে কারা এসেছে? তাহলে তারা কি বলবে?

র‍্যাইম

সেটা এমন কিছু নয় যাতে তোমার কাছে সবকিছু সহজ মনে হয়। কখন চলে এসেছো?

আরগিয়া

গতকাল।

র‍্যাইম

টাকা-পয়সা কিছু সাথে আছে?

আরগিয়া

এই কিছু একটা।

র‍্যাইম

(বিদ্রূপের সাথে) তা, আমি জানি।

আরগিয়া

যা-কিছু ছিল, সব বেচে দিয়েছি তাতে অবশ্য এমন কিছু পাইনি।

র‍্যাইম

এখানে আসাটা তোমার কস্মিনকালেও উচিত হয় নি, প্রিয়ে। আমি নেহাৎ দৈবচক্রেই এখনো এখানে রয়ে গেছি। সেটার জন্যে এদেরকে অনেক অসম্ভব রং চড়ানো গল্প শোনাতে হয়েছে আমাকে। তুমি কিন্তু ভেবো না আমি এর পরেও আরো কোনো ঝুঁকি নেবো।

আরগিয়া

আমি তোমাকে কিছু বিপদে ফেলতে পারি, র‍্যাইম।

র‍্যাইম

না প্রিয়ে, না। সেদিক থেকে আমরা বোসাডের কাছাকাছি রয়ে গেছি। আমার নিজেরই এখন ম্যালা ঝামেলা। তোমরা মেয়েরা তেমন কিছু সামলে নিতে পারো। কিন্তু এখানকার এসব দামড়াগুলো সবাইকেই সন্দেহ করে। ছোট্ট একটা কিছু হলেই রাগে ওদের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে থাকে। এই অগ্নিকাণ্ডের ভিতর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে আমাকে। টাকা-পয়সা কামিয়ে একটু ধনশালী হয়ে। এখানে যা তোমার দরকার তা হলো তীক্ষ্ম স্মরণ শক্তি, এখানকার আর পরেকার জন্যে। এটা যদি থাকে তাহলে তুমি পয়সা কামানোর জন্যে বিনিয়োগ করতে পারলে। এসব কিছু চুকে গেলে একটা পক্ষ নিশ্চই চূড়ান্ত জয়লাভ করবে। যদি সেই পক্ষের হয়ে খুন, প্রতারণা আর ডাকাতি কর, তা হলেই তুমি বীর হয়ে গেলে। কিন্তু সেটা যদি তুমি তখন অপর পক্ষের হয়ে করে থাকো। তা হলে তুমি চিরতরে শেষ। এজন্যে বেশ কিছু লোক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দিন কাটাচ্ছে। জীবনের শেষ দিনগুলোতে আমি একজন অভিজাত জমিদার হয়ে বাঁচতে চাই। যদি সম্ভব হয় বসন্তকাল এলে তুমি আমি আবার মিলিত হবো। তোমাকে বলি, তুমি কেন এখানে আমাকে খুঁজতে এলে? (বিদ্রূপের সুরে) তুমি কি আমাকে ভালবাসো? তুমি কি আমার বিরহে অস্থির হয়ে পড়েছিলে?

আরগিয়া

ব্র্যাইম, আমি কি করবো ভেবে উঠতে পারছিলাম না। কয়েকদিন আগে পুলিশ আমাকে এ্যারেস্ট করেছিল।

ব্র্যাইম

কেন?

আরগিয়া

তারা যথেচ্ছভাবে এখানে-ওখানে লোক ধরপাকড় করছিল। আমি কিছুই করিনি। একটা এভেন্যুর এক কাফেতে আমি বসা ছিলাম। আজকাল শুধু মেয়েছেলে হলে নিজে নিজে চলা যায় না।

ব্র্যাইম

তাতে কি?

আরগিয়া

না এমন কিছু হয়নি। থানায় গিয়ে বরং আমি ভালই করতে পেরেছিলাম। সে রাতটা আমাকে থানা হাজতে কাটাতে হলো, কিন্তু সকালে অফিসার এমনি আমার উপর খুব খুশী হলেন। তিনি আমাকে বললেন আমার খুশি মতো যে-কাউকে আমার জামিন হবার জন্যে ফোন করতে। তখন আমার একটা বোধোদয় হলো। দেখলাম আমার আপন বলতে কেউ নেই। আমি কাউকেই জানি না। আমি কিছু লোককে চিনি তাদের আগের নাম, পিছের নাম জানি মাত্র। বংশের পদবী দিয়ে কাউকেই চিনি না। এইভাবে সবকিছু গুলিয়ে ফেলে দেখি কেউ কেউ গেছে পালিয়ে আর কেউ গেছে মরে। টেলিফোন গাইড নিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে গেছি কারো কথাই ভেবে উঠতে পারিনি।

ব্র্যাইম

তাতেই কি হয়েছে?

আরগিয়া

ওরা তখন আমার ভরণ-পোষণ কি করে চলে তা জিগ্যেস করে বসলো। ফল হলো এই, ওরা আমাকে দেশ ত্যাগের নোটিশ দিলো। এস. পি. বল্লেন, আমাকে কেন্দ্র ছেড়ে যেতে হবে, এর অর্থ যা বোঝো। তিনি বল্লেন পরদিন আমাকে মিলিটারী প্রহরায় পাঠিয়ে দেবেন। আমি বল্লাম ঠিক আছে। তবে আমাকে বাক্স-প্যাটরা গুছাতে হবে। এজন্যে ওরা আমাকে একজন সেন্ট্রি দিয়ে বাড়িতে পাঠায়। আমি সেন্ট্রিকে আমার ঘড়িটা দিয়ে দিলে, সে ভাল

করে যে আমাকে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। ট্রাম চলছিল না। রাস্তাগুলোতে ব্যারিকেট বসানো হয়েছে। সবখানেই সৈন্যেরা টহল দিচ্ছিল। কোথাও থামা চলবে না। এই সব আর কি। শেষটায় অনেক বলে কয়ে লরীতে একটা সিট যোগাড় করতে পেরেছিলাম। তার জন্যে যা দাম দিতে হলো তা গলাকাটার শামিল। বৃষ্টি পড়ছিল, আমার পায়ে ব্যথা পাচ্ছিলাম। আমার পরণের সমস্ত কাপড় ভিজে ভোট, জানো তখন আমার কি মনে হচ্ছিল, র‍্যাইম। নিজেকে একটা চুব-খাওয়া ইঁদুর মনে করছিলাম আমি। ব্লেডে এসে ওরা অনেক ঘুরে আমাদেরকে বাধ্য করলো, লোভাতে তদন্ত হলো গাড়ীতে। তারপর আবার দফায় দফায় ইন্সপেকশান, আটক থাকা, বেয়োনেট। সেন্টারে এলে ওরা আমার কোটটা চুরি করে নিয়ে যায়। এখানে আসতে কম কষ্ট করতে হয়নি আমাকে। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে পেয়ে গেলাম। (সে র‍্যাইমের হাঁটুর উপরে বসে পড়ে)

র‍্যাইম

(উঠে দাঁড়িয়ে) আমি দুঃখিত, প্রিয়ে, কিন্তু দেখো এখানকার লোকজন যেন বুঝতে না পারে যে আমি তোমাকে আগে থেকে চিনি। আমি তোমার আমার দুজনের ভালোর জন্যে একথা বলছি।

আরগিয়া

র‍্যাইম, আমি ওখানে থাকতে পারছিলাম না। আমি ভয় পেয়েছিলাম; কথাটা কি বুঝতে পারছো না? ওরা অবশ্য আমাকে কোন ব্যাপারে চার্জ করতে পারতো না। তা হলেই বা কি . . . যেখানেই যাও সেখানেই ওরা . . . (হঠাৎ কেঁদে উঠে তা চেপে যায়) ফাঁসির মঞ্চ দেখেছো, র‍্যাইম। শুধুমাত্র টুকিটাকি অভিযোগে অথবা চেহারায় ফালতু মিলের জন্যে বহু লোককে ওরা ফাঁসি দিয়েছে।

র‍্যাইম

তাহলে তুমি ভাবছো, একথায় আমি তোমাকে এখানে রাখতে উৎসাহ পাব? আমার নিজেরই মাথা ঘামাবার মতো অনেক ঝামেলা আছে। দুজনের ঝামেলাকে একত্র করে ফেলাটা হবে ঘোরতর পাগলামি। না, আরগিয়া, না। যার যার নিজের ব্যাপার নিয়ে থাকাই ভালো। এই যুদ্ধ উপরে উপরে সেরে ফেলাই ভালো, একে মাটির তলায় নেওয়া ঠিক হবে না।

আরগিয়া

(একটু থেমে, ব্যাপারটা খুব গুরুতর কিছু বলে মনে না হয় এমন চেষ্টা করে) র‍্যাইম, যদি তোমাকে আসল কথাটা বলি ঃ তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছিলাম না।

র‍্যাইম

সে কথাতো আমিও বলি ঃ তুমি আমাকে ভালবাসো, আমি তোমাকে যাদু করেছি।

আরগিয়া

আমাকে উপহাস করো তুমি (তোষামোদ করে) কিন্তু . . . আমরা দুজন একত্র হলে আমার কাছে বড্ড নিরাপদ লাগে। তোমাকে দেখে বড় সুখী হয়েছিলাম। এটা কি তুমি বুঝনি?

র‍্যাইম

আমি কিন্তু সুখী হইনি, বুঝেছো?

আরগিয়া

র‍্যাইম…

র‍্যাইম

তোমার বোঝা মাথায় নেব এমন কোন ইচ্ছে এখন আমার নেই, বুঝেছো? তাছাড়া, তুমি নিশ্চয় কিছু একটা সমাধান বের করে নেবে, এ আমি জানি। (কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) এখানে খুব বেশী মেয়েছেলে নেই, তাই মেয়েদের খুব চাহিদা এখানে।

আরগিয়া

(চোখ নীচু করে তারপর তার দিকে তাকায়। শান্ত নীচু স্বরে বলে)—কি বিরক্তিকর প্রাণী তুমি, তাই না, র‍্যাইম? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তুমিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নোংরা প্রাণী।

র‍্যাইম

এইতো তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছো। তুমি আমাকে রেহাই দিয়ে চলে যাও, প্রিয়ে। আমি তোমার উপযুক্ত নই, তোমাকে এখানে রাখলে নিজেকে আমার অপরাধী মনে হবে।

আরগিয়া

তোমার মতো লোকের পেছনে আমি দৌড়াচ্ছি অথবা ভিক্ষে চাইছি একথা ভাবতেই কেমন লাগে। হ্যাঁ, এতেই যে-কেউ হাসতে পারে অথবা কাঁদতে পারে।

র‍্যাইম

তাহলে হাসো, প্রিয়ে, হাসো। চলো দুজনেই প্রাণ খুলে হাসি তারপর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই। আমার কাছে থেকে নিজেকে কেন অযথা নষ্ট করবে? তুমি জানো আরগিয়া, আর সব কিছুর মতো একটা কারণে আমার কাছে তোমার আকর্ষণ নেই—তাহলো সব সময়ই তোমার ওই ভান করা খেলাগুলো। তুমি সব সময়েই অভিনয় করছো যেন তুমি একটা কেউ-কেটা। আমার সাথেও। নাক উঁচু, অভিজাত মহিলা, সব সময়েই বিরক্তির ভাব, অতি অল্পেই ক্ষেপে যায়। খুব একটা হামবড়া ভাব . . . সব সময়েই মনে কর যে তোমার নয় আর সবার গায়ে কাদা লেগে আছে।

আরগিয়া

(চোখ নীচু করে) না, র‍্যাইম, এটা ঠিক কথা নয়।

র‍্যাইম

তবে আসল কথা হলো দুনিয়ায় যদি কদর্য প্রাণী বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে তুমিই হলে সেটা।

আরগিয়া

আমি দুঃখিত র‍্যাইম . . . যদি তোমাকে দুঃখ দিয়ে থাকি। আসলে অন্তর দিয়ে আমি তোমায় ভালবাসি . . . আর সেজন্যেই র‍্যাইম . . . আমাকে শেষ করতে দাও।

র‍্যাইম

আমি মোটেই রাগ করিনি। মোটেই না। কিন্তু সঠিক কথাটি তোমার জানা দরকার। দেখো, আরগিয়া, আমার জন্যে তুমি একটা নিদারুণ ভার। শুধু তাই নয়, তোমার চেহারাতে এত ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে যে এখন আর আমি তোমাকে পছন্দ করি না।

আরগিয়া

(সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা রসিকতা বলে হাল্কা করার চেষ্টা করে)—তাই নাকি র‍্যাইম? একটু আগে সবাই যখন রানীর কথা বলাবলি করছিল তখন সবাই আমার দিকেই তাকাচ্ছিল, এটা কি তুমি লক্ষ্য করনি? সকলেই সন্দেহ করছিল যে আমিই রানী।

র‍্যাইম

তুমি? তুমি রানী! তোমার দিকে এক নজর তাকালেই সকলে বুঝতে পারবে তুমি কি? রানী তোমার সারা শরীরে এক বর্গ ইঞ্চি ভদ্র রক্ত-মাংসের জায়গা

পাওয়া যাবে?

আবগিয়া

(ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্যে কোনমতে একটা চেষ্টা করে)—তুমি চুপ করো তো র‍্যাইম। চুপ না করলে তোমাকে আমি কামড়ে দেব।

(তার হাত নিজের হাতে নেয়)

র‍্যাইম

(এমন একটা পাশবিক ঝাঁকানিতে নিজের হাত মুক্ত করে যে মেয়েটা পিছনের দিকে টলে পড়ে)—আমাকে ছোবে না বলছি। এমন ভান করো না যে আমি নিছক রসিকতা করছি। তোমার পক্ষে উচিত হবে নিজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা বার বার দেখা আর বলা আমি একজন সস্তা, নীচ, আর নোংরা বেশ্যা। সারা জীবনেও তুমি একটা ভদ্র কাজ করনি। (নিদয়-ভাবে) বিছানার গন্ধ সিগারেটের ধুঁয়া। গায়ে কিছুই না পরে শিস কেটে কেটে বারবার পায়চারী করা। সেই হলে তুমি। গোপন পুলিশ তোমাকে ব্যবহার করেছে এমন দুয়েকটা বদ আর বেত্তমিজির ঘটনা আছে। সহজেই কারো বিরুদ্ধে কানকথা শুনি, তেমন লোক আমি নই। কিন্তু আবগিয়া, অন্য কিছু বাদ দিলেও তুমি একটা সস্তা চিজ। শূন্যকুম্ভ নীচু কিসিমের মধ্যবিত্ত মেয়ে দুয়েকখানা বই-ই যারা পড়েছে শুধু। ষড়যন্ত্র করতে গেলেও তুমি নীচু মেটোর লোক। তুমি হলে বাঁধাধা বক্কর দেওয়া সাজানো গোছানো কাগজার মালিক এক ছেনাল। তুমি তো জান, বেশ অনেকদিন থেকেই আমি তোমার উপর তিক্তবিরক্ত হয়েছিলাম। যাক, ব্যাপার এখন চুকেবুকে গেছে। এমন খিসিসি ব্যাপারের ভেতর আর যেতে চাই না আমি।

আবগিয়া

(তার চোখ নিম্নমুখী। দেবনার্ত কান্নার কণ্ঠে) র‍্যাইম, আমার যে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

র‍্যাইম

তাহলে জাহান্নামে যাও। ঐ একখানা জায়গাই......

(তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ সরকারী কর্তৃত্বের সুর ফিরে পায়। সে এদিকে ঘনিয়ে আসা পদশব্দ শুনতে পেয়েছে।)—এসব রাজনৈতিক কারণে অত্যন্ত প্রয়োজন। আজ রাত আপনাকে এখানে কাটাতে হলে তাতে আর আকাশ ভেঙে পড়বে না। আপনি আর ঐ কৃষক মেয়েটি এখানেই রাতটা কাটাতে পারেন। অন্যান্য

যাত্রীরা অন্য কামরাতে থাকবে। তাতেই বেশ হবে। আপনাদের জন্যে কিছু কম্বল পাওয়া যায় কিনা দেখি। সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে এসব করতে হচ্ছে। এতে আমার কোন দোষ নাই।

[এসময় পূর্বকথিত যাত্রী প্রবেশ করে। র‍্যাইম তার শেষ শব্দটি বলতে বলতে তার দিকে ফিরে। যাত্রীটি অমায়িকভাবে তার দিকে এগিয়ে আসে]

যাত্রী

আমাদেরও কোন দোষ নেই। আমার ধারণা আপনিও এসব রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনগুলোকে সন্দেহ ও নিন্দার চোখে দেখেন।

র‍্যাইম

(তার দিকে তাকায় অল্প একটুক্ষণ: তারপর অমায়িক কণ্ঠে বলে) হায় আল্লাহ্। ওই কথাই তো আমি এতক্ষণ বলছিলাম।

[তীব্রভাবে আবগিয়াকে]

মাদাম, আপনি এখন যেতে পারেন। অন্যদের সাথে গিয়ে শামিল হোন।

[আবগিয়া বেরিয়া যায়]

র‍্যাইম

(অমায়িক কিন্তু সতর্কভাবে) হ্যাঁ, আমি তাই বলছিলাম......সে আমি অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত বিপ্লবী বা এমন কিছু (আমরা সবাই বিপ্লবী) কিন্তু আমি সব কিছু বুঝি। অন্য লোকের সুবিধা-অসুবিধা আমি বেশ ভাল বুঝি। দুর্ভাগ্য যাত্রীদের কথা, এই ধরুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কথা, যারা খুবই অবস্থাপন্ন, বেশ দু'পয়সা যাদের আছে, তাদের আকস্মিক বিপদের কথা। ......

যাত্রী

অথচ যারা বিপদে পড়ে একখানা কম্বল আশা করছে......।

র‍্যাইম

(সন্তর্পণে নিজের পথটি দেখে নিয়ে) আমার মনে হয় একটু আগে আমি আপনাদের সাথে একটু বেশী কর্তৃত্ব দেখিয়েছি। দেখাতে হয়েছে, এই আর কি। বুঝতেই তো পারছেন, কিছু করার ছিল না।

যাত্রী

আমার মনে হয় আপনিও বুঝতে পারছেন.....

র‍্যাইম

অবশ্যই সাথে সাথে কোন কষ্ট হয় নি বুঝতে। আপনাদেরকে কোন রকমভাবে সাহায্য করা সম্ভব হলে অবশ্যই আমি তা করবো।

যাত্রী

প্রকৃত রহস্য হলো এসব জিনিসকে একটু নিঃস্পৃহ ভাবে নেওয়া, তাই কি আপনার মত নয়?

র‍্যাইম

অবশ্যই। আমার ধারণা, আমরা যখন কয়েক মিনিট আগে আলাপ করছিলাম, আপনি তখন কিছু বাড়াবাড়ির ব্যাপারে বিতৃষ্ণা অনুভব করেছিলেন।

যাত্রী

আপনি তাহলে ঠিকই খেয়াল করেছিলেন, কেমন কিনা?

র‍্যাইম

ওহ্, অবশ্যই। আপনি জানেন, স্যার, অন্যের নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে আমি তেমন খারাপ চোখে দেখি না।

যাত্রী

তাই নাকি? শুনে আনন্দিত হলাম।

র‍্যাইম

(রহস্যজনকভাবে)—নতুন কর্তাব্যক্তিদের সাথে সব সময়ই আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

যাত্রী

(মাথা নেড়ে) না। তা.... .

র‍্যাইম

(হেসে)...পুরনোদের চেয়ে বিশেষ অন্য ধরনের লোক নন।

যাত্রী

তাই অবশ্য আশা করা গিয়েছিল।

র‍্যাইম

একবার তাদের প্রত্যেকের চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন, তারা চেঁচায়, ঘন্টা বাজায়, লোকদের শাসায় এবং গুলী করে আর সবদের......

যাত্রী

একই ভাবে একই কায়দায়। আর হ্যাঁ, আমি ধরে নিচ্ছি যে আগের কর্তা-ব্যক্তিদের সাথেও আপনার দহরম মহরম ছিল।

র‍্যাইম

ওহ্ না, আল্লাহ্ মাফ করবেন, আমি তাদের সাথে কোনমতে কাজ চালিয়ে

যাচ্ছিলাম। এখন আবার এদের সাথে চালিয়ে যাচ্ছি। উপস্থাপন কর। বড়ই দ্ঃখের কথা।

যাত্রী

বিশেষ করে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে। (যেন স্বগতোক্তি করছে এমনভাবে) যাদের উচিত ছিল নিজেদের তদারক করা।

র‍্যাইম

(উষ্ণতার সাথে) ঠিক বলেছেন। সে কথাই তো বলছি। যাদের কল্পনা-শক্তি আছে তাদের মতো লোকদের জন্যে এই গোল্‌মালটা আল্লাহ্‌র আশীর্বাদের মতো।

(সে একটা গোপন স্থান থেকে একটা বোতল বের করে নিজের ও যাত্রীর জন্যে পানীয় দ্রব্য ঢালে) যাদের উচিত ছিল নিজেদের তদারক করা। হ্যাঁ যা বলেছেন। নিজের স্বার্থরক্ষা করা। হ্যাঁ। এসম্পর্কে আমার নিজস্ব বক্তব্য আছে।

যাত্রী

শোনালে সুখী হতাম।

র‍্যাইম

এ জগতে দুরকমের লোক আছে: একদল গরুর কাবাব খায়, আরেকদল শুধু আলু খায়। কার দোষে, বলুন? এটা সত্য কথা নয় যে একজন কোটিপতি একলাই একলাখ কাবাব খায়?

যাত্রী

(পান করতে করতে) এত খেলে তার তো বদ হজম হবে যে।

র‍্যাইম

(পান করতে করতে) সে তো খায় আধখানা কাবাব আর তার সাথে সোডা। তাহলে? তাহলে এতসব লোকে কেন আলু খায়? ব্যাপার সোজা। এত লোকের খাবার মতো কাবার নেই। কাবাবের পরিমাণ এত অল্প হওয়ার ব্যাপারটায় সামাজিক সংস্কার কিছুই পরিবর্তন আনতে পারছে না। একটুও না। তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সরকার বদল হলেও কাবাবখেকোর সংখ্যা . . .

যাত্রী

ঠিকই থাকছে।

র‍্যাইম

অবশ্যই। মজার কথা হলো আগে যারা কাবাবখেকো ছিলেন পরেও তারাই কাবাবখেকো থাকছেন। তাদের ভিন্ন দেখাতে পারে, কিন্তু তারা কারা?

যাত্রী

ঐ কর্তাব্যক্তিরা . . .

র‍্যাইম

আর বড় বড় চোখওয়ালারা . . . . . . সব সময় একই কাহিনী। প্রাসাদ আর গদি-আঁটা চেয়ার ঠিকই আছে। জনসাধারণ আর আলুর বদৌলতেই কর্তাব্যক্তিরা প্রাসাদে বসে গরুর গোশতের কাবাব খেতে পারছেন। একথা সর্ব স্বীকার্য হলে যুক্তি মতে কি করা উচিত। সেটা হবে যার যথা স্থান, যাই ঘটুক না কেন ....

যাত্রী

কাবাবের পার্টিতে যাওয়া।

র‍্যাইম

তা অবশ্য সকলের জন্যে নয়। এতে যোগ দিতে হলে বুদ্ধি লাগে . . . লাগে স্বতঃ দীপ্ত বুদ্ধির আলো। (হঠাৎ দৃঢ় স্বরে) আমাকে ক্ষমা করবেন জনাব, আমি সাম্যে বিশ্বাস করি না। তবে দাঁত খিলাল করার কথাটা আলাদা। উপরে নীচে উঠানামা করেই আমরা নিজেদেরকে ফিট রাখছি। (নিম্নস্বরে)

টাকার উপরে আমার ঈমান আছে।

যাত্রী

সে ব্যাপারে আপনি একা নন।

র‍্যাইম

মানুষ যদি ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলার মতো বুদ্ধিমত্তা না দেখতো তাহলে সে গুহা-মানবই রয়ে যেতো।

যাত্রী

(গম্ভীরভাবে) প্রগতি, প্রগতি।

র‍্যাইম

একটু লবণ দিয়ে খাওয়া আর কি। বুঝুন দেখি, তা না হলে সব কিছুতেই না স্বাদ গন্ধহীন বিরক্তিকর ব্যাপার হতো। সবার জন্যেই জীবন হতো স্বর্গে আটকে থাকার মতো। একসার কফিন যেন। একজন কুঁজো হয়ে জন্মালে আজন্মই সে কুঁজো থাকবে। তাই তো আমরা জানি। একজন যদি কুৎসিত হয়ে জন্মায় তাহলে সারা জীবনই তাকে কুৎসিত হয়েই থাকতে হবে। যদি সে বোকা হয়ে জন্মায় তাহলে আজীবনই সে বোকা হয়ে থাকবে। কিন্তু যত

অভাগা আর সাধারণই সে হয়ে থাক না কেন, ধীরে ধীরে ধনী হওয়ার আশা সে করতে পারে। ধনী। তার অর্থ সে সারা জীবন কুৎসিত আর বোকা হয়ে কাটাবে না......

যাত্রী

না কুঁজো হয়েও কাটাবে না।

র‍্যাইম

সেটাই হলো আপনাদের সত্যিকারের গণতন্ত্র, সত্যিকার প্রগতি। আর হ্যাঁ, সেজন্যেই প্রত্যেক প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের অবশ্য কর্তব্য হলো (আবার তার স্বর বদলে যায়, আর তা কঠোর ও কর্তৃত্বপ্রবণ হয়ে উঠে, কেননা ইতিমধ্যে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়) সংগ্রাম করা, কঠোর সংগ্রাম করা। আমাদের প্রজাতন্ত্র আর জাতীয় পতাকার জন্যে অব্যাহতভাবে জোর সংগ্রাম করা আমাদের কর্তব্য।

(কে এলো দেখার জন্যে সে ফিরে তাকায় এবং সাথে সাথে উত্তেজিত হয়ে উঠে) গুড গড। আপনি, স্যার, জেনারেল বিয়াস্তে, মাফ করবেন, আপনাকে আসতে দেখতে পাইনি, স্যার। (দরজার কাছে দৌড়ে যায়) কেমন আছেন, স্যার? এখন কি একটু ভাল বোধ করছেন?

[বিয়াস্তে প্রবেশ করছেন। নাইপা একজন সশস্ত্র রক্ষী তাঁকে সাহায্য করে ধরে এনেছে। তার কাঁধ, গলা এবং এক হাতে ভারী করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে, ফলে তাকে বাধ্য হয়েই ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছে। তিনি প্রথমে র‍্যাইমের দিকে তাকান, তারপর যাত্রীর দিকে, অতঃপর র‍্যাইমের দিকে ফিরেন]

বিয়াস্তে

(ফ্যাসফ্যাসে নিম্নস্বরে) কি করছো?

র‍্যাইম

(আগ্রহান্বিতভাবে) এমন কিছু নয়, জেনারেল, আমি একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম।

বিয়াস্তে

ওহ্, ভাল। তোমাকে যাত্রীর কি বলার ছিল?

যাত্রী

(মিষ্টিভাবে) উনি কিছু আশ্চর্য ধরনের সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাই আমরা আলোচনা করছিলাম।

র‍্যাইম

আমি? জেনারেল বিয়াস্তে। (গোপন আধ-চাপা হাসি হাসে) আমি একটু টোপ গেলানোর চেষ্টা করছিলাম, একটা বড়শীর এদিক-ওদিক ঝুলাচ্ছিলাম, এই ভদ্রলোক অত্যন্ত সন্দেহজনক চরিত্রের লোক, একথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার মনে হয় কমিশনার এমোসের কাছে কথাটা খুলে বলা আমাদের উচিত .....

বিয়াস্তে

(দাঁত চেপে, খুশী না হয়ে) গাধামি করতে যেয়ো না।

র‍্যাইম

কমিশার আমার সাথে সাথেই।

যাত্রী

(শান্তস্বরে, র‍্যাইমকে) আমি এক ঘণ্টা আগে এসেছি। আমি কমিশার এমোস। বিয়াস্তে, আপনি কেমন আছেন?

বিয়াস্তে

আমার জন্যে একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছেন?

এমোস

এখনো করতে পারিনি।

বিয়াস্তে

একজন পেলে বড় খুশী হবো। পুরো যুদ্ধটা নিরাপদে পার হয়েছি। এখন কি করে আমি নিপাত হয়ে যেতে পারি? একটা ঝটকা বুলেট। এমোস, আমার আঙ্গুলগুলো সসেজের মতো বোধ হচ্ছে। এমোস, আমি মরতে চাই না। আমি বেঁচে-বর্তে নতুন যুগ দেখতে চাই। তোমার কি মনে হয় আমার ঘা-তে পচন ধরেছে?

এমোস

(শান্তস্বরে)—আমরা তেমন তো আশা করি না।

বিয়াস্তে

(হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হঠাৎ র‍্যাইমকে) যাও, একজন ডাক্তার খুঁজে নিয়ে এসো, খ্রীস্টের কসম। ও রে নারকী জারজ। যাও একজন ডাক্তার খুঁজে আনো। আর ওই সব লোকগুলোকে এখানে পাঠাও।

[র‍্যাইম দ্রুত বেরিয়ে যায়]

(কষ্টের সাথে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে) রানী এখানে আছেন। আমাদের মাঝে কোথাও। কেউ কিছু করছে না। কেউ কিছু জানে না। তবু তারা সবাই বলাবলি করছে, রানী এখানে আছেন।

এমোস

(শান্তভাবে) আমিও শুনেছি তিনি নিশ্চয়ই এখানে আছেন।

বিযান্তে

গুড গড, কার কাছে শুনলে ?

এমোস

রাস্তায় ওরা গ্রেডের একটা লোককে থামিয়েছিল। সে এখানে আসছিল বানীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে।

বিযান্তে

সে কোথায় ?

এমোস

তা সে আমাদের চাইতেও ওস্তাদ। তাকে এখানে নিয়ে আসার রাস্তায় সে বিষ খেয়ে মরেছে। তাকে আর সহ-আসামী সনাক্ত করতে হলো না।

বিযান্তে

(প্রায় ফিসফিসিয়ে) বানী জীবন্ত অবস্থাতেই এখানে আছেন।

মউপা

(হঠাৎ পিছন থেকে, না পড়ে, অতি পুলকের সাথে বলে) আমরা বানীর নাড়ীভুড়ির রঙ দেখতে চাই। (ব্যাটস যাত্রীদেরকে এই কামরায় নিয়ে আসছিলো।)

মউপা

(না থেমে বলতে থাকে) বানীই আমার যতসব ঝামেলার উৎস। আমাদের রোগীদের গায়ে এত ঘা, ছেলেদের পশুর মতো বেড়ে ওঠা, আর মেয়েদের নিলজ্জতার জন্যে একমাত্র দায়ী হলো বানী। আর কেউ নয়। (তার গলার স্বর ক্রমাগত চড়তে থাকে) যদি সে আমার হাতে এসে পড়ে তাহলে তাকে আমি এমনভাবে মারবো যাতে তার দম বেতে তিন দিন লাগে। পাহাড়ের চূড়া থেকে যেন সবাই ওর মর্মান্তিক চীৎকার শুনতে পায়। আমি তাকে একটু একটু চিড়বো যাতে শেষতক পিচকলের মতো বিকটভাবে হা বনে সে খুলে পড়ে থাকে। বানী এখানে আছে শুনে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত বন্য শুয়রের মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। ওকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

এমোস

(শান্তস্বরে) খুব শিগ্‌গির তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে আসার রাস্তা সকাল থেকে ব্লক করা হয়েছে। কিন্তু আটক যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী নয়, আজ রাতেই লোকগুলোকে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করা হবে।

বিয়াস্তে

(পিছনে যারা দল পাকিয়ে একত্রে দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে ফিরে) হ্যাঁ, এই যে তোমাদের কথাই আমরা আলোচনা করছি। (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চীৎকার করে) এই আমি জেনারেল বিয়াস্তে—এখানে আছি। কমিশনার এমোসকে সাথে নিয়ে আমি এখানে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করলাম। এখানে কোন ডাক্তার আছে? না? জাহান্নামে যাও। (কিঞ্চিৎ থেমে) তোমাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হলো। যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেখানে থেকে এক ইঞ্চি কেউ নড়তে পারবে না।

এমোস

বেরিয়ে যাবার সমস্ত পথে পাহারা আছে, গার্ডদেরকে গুলী করার হুকুম দেয়া আছে।

বিয়াস্তে

তোমাদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং হুশিয়ার। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা সবাই আটক থাকছো। (অঙ্গুলি সংকেতে) মেয়েরা ওদিকে, পুরুষরা এদিকে। হ্যাঁ, যে যে যার যার জায়গায় থাকো। (সে দরজার দিকে যায়)

এমোস

(শান্তভাবে, তার কথার শেষে কথা বলার আনন্দে) পুরুষরা ওদিকে থাকবে, মেয়েরা এদিকে থাকবে।

[বিয়াস্তে এমোসের দিকে তীব্র চোখে তাকায় এবং বেরিয়ে যায়। মউপা তাকে সাহায্য করে। আরগিয়া ও কৃষকরমণী বাদে আর সব যাত্রীরা আবার বের হয়ে যায়]

এমোস

(যেতে যেতে দরজার কাছে গিয়ে ফিরে) এখানকার মতো সবাইকে গুড্ নাইট। (সে যায়)

[আরগিয়া এক মুহূর্ত দরজার দিকে তাকায় তারপর নিজের কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়]

আরগিয়া

কি সব বাজে আর ফালতু কথা। রাতের মধ্যে এই আমাদেরকে এখানে ঘুমোতে হবে। দোভাষী যদি আমাদের জন্যে কিছু কম্বল আনে। অন্য কামরাটায়ও একটা সোফা ছিল। (অপর রুমের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে) আমি খুবই ক্লান্ত, আপনিও কি নন? (সে বসে) এবা সবাই এক একজন ভাঁড়। দেখা যাক এরা যদি কাল সকালটা পর্যন্ত আমাদেরকে ঘুমোতে দেয়। (সে তার

হাত-ব্যাগ হাতড়াতে থাকে এবং ছোট একটি ঘটি বের করে। সে কিছুটা কোল্ডক্রিম আঙুলে নিয়ে মুখে মাখায়। পেছনে বসা কৃষক-রমণীকে উদ্দেশ্য করে সে বলে) গায়ে গন্ধে নিশ্চয় এমন ধারার তামাশায় পড়তে হয় না, কি বলুন? আমাকে হর্ রাত কিন্তু এমন অবস্থায় পড়তে হয়, আমি আর আগের মতো অল্প বয়সী তরুণী নই। আমা'কে একথা ওরা বলেছে। নিজের একটু দেখাশোনা না করলে আমার জন্যে কষ্ট আছে। (মুখ ঘষে) মুখে এসব ক্রিম মাখিয়ে নিশ্চয় দেখবার মতো একখানা ছিরি হয়েছে আমার, কি বলুন। দুঃখিত (এক মুহূর্ত কি ভাবে) মেয়েলোক হয়ে জন্মানো বড় অপমানজনক। বেঁচে থাকাটা আরো অসম্মানের। (মুখটা আবার ঘষে) একটা বদমাশ লোকের মুখে থুথু ছুঁড়ে দিলেও পরিষ্কার কথা থাকে যে আবার তাকে নিয়েই বিছানায় যেতে হবে। আমি দুঃখিত। কিন্তু কথা কি জানেন, আমরা দুজনেই মেয়ে মানুষ তো। আমরা চাই কি না চাই। এর চাইতে বিশ্রী আর অপমানজনক আর কি হতে পারে? (সে ক্লান্ত হয়)

[ব্যাইম স্টেজের উপর দিয়ে বাইরে যায়]

আরগিয়া

একটা লোকের সাথে এক বিছানায় শোবার জন্যে আমার এতদূর আসা। (থেমে) একটা পুরুষ, তার মেজাজ তরিবৎ ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে হাউ কাউ করা। আজব তামাশা! (থেমে) ফ্যাসাদ হলো, হাতে টাকাও আর নেই। আমরা মরে গেল যেন ওসব নিয়ে আর চিন্তা করতে না হয়। (কৃষক রমণীর দিকে ফিরে) আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? আপনার কাছে এর চেয়ে বড় কোন আয়না নেই? কি? আরে কি হলো? আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

(প্রায় অস্পষ্টভাবে) হ্যাঁ।

আরগিয়া

(তার কাছে যেয়ে) আরে, এ কি, আপনি দেখছি সারা গায়ে ঘামছেন। আপনার কি খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি এখুনি মূর্চ্ছা যাবেন।

কৃষকরমণী

না, না (সে দুলতে থাকে)

আরগিয়া

(তাকে ধরে) ওই পশুটা রানীর সম্বন্ধে যা বলছিলো তা শুনে কি আপনি ভয়

পেয়েছেন ? ওসব কথার একটুও পরোয়া করবেন না। ওসবে আমাদের কি আসবে যাবে ?

[সে থামে, মেয়েলোকটি ছেড়ে দেয়। আর তার দিকে তাকায়। মেয়েলোকটি তার দিকে ডাগর চোখে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়]

আরগিয়া

(অনেকটা বিরতি দিয়ে একটু ভিন্ন স্বরে) আপনি কি কিছু একটা চান ?

কৃষকরমণী

না, না।

আরগিয়া

আপনি গিয়ে ওই সোফাতে শুয়ে পড়তে পারেন। আপনার ব্যাগটা কোথায় গেলো ? (কৃষকরমণী তার ব্যাগটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, যেন আরগিয়ার কথা শুনে ভয় পেয়েছে)

আরগিয়া

আপনার ব্যাগে কি আছে ?

কৃষকরমণী

কিছু রুটি।

আরগিয়া

হ্যাঁ বোন, আপনি ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। শীগ্‌গির আপনার আরাম বোধ হবে।

[আরগিয়া স্ত্রীলোকটিকে পাশের কামরায় নিয়ে যায়। একটু পরে সে ফিরে আসে, দুয়েক মিনিট হাঁটে, একটু বিব্রত ও চিন্তিত। হঠাৎ সে অন্য দরজার দিকে দৌড়ে যায়। দরজা খুলে চাপা কণ্ঠে বলে।]

র‍্যাইম। র‍্যাইম। (সে ফিরে এসে, অপেক্ষা করে)

র‍্যাইম

(প্রবেশ করে ফিসফিসিয়ে বলে) তুমি কি চাইছো ? পাগল হয়েছো নাকি ?

আরগিয়া

(ফিসফিসিয়ে) আমি এখন ধনী, র‍্যাইম। এখন আমি বিয়ের উপযুক্ত। আমার দিকে তাকাও, আমি বিয়ের জন্য অতি চমৎকার এক কনে।

র‍্যাইম

তোমার হলো কি ?

আরগিয়া

ধনী, র‍্যাইম, আমি ধনী। দুনিয়ার সেরা হোটেলে আমরা থাকতে পারবো।

র‍্যাইম

এসব কথার মানে কি?

আরগিয়া

আমি রানীকে আবিষ্কার করেছি।

[অন্য কামরার দিকে দেখায়]

র‍্যাইম

সেখানে তো ওই কৃষকরমণীটা মাত্র রয়েছে।

[আরগিয়া মাথা নাড়ে]

পরদা

দ্বিতীয় অঙ্ক

আগের দৃশ্য শেষ হবার কয়েক মুহূর্ত পরে।
আরগিয়া ও র‍্যাইম মৃদুস্বরে খুব দ্রুত কথা বলছে।

র‍্যাইম

(থেমে উত্তেজিত হয়ে) কি কুক্ষণে তোমার সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল। তুমিই আমার সব অশান্তির মূল। এ অতি মারাত্মক ....ভয়ঙ্কর, ভীতিকর ব্যাপার।

আরগিয়া

(বিদ্রূপাত্মকভাবে) তাহলে আর কি। যাওয়া না এমোস আর বিয়াস্তের কাছে, তাদেরকে বলো, রানী এখানে আছে, তার কাছে আছে একটা ভারী ব্যাগ।

র‍্যাইম

তাহলেই হয়েছে। অতই সোজা। তারা কি করবে জানো? তুমি আমি দুজনকেই তারা খুন করবে। খুন করে বাহাদুরিও লুটবে, ব্যাগটাও নিবে। এখানে তো একটা খুনের কারখানা বসেছে। এদের একমাত্র লক্ষ্য হলো লোকজন খুন করা। হ্যাঁ, দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পুলক পাবার জন্যে।

আরগিয়া

তাহলে ব্যাপারটা চলো ভুলে যাই। তাহলেই তো হয়।

র‍্যাইম

তোমার কানে ঘুষি মারতে ইচ্ছে করছে। সারা জীবনে এই সর্বপ্রথম একটা স্বর্ণা সুযোগ পেয়েছি। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চান্স। এ-ও যদি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ফস্কে যায় তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব।

আরগিয়া

তাহলে তা ফস্কাতে দিও না।

র‍্যাইম

খোদা, আমি ভয় পাচ্ছি। এখানে একটা রাইফেল ফস করে আপনা থেকে ছুটে যেতে পারে। সারা দুনিয়া নিপাত যাক। কিন্তু আরগিয়া, যা বলছো তা সঠিক তো? তুমি তো সব সময়ই একটা না একটা কল্পনা নিয়ে আছো।

আরগিয়া

আমি এ ব্যাপারে খুব নিশ্চিত। আমরা একজন আরেকজনের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। একটা ঝলকের মতো এটা এলো। তাতেই আমি দেখতে পেলাম। তখন সেও দেখতে পেল যে আমি বুঝাতে পেরেছি। সে প্রায় জ্ঞান হারাতে চলেছিলো।

র‍্যাইম

শয়তান তো চষে বেড়াচ্ছে, একটা মিনিট হারালে চলবে না। ব্যাগটা কি রকম দেখতে ?

আরগিয়া

ছোট্ট, কিন্তু বেশ ভারী।

র‍্যাইম

সোনা, হীরা। আমার নিকেশ করেছে। এ জায়গা থেকে কেউ একটা সুঁচ বের করে নিয়ে যেতে পারে না। চেপে যাও, পরে এসো ! যদি তখন কিছু আশা থাকে। ওরাই খুব সম্ভবত আমাকে কবর দিবে। (হঠাৎ রেগে গিয়ে) আমার না ঘোরতর বিপদ, দেখতে পাচ্ছো না ?

আরগিয়া

কিন্তু আমি তোমার সাহায্য করতে পারি। আমি এটা তোমাকে করে দিতে পারি।

র‍্যাইম

তা ঠিক। তুমি মেয়েলোক। তুমি তাকে চিন। তুমি ইতিমধ্যেই ওর সাথে আলাপ করেছো। তবে মনে রেখো, তোমাকে দেখতে হবে যে আইডিয়াটা তোমার মাথা থেকেই এসেছে। ব্যাপারটা তমি নিজেই চিন্তা করে বের করেছো। তাকে কেমন মনে হলো ?

আরগিয়া

অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত।

র‍্যাইম

ঐভাবেই তাহলে ব্যাপারটা আয়ত্তে রাখা যায়। চেষ্টা করে ওকে আরো ভয় পাইয়ে দাও। শেষটায় তোমাকে আর বলতে হবে না, সে নিজে থেকেই ব্যাগটা তোমার হাওলা করে দেবে।

আরগিয়া

ব্যাগটা নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, র‍্যাইম।

র‍্যাইম

নয় কেন ?

আরগিয়া

এই ব্যাগসহ আমাদেরকে যখন দেখা যেতে পারে না তখন এই ব্যাগ নেওয়া অত্যন্ত কঠিন, একে পুঁতে রাখাও কঠিন হবে।

র‍্যাইম

তাহলে? তাহলে কি করতে হবে?

আরগিয়া

নামগুলো নিতে হবে।

র‍্যাইম

খোদার কসম, কি বলতে চাও তুমি, কিসের নামগুলো?

আরগিয়া

নামগুলো হলো ওর বন্ধুদের। ওর নিশ্চয় বিরাট দলবল আছে। বড় বড় চাঁই।

র‍্যাইম

ঠিকই তো। তুমি বড় চতুর। (ওকে চুমু দেয়) তোমার কি মনে হয় মেয়ে-লোকটা কথা বলবে?

আরগিয়া

আমরা ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করতেও পারি। ওর জীবন এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।

র‍্যাইম

ওকে ভয় দেখাতে পারলে কথাও বার করতে পারবে ঠিক। কিন্তু তারপর?

আরগিয়া

আমরা আমাদের সাথে ওর ব্যাগ নেব না, কিন্তু মাথায় করে নামগুলো নেব?

র‍্যাইম

কিন্তু চেষ্টা করলে ওর ব্যাগটাও আমরা নিতে পারবো। নামগুলো পেলে তখন আমরা কি করবো?

আরগিয়া

তখন বেশ কতগুলো লোক অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকবে....

র‍্যাইম

(তার বাক্য শেষ করে) এবং একজন ট্যাক্স আদায়কারী কিছু দিন পরে পরে তাদের সাথে দেখা করতে থাকবে। হ্যাঁ, আমি। মাফ করবেন, মহামান্য, আপনার দেনা চাঁদাটা দিয়ে দিন। তবে, হ্যাঁ, আর কিছু বেশী দিন বেঁচে

থাকতে চাইলেই দিন। হ্যাঁ ? হায় আল্লাহ্। সে ভারী কঠিন খেলা হবে। না। না। না। এ অতি ভয়ানক। আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু কিছু আগে হোক পরে হোক, ওরা আমাকে ধরে ফেলবে। তুমি বুঝতে পারছো না ? (তীব্র ঘৃণার সাথে) এই বেজন্মাগুলো তাহলে খুব শীগ্‌গিরি আমাকে বুড়ো বয়সের জ্বালা থেকে রেহাই দেবে। না, না, আরগিয়া, শোন, যত তাড়াতাড়ি পারো এর থেকে কিছু খসিয়ে চলো কেটে পড়ি। হীরে, মনি, মুক্তো—এই সব আর কি। (হঠাৎ গলা নামিয়ে) আল্লাহ্, এই তো মেয়েলোকটা। দেখ কিছু করতে পার কিনা।

[রানী দরজা খুলে আরগিয়ার দিকে মোহগ্রস্তের মতো তাকিয়ে থাকে। ব্যাইম নিঃশব্দে বাইরে চলে যায়]

আরগিয়া

আপনি কি কিছু চাইছিলেন ?

রানী

(কষ্টের সাথে শ্বাস ফেলে) না, না, আমি চেয়েছিলাম ....

আরগিয়া

আমার সাথে একটু কথা বলতে চেয়েছিলেন, তাই না ?

রানী

আমি . . . দেখলাম . . যে হয়তো আপনি একজন দয়াবতী নারী।

আরগিয়া

হ্যাঁ, সেটা নির্ভর করে আল্লাহ্ কিভাবে কাকে বানিয়েছেন। আপনি এখানে আসুন, বোন, আসুন। আমিও যে আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আপনি পল্লীগ্রামের মেয়ে, তাই নয় কি ?

রানী

(প্রায় অস্পষ্ট স্বরে) হ্যাঁ।

আরগিয়া

আমি আবার পাড়াগাঁয়ের লোকজন খুব পছন্দ করি। আপনি কি নিজে মাঠের কাজ করেন ?

রানী

হ্যাঁ ...।

আরগিয়া

মাঠে কি কাজ করেন আপনি ?

রানী

কাজ করি ...

আরগিয়া

মাটি খোঁড়া? ঘাস নিড়ানো এসব? (রানী আবেদনের ভঙ্গিতে হাত দুটি বাড়িয়ে ধরে)

হ্যাঁ, এগুলো হলো সত্যিকারের চাষী-বউয়ের হাত, তাই না? ভালো মেয়ে। এভাবে হাত বানানো সোজা কথা নয়। এটা করতে বেশ সময় লাগে। আর করতেও হয় অনেক কঠিন কাজ। অনেক মাটি খুঁড়তে হয়, ঘাস নিড়াতে হয়।

রানী

হ্যাঁ ....

আরগিয়া

আপনি একলাই আছেন?

রানী

হ্যাঁ ...

আরগিয়া

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেছেন। তার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমার ধারণা। আমার কাছে আসাটা বুদ্ধির কাজ হয়েছে। মনে হয় আদতে আপনাকে বোধ করি আমি সাহায্য করতে পারবো। এর বিনিময়ে আপনিও হয়তো আমার জন্যে কিছু করতে পারবেন।

রানী

কি ধরনের কাজের কথা বলছেন বুঝতে পারছি না।

আরগিয়া

(ফিসফিসিয়ে) প্রিয় বোন, আমার ধারণা কোনক্রমেই আপনার নাম এলিজাবেটা হতে পারে না?

[দীর্ঘ নীরবতা]

রানী

(অনেক কষ্টে কথা বলে) না।

আরগিয়া

বেখাপ্পা কথা। আমি ভেবেছিলাম হলেও হতে .... যাক (গলার স্বর একটু চড়িয়ে) আপনি তাহলে নিশ্চিত যে আপনার নাম এলিজাবেটা নয়?

রানী

না. . .না . . . না. . .(আবার হাত মেলে ধরে)

আরগিয়া

(আরো একটু জোরে) আপনি তাহলে জোরসে অস্বীকার করছেন যে আপনার নাম....

রানী

(একটা ভঙ্গিতে বাধা দিয়ে) আমার ব্যাগ ওই ওখানে আছে। ওটা আপনি নিন। ভেবেছিলাম আপনি ওটা চাইবেন। (দেখায়) আমি ওটা লুকিয়ে রেখেছি। আপনি ওটা চাইলেই পাবেন।

আরগিয়া

কোথায় লুকিয়ে রাখলেন ?

রানী

ওই ওখানে। কোণে, ছাদের কাঠের ফ্রেমের ওপরে।

আরগিয়া

ওতে বেশ কিছু আছে নাকি ?

রানী

আমার বাকী যা-কিছু ছিল। ওসব তিনটে ছোট রুটির ভেতরে লুকানো আছে।

আরগিয়া

এটা আপনার জন্যে তেমন কোন ত্যাগ স্বীকার, নিশ্চয় নয় ? যদি কোন দিন হারানো ক্ষমতা ফিরে পান, তাহলে, এ হবে আপনার চোখে খুঁদ-কুড়ো, তাই না। যদি এ না করেন, তাহলে এখানেই আপনি খতম। আমার জন্যে এটা হবে খোদাতালার আশীর্বাদ। দেখছেন না, আমি অতি গরীব। আমার গলা-পর্যন্ত ঋণে ডুবে গেছে। (থেমে যায়)

র‍্যাইম

(দ্রুত ভেতরে এসে) ক্ষমা করবেন। (সে আরগিয়ার কাছে যায় : তার সাথে চাপা-স্বরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে আলাপ করে) আমি ভাবছি তখন থেকে। নামগুলোরও আমার দরকার। সব খবর দরকার। (ফিরে যেতে যেতে) আমি কম্বলগুলো নিয়ে আসছি। এই আধ-মিনিটের মধ্যে। (বেরিয়ে যায়)

আরগিয়া

আপনি বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। আরো একটু দিন। পরিস্থিতি খুব সহজ। আমি ইচ্ছে করলে দরজার বাইরে গিয়ে একজন সৈন্যকে ডাকতে

পারি। অথবা আমার মুখ বন্ধ রেখে আপনাকে সাহায্যে করতে পারি। এখানে আমার একজন বন্ধু আছে। আপনি এখুনি তাকে দেখলেন। মহামান্যা, এর মানে হলো দুজনে মিলে মাল ভাগাভাগি করা। আমরা এখন পরস্পরের বোন। আমাদের এক স্বার্থ। তিনটা রুটির মাঝে কি আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকা হবে আমার জন্যে বোকামি।

রানী

(অস্পষ্টভাবে) আমার যে আর কিছু নেই।

আরগিয়া

বছরের পর বছর আপনি মার্বেল পাথরের মেঝেতে হেঁটেছেন, সিল্কের কাপড় পরে ঘুমিয়েছেন, তেমন সৌভাগ্য আমার হয়নি। আজ নসীব আমাদেরকে এক সমান করে দিয়েছে।

রানী

আমি শপথ করে বলছি আমার কাছে আর কিছু নেই।

আরগিয়া

একথা সত্য নয়। আপনার এখনো অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। তারা আপনার পক্ষে কাজ করছে। তারা আমারও বন্ধু হোক এই আমি চাই। তারা আমাকে সাহায্য করুক। আমিও নির্ভরযোগ্য লোক চাই। আমার কথাটা বুঝলেন তো?

রনী

হ্যাঁ....

আরগিয়া

আমি যাদের কথা বোঝাচ্ছি তারা হলেন সে সব দুঃখের আগুনে সিদ্ধ করা লোক যারা আপনাকে এই ঝন্‌ঝাটে টেনে এনেছে। আপনি আজ লুকানো আশ্রয় থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

রানী

না, না, এমন কেউ তো নেই।

আরগিয়া

আপনার বন্ধুরা।

রানী

আমার কোন বন্ধু নেই।

আরগিয়া

আরে সে কী কথা। বলুন, বলুন, এতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। যদি

আদৌ তাদের কোন অসুবিধা হয় তা হবে এই সঙ্কটের দিনগুলোতে আমাকে এক আধ ফোঁটা সাহায্য করা।

রানী

(আবেদনের সুরে) তারা সব এখন মৃতের দলে, তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। আমি এখন একা।

আরগিয়া

মহামান্যা, আপনি তো লাল গালিচা মোড়ানো সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করেছেন, সে স্থলে আমি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি তা তার অর্ধেকটা সুন্দরও নয়। কিন্তু তা থেকেও আমি কিছু শিখেছি। বেশ কিছু। আমাকে বোকা মনে করলে আপনি মস্ত আহাম্মকি করবেন।

রানী

ওঃ আমাকে দয়া করুন.....

আরগিয়া

মহামান্যা, জীবন আমাকে দগ্ধ করেছে। আমি এখন কঠিন। আমার নিজের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধেও এখন আমি উদাসীন, তাহলে আপনারটা নিয়ে আমার কি বোধ হতে পারে মনে করুন। (প্রায় চীৎকার করে) চলে আসুন, বলুন, তারা কারা? কারা আপনার বন্ধু? তারা কে, কি? (সে থামে রানী তার বুকের ভেতর থেকে একটু করো কাগজ বের করে আরগিয়ার দিকে বাড়িয়ে দেয়)।

আরগিয়া

(ওটা হাতে দেবার আগে) তারা এতে আছে?

রানী

হ্যাঁ।

আরগিয়া

(কাগজটি হাতে নিয়ে) আপনার নামে বেশ কিছু গল্প চালু আছে, জানেন তো। তাতে করে আমার মনে হয়েছিল আরো বেশী চাপাচাপি করতে হবে। কিন্তু আপনি একজন রানীর পক্ষে অত্যন্ত ভীরু ও নম্র। তাই কি নয়? (কাগজে চোখ বুলায়) প্রিয়ে, আপনি আমাকে নেহাৎ গাধা ঠাওরেছেন। তাদের তালিকা, আগে থেকেই তৈরী? এই নাকি?

রানী

হ্যাঁ।

আরগিয়া

তালিকাটি আপনি বয়ে বেড়াচ্ছিলেন?

রানী

হ্যাঁ।

আরগিয়া

(বিদ্রূপের সাথে) কেন প্রিয়ে, কেন?

রানী

কারণ, আমি খুব ভয় পেয়েছি।

আরগিয়া

কিসের ভয়?

রানী

(মরিয়া হয়ে) অত্যাচারের ভয়। নির্যাতনের ভয়। আমি শুনেছি ওরা অমানুষিক·· ···ভয়ানক সব নির্যাতন করে। সে সব শুনে আমি ভয় পেয়েছি, একি আপনি বুঝতে পারছেন না? (এক মুহূর্ত শান্ত হয়ে) একথা ভাবতে গেলেই আমি উন্মাদ হয়ে যাই। (নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে) শেষটায় সব কিছু আমাকে বলতে বাধ্য করা হতো নিশ্চয়। তাহলে এই কাগজটা যদি তোমার কাছে থাকে...আর ওরা সেটা আমাকে তল্লাশী করে পেয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়, তাই না? ওহ, বিশ্বাস করুন, আমি করজোড়ে বলছি, এই হলো সত্য।

আরগিয়া

(কাগজটা দেখে) তাহলে এরাই? আপনার বিশ্বস্ত সব বন্ধু। যাঁরা আপনার জন্যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে চলেছেন।

রানী

হ্যাঁ।

আরগিয়া

(গলায় স্বর নামিয়ে) কিন্তু আপনিই কি রানী?

রানী

হ্যাঁ। তবে ব্যতিক্রম এটুকু যে বিলোভিচের সেলারে আমি আমার সবটুকু সাহস ফেলে এসেছি। আমার আর কোন সাহস নেই, তাই আমার আর দেবার মতো কিছু নেই। আমাকে দয়া করে বাঁচান। আপনি এবং আপনার বন্ধু আমাকে পালাবার ব্যবস্থা করে দিবেন, এটাই আমি আশা করি।

[র‍্যাইম একজোড়া কম্বল নিয়ে প্রবেশ করে]

র‍্যাইম

এই যে ভদ্র মহিলারা, এই আপনাদের কম্বল। (এগুলো চেয়ারে নিক্ষেপ করে

রানীকে) মনে কিছু করলেন? (আরগিয়ার হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে আরগিয়াকে এক কোণে আনে। কার্ডটির ওপর চোখ বুলায় তারপর শান্তভাবে বলে) এটা এতো ছেলেমানুষি আর বোকামি যে এটা সত্য না হয়ে পারে না। (সে তীক্ষ্ণভাবে কাগজটি দেখে তারপর আরগিয়ার চোখের তলায় মেলে ধরে) তোমার নিজের মাথায়ও এই নাম চাবটা ধরে রাখো।

আরগিয়া

হ্যাঁ।

র‍্যাইম

আমিও রেখেছি। (একটা দেশলাই জ্বালিয়ে কাগজটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। রানীকে বলে) আমাদের কায়দাকানুন ভিন্ন হলেও আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার কথা আমাদেরকে ভাবতে হয়। (ছাইগুলো পাগলের মতো পিষতে থাকে)

আরগিয়া

(ফিসফিসিয়ে) তুমি কি মনে কর একে ভাগিয়ে দেওয়া যায়?

র‍্যাইম

(ফিসফিসিয়ে) সেটা শুধু সম্ভবই নয়, অপরিহার্যও বটে। আপরিহার্য হলেও যথেষ্ট নয়। ভাগাটা যথেষ্ট নয়। এরপরও আরো কিছু আছে।

আরগিয়া

কি সেটা?

র‍্যাইম

(দ্রুত বলতে থাকে) যদি সে পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে ঐ লোকগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে (ছাইগুলোর দিকে সঙ্কেত করে) পাবে, তাহলে আমাদের জন্যে তা হবে অতি কঠিন। আর যদি যেতে না পাবে তাহলে আমাদের জন্যে তা আরো মারাত্মক। তারা ওকে পাকড়াও করবে, সে তখন আগাগোড়া সব কিছু বলে দেবে। আমরা যদি ওকে এখানে রাখি, তাহলে কাল সকালে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে সব কিছু বলে দেবে। আমাদেরকে সে ওদের হাতে উঠিয়ে দেবে। অমন একটা বাজে ব্যাপারে তোমার আমার দুজনের জীবন বিপন্ন করার মতো পাগল আমি হতে পারি না।

আরগিয়া

তাহলে কি করবে?

র‍্যাইম

মেয়েলোকটা যেন তার মুখ না খুলে সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

আরগিয়া

(বুঝতে পারে) ওঃ, না।

র‍্যাইম

সেটা তার জন্যেও সবচেয়ে উত্তম হবে। ঐ দুজন যদি তাকে খুঁজে পায় তাহলে তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলো কোন আর ঈর্ষণীয় কিছু হবে না। সবদিক থেকে তাকালেই দেখা যায় যে সে শেষ হয়ে গেছে। তাকে আর ঘাবড়াতে না দিয়ে এখন দ্রুত তাকে খতম করে দিলে তার জন্যে তা ভাল।

আরগিয়া

না, না।

র‍্যাইম

(উত্তেজিত ফিসফিসানিতে) তুমি কি মনে কর আমিই এটা খুব পছন্দ করছি? এর উপরে আমাদের জীবন নির্ভর করছে। অনেক দেরী করে ফেলেছি, এখন আর আমরা পিছোতে পারি না। এই ব্যাপারটা শুরু করা আমাদের পক্ষে উচিত হয় নি। তাই প্রিয়ে, এটা খতম করা দরকার।

আরগিয়া

(সন্ত্রস্ত হয়ে) করা দরকার? তুমি কি মনে কর আমি ....

র‍্যাইম

সব সময়েই তুমি, তাই না? এটা কার আইডিয়া ছিল, বল? তোমার। তুমিই আমাকে এই বিপদের জালের ভেতরে টেনে এনেছো। তুমিই এসব ব্যবস্থা করেছো! এখন আর এটা তোমার কাছে ভাল হচ্ছে না। দেখ, তুমি যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে জঘন্য। না, না, তা হচ্ছে না। এটা শেষ করতেই হবে, আর এতে আমরা দুইজন একত্রে জড়িয়ে পড়েছি।

আরগিয়া

(সন্ত্রস্তভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে) তুমি কি ভেবেছো.... কিভাবে?

র‍্যাইম

আমি এখন ভাবছি। (একটু সরে এসে জোর গলায়) মাদাম, আমি একটু পরেই ফিরে আসছি। আমরা আপনার দেখাশোনা করছি। (সে বাইরে যায়)

রানী

তার কি আমাকে সাহায্য করার মতলব আছে?

আরগিয়া

(তার দিকে না তাকিয়ে) হ্যাঁ।

রানী

আপনার বন্ধু আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ?

আরগিয়া

হ্যাঁ।

রানী

(হঠাৎ যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে) খোদা কি ওয়াস্তে, ওদেরকে আমাকে আঘাত করতে দিও না, আমার সাথে বেঈমানী করো না। (সে দৌড়ে এসে যেন চুমো খাবে এভাবে আরগিয়ার হাত তুলে নেয়)

আরগিয়া

(অনেকটা রাগের সাথে তার হাত টেনে নিয়ে) কি করছেন? কি হয়েছে আপনার?

রানী

(মরিয়া হয়ে) হায় খোদা, তোমরা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ, সবাই আমাকে ধোঁকা দেয়। সবাই আমার সাথে বিড়াল-ইদুঁর খেলা করে। আমি আর পারছি না। ওঃ খোদা, আমার এখন সবাই ঠিক। আমি আর ভাবতে চাই না। ওদের ডাকো, সৈন্যদেরকে ডাকো। না হয় আমি নিজেই ওদেরকে ডাকবো। আমাকে খুন করো, আমাকে সরাসরি খুন করো....

আরগিয়া

(তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে) থামো, থামো, হতচ্ছাড়া মেয়েছেলে। (রানী নতজানু হয়ে পড়েছে আর সেভাবে নিঃশ্বাসের জন্যে হাঁফাচ্ছে)

(বিরক্ত হয়ে) মহামান্যা, আপনার হাঁটুতে ময়লা লাগবে। হাঁ, আপনাকে বাঁচানো হবে, আপনাকে অবশ্যই পার করে দেয়া হবে। এটা আমাদের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাই নয় কি?

(বিশাদময় শত্রুতায়) সে যাই হোক, এটা অত্যন্ত অসম্মানজনক, খুবই অন্যায়—এভাবে আপনার আত্মমর্যাদাবোধ খুইয়ে ফেলা। এটা এই খেলার আইনের বিরুদ্ধে। এতে লোক বিব্রত বোধ করে। একটা অন্দরমহলের চাকরানীও এর চেয়ে ভাল লেহাজ দেখায়। আমি নিজেও দেখাতাম, বুঝলেন? আমি এমন করে কোনোদিন হেদিয়ে পারি নি, যেন কৃষকের পায়ের তলায় পরা কাতুরে উঠা ইঁদুর আর কি। আমি তো রানী নই—রানী থেকে অনেক নীচে। রাজপ্রাসাদের শীর্ষে যখন পতাকা উড়তো, যখন আপনি হুকুম দিতেন, নীচে যখন লোকে আপনার হুকুম তামিল করতো অথবা সে হুকুম অন্যদের কাছে পাঠিয়ে দিতো, তখন

নীচের চত্বরে সবার নীচে ছিলাম আমি। আমি আটঘোড়ার গাড়ীতে কোনোদিন চড়ি নি, এগার বছর হতে না হতেই ওরা আমাকে মাগি বানিয়েছে। মহামান্যা, এমনও দিন গেছে যখন আমি মনে করেছি যে সারাটা দুনিয়া আমার মুখে তাদের পা মুছেছে। আর এখন এই আমার মতো একটা মেয়েছেলের হাতের উপরে পড়ে আপনি কাঁদছেন। না, না, প্রিয়ে—রেশমী পোশাক পরিধান করা আর অপেরাতে বিশেষ বাক্‌সর সুবিধা এসব কিছুর দেনা আজ শোধ করতে হবে। একটু আগেই আপনি শুনেছেন লোকে আপনার সম্পর্কে কি রকম উচ্চ ধারণা পোষণ করে। আপনার হাতের চামড়া সব সময়েই আর কর্কশ ছিল না। এ হাত দিয়ে আপনি এককালে অনেক দলিলে দস্তখত দিয়েছেন।

রানী

না।

আরগিয়া

কি বলতে চান আপনি—না ?

রানী

আমি কোন দিন কারো ক্ষতি করি নি। কোন কিছুর সিদ্ধান্তই আমাকে নিতে হতো না। আমার সম্পর্কে এরা যা বলছে তার একবর্ণও সত্য নয়। (সে ভয়ে কেঁপে উঠে) বিলোভিচে আমাকে রক্ত আর লাশের পরে লাশ চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল, ওদের এই একটা কথাই শুধু সত্য। আমার ওপরে থেকে ওরা একটু একটু করে মরে যাচ্ছিল এটা আমি টের পাচ্ছিলাম। এরপর থেকে আমি সব সময়ই পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নিসট্রিয়া ব্রিজে সৈন্যদের সাথে আমার মোকাবেলা হয়েছিল একথা একদম সত্য নয়। অমন মোকাবেলা হলে ওদের পায়ের তলায় আমি মূর্চ্ছা যেতাম। গত পাঁচ বছরে ভীতিহীন একটি মুহূর্তও আমি কাটাতে পারিনি। ওরা আমার প্রায় সব বন্ধুকেই খতম করে ফেলেছে, তবে দুঃখের বিষয় সবাইকে নয়। এই এখন তখন তাদের কেউ না কেউ আমাকে খুঁজে পেতে বের করে ফেলে। আমার শত্রুদের চাইতে আমার বন্ধুদের কাছ থেকেই আমি বেশী পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার কাছ থেকে আর কি চায় ওরা ? আমি কিছুই করতে পারবো না, কিছু করতে চাইও না। 'ভয়' বলে একটা জিনিসকেই শুধু আমি জানি। আমি ভয় নিয়ে ঘুমুই, ভয়ের স্বপ্ন দেখি। আমি আর কোন দিন কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কাজ করবো না। আমি এখন চাই শুধু পালিয়ে যেতে; আর কিছু দেখতে বা জানতে চাই না। আমি আর ভয়ের ভিতরে বাস করতে চাই না। আমার থেকে কারোই কোন ভয় পাবার নেই। আমি সব অধিকার, সব নাম ধাম বর্জন করতে চাই, সব ভুলে যেতে চাই।

আরগিয়া

(গম্ভীর বিদ্রূপের সুরে) তাহলে মনে হচ্ছে আপনার হীরের গহনা সরিয়ে নিয়ে আমি আপনার উপকারই করেছি। আপনি সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছেন। আপনার কথা শুনলে কিছু লোকের সাংঘাতিক রকমের মোহভঙ্গ হবে।

রানী

আমার কিছু নেই, কোনো কিছুই আমি আর চাই না।

আরগিয়া

তাহলে আর এত হাউ-কাউ করার দরকার কি? আপনি চান কি?

রানী

আমাকে বেঁচে থাকতে দিন। আর কিছু নয়। লোকচক্ষুর বাইরে, অজ্ঞাতে বেঁচে থাকতে পারলেই হলো। যেখানে রাতের পর রাত আমি শান্তিতে ঘুমুতে পারি।

[দুজনেই ফিরে দাঁড়ায়। র‍্যাইম প্রবেশ করে ধীরে ধীরে। সে রানীকে নতশিরে সালাম জানায়, আরগিয়াকে সরে আসতে ইশারা করে]

র‍্যাইম

(ফিসফিসিয়ে) ব্যাপারতো আমাদের হাত ফসকে চলে যাচ্ছে। তবে একটা উপায় বের করেছি। এটা সম্মানজনক ব্যবস্থাও বটে। এই বিল্ডিং থেকে বেরনোর দুটো পথ আছে। এই একটা, আর ওদিকে আরেকটা। এই পথ-টার জন্যে প্রাঙ্গণের অপর পাশে আমি গার্ড হিসাবে থাকছি। আর দেয়ালের গায়ে অন্য পথটা পাহারা দিচ্ছে মউপা - যে সৈন্যটাকে তুমি এখানে দেখেছো। সে হলো আসলে পশুর মতো। (রানীকে) হ্যাঁ, মাদাম, আপনার শোনার জন্যেই বলছি। আমরা আপনার পালানোর জন্যে একটা উপায় খুঁজছি। (আরগিয়াকে আবার বলে) বিপ্লবের স্বার্থে তার গুলী করা উচিত একথা ওই বর্বরটাকে বুঝতে কোনো বেগ পেতে হয় নি। ঘনঘন, দেখলেই গুলী করতে। দরজার সামান্য একটু আওয়াজ পেলে অথবা অন্ধকারে একটু নড়াচড়া দেখলেই। আমি দরজা খুলতে গেলে আমাকেও গুলী করবে। আমি দরজা খুলতে যাওয়া মানে নিজের জন্যে নরকের দরজা খুলে ধরা। আমি অবশ্য তা করবো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমি একটা সঙ্কেত শুনতে পাবে—সেটা হলো পেঁচার ডাক। রানী তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আমার হাত থাকবে বরফের মতো শ্বেতশুভ্র।

আরগিয়া

(ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে) কিন্তু গুলীটায় যদি সে না মরে?

র‍্যাইম

(বিষাদগ্রস্ত প্রদমিতভাবে) তাহলে . . . . আমি (থেমে যায়) আধা খেঁচড়াভাবে কাজ ফেলে রাখা হবে উচ্ছৃংখল কাপুরুষতা। আর তা থেকে আমি পাব কি? আমার মৃতদেহের হাড়ের জন্যে হয়তো একটুমাত্র লাভ থাকবে। কারণ এটা স্পষ্ট যে তাহলে রানী সব বলে দেবে আর আমি হারাবো আমার প্রাণ। যদি মৃত-দেহের হাড় লাভ-ক্ষতি কিছুই না জানতে পারে তাহলে তুমি কি মনে কর বোকামি ও অন্ধ বিশ্বাস আমার হাত বেঁধে রাখবে? তোমার প্রার্থনার যদি কোনই মূল্য না থাকে তাহলে আর প্রদীপ জ্বালিয়ে লাভ কি? (সে ডাইনে বাঁয়ে ফুঁ দেয় যেন অস্তিত্বহীন এক মাজারের সামনে রাখা কোন কাল্পনিক মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নেভাচ্ছে) তারা যদি সব নেনড়ে হয়ে থাকে তাহলে আমিই বা কেন ভেড়ার বাচচা হয়ে থাকবো? এই কঠিন সময়ে অনেক ভাল লোক মারা পড়ছে, একজন বেশীতে কারো কিছু আসবে যাবে না। লোকে বলে বাইবেলে নাকি ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে পৃথিবী একদিন রক্তস্নান করবে। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় গ্যালনে গ্যালনে রক্ত লাগে; কারণ মাটি তো শুষেই খেয়ে ফেলে বেশী। আমার তো স্বাস্থ্য খারাপ, আমার একটা ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। (বক্তব্য বিষয়ে ফিরে আসে) তাহলে যদি কিছু গড়বড় হয়ে যায়...। নিজেকে নিপাত না করে এই মেয়েলোকটি কেন যে লোকের ভোগান্তির সৃষ্টি করে? তার জীবন তো অর্থহীন, দুর্ভাগ্য ও সংক্ষীপ্ত হয়েই আছে। এরকম খরগোশের মতো ভয়ে কেঁপে কেঁপে ছুটে বেড়ানোর চাইতে নিজেকে খতম করে দেয়াই তার পক্ষে ভালো। (আরগিয়াকে) যদি কোন কিছু গড়বড় হয়ে যায় তাহলে গুলীর আওয়াজ পেলেই আমি প্রাঙ্গণে ছুটে বেরিয়ে দেখবো এবং সৈনিকটার গুলীতে না মরে থাকলে আমি নিজেই ওকে খতম করে দেব। এমন প্রয়োজন হবে না, এ আশাই আমরা করবো। তাড়াতাড়ি কর। এই পর্ব শেষ হলে আমি খুশী। (সে রানীর দিকে সামান্য মাথা নত করে বেরিয়ে যায়)

আরগিয়া

(রানীর দিকে না তাকিয়ে) মাদাম, এখন আপনাকে অত্যন্ত সাহসী হতে হবে। আমাদের সকলের জন্যেই অত্যন্ত বিপজ্জনক এক পরিস্থিতি এসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি ঠিক থাকছেন।

রানী

আমি প্রস্তুত।

আরগিয়া

(গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে) যা করাব তা তো করতেই হবে। তাই কি না? যদি আপনি পালাতে চান।·········

রানী

বলে যান।

আরগিয়া

আপনাকে নিয়ে গোপন পথে সীমান্ত পর্যন্ত যেতে রাজী এমন এক ব্যক্তিকে ওরা খুঁজে পেয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা একটা সঙ্কেত পেলেই আপনি ওই দিকের দরজাটা দিয়ে বাইরে যাবেন। আপনাকে নেবার জন্যে যে লোকটা রাজী সেই লোকটাকে আপনি বাইরে পাবেন। তখন আর আপনার কোন চিন্তা থাকবে না।

রানী

(দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে) আহা, প্রিয়ে, তোমার মিষ্টি চেহারা আর সুরেলা কণ্ঠ সারা জীবন আমার হৃদয়ে থাকবে। শুধু সারা জীবন নয়, তার পরেও। বেহেস্তে দেখা হলেও যেন আমি দৌড়ে গিয়ে চীৎকার করে বলতে (সে আরগিয়ার হাত তুলে নেয়)......

হে উজ্জ্বল আত্মা, আমার অতি প্রিয় ভগ্নি, তুমি কি আমাকে মনে করতে পারো? এই যে আমি। ঐদিন আমরা খুব দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম তাই আমরা এখন আবার একত্র হয়েছি। (আরগিয়া তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে)

রানী

আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিও না, অনুগ্রহ করে অন্ততঃ এক মুহূর্ত এভাবে থাকতে দাও। (সে হাসে) তোমার কোলে আশ্রয় নিয়েছে এমন এক ভীত প্রাণীর মতো আমার সাথে ব্যবহার কর। এমনও তো কখনো কখনো ঘটে। আমাকে আঁকড়ে ধরো, মৃদু টোকা দিয়ে আদর করো। (সে আরগিয়াকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে) তোমার কি নাম?

আরগিয়া

আরগিয়া।

রানী

আমার অনুভব হচ্ছে যেন তোমার বাহুতে আমার পুনর্জন্ম হলো। (সে চমকে উঠে) ওটা কি? এটাই কি সেই সঙ্কেত?

আরগিয়া

না, এখনো নয়।

রানী

কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো। যে লোকটা আমার সাথে পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাবে তাকে কি বিশ্বাস করা যায়? তার সম্বন্ধে আমি কি নিশ্চিন্ত হতে পারি? পাহাড়ের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকলে সে তো আমার উপর লাফিয়ে পড়ে গলা কেটে ফেলবে না? কাটবে না তো?

এমন মনে কর না আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। কখনো মনে কর না। ব্যাপার হলো ভয়টা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা বড় কঠিন। ওদের ওই ভয়ঙ্কর নির্যাতনের বিভীষিকাই এ ক'বছর আমাকে তাড়া করে ফিরেছে। হা আল্লাহ, অমানুষিক ভীতির মধ্যে লোকগুলোকে ওরা পুরে দেয়। তুমি কি তা জানতে? আমার সাথে একটা বিষ রেখেছি ....সময় মতো তা পান করতে পারবো কিনা সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। একটা লোক আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে... আবার ফিরে তাকাচ্ছে...তার চোখে একটা পরিচিতির ঝলক ..আমাকে সে চিনে ফেলেছে .... আমি শেষ...এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি আমি সব সময়েই কল্পনা করতাম। সেজন্যেই আমি...ও প্রিয় আরগিয়া...আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে আমরা মেয়েরা একত্রে থাকবো। (ফিসফিসিয়ে) কোন কোন সময় কোন একজন পুরুষ আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়েছে ..... সে হয়তো চাষা, অথবা মেষপালক অথবা কাঠুরে .. . আমি তখন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। নিজেকে দিযে দিয়েছি। এখন আমি রানী বা রমণী তার কোনটাই নই। (হেসে ও কেঁদে) আমি ভয়ে ভীত এক পশুর মতো এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছি। আরগিয়া, তুমিই প্রথম ব্যক্তি যার কাছে বলছি. পাহাড়ের ওপরে আমার একটা বাচ্চাও আছে।

আরগিয়া

এজন্যেই কি আপনি যাচ্ছেন নাকি? বাচ্চাটা আবার দেখবেন বলে?

রানী

ও: না, না, না, । আমি কেন তাকে দেখতে চাইবো? তাকে কেন আমি ভালোবাসবো? না, না, অন্যদের মতো সেও আমাকে অনুসরণ করে ফিরছে। আমি তার থেকেও পালাতে চাইছি। আমি তাকে দেখতে চাই না। আমার জন্যে সে আরেকটি ভীতি। সে যেখানে আছে সেখানে থাকুক এবং শান্তিতে বেড়ে উঠুক। (গুমরে কাঁদতে থাকে) আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মাফ করুন।

আরগিয়া

ওহ প্রিয়ে, ওভাবে কাঁদবেন না। চেষ্টা করুন, সংযত হোন। আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।

রানী

(ফিসফিসিয়ে এবং হেসে) আরগিয়া, আমার মনে হয় আমি আবার গর্ভবতী হয়েছি। সব সময়ে ক্ষুধা আমার লেগেই আছে।

আরগিয়া

(তার দিকে তাকায় এবং মৃদু মৃদু ভাবে তার মুখে টোকা দেয়) আপনার শরীর ঘেমে নেয়ে গেছে। মুখটা মুছে ফেলুন (বাইরে থেকে প্যাঁচার ডাক শোনা যায়)

রানী

(চমকে উঠে) এটাই তো সঙ্কেত, তাই না? আমাকে এখন যেতে হবে।

আরগিয়া

এক মিনিট অপেক্ষা করুন। (সঙ্কেত আবার শোনা যায়)

রানী

হ্যাঁ, এই তো সঙ্কেত। বিদায়, আরগিয়া। তোমাকে একটু চুমু দিতে দাও। (সে আরগিয়াকে চুমু খান ও দরজার দিকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হন)

আরগিয়া

দাঁড়াও।

রানী

দাঁড়াতে কেন বলছো?

আরগিয়া

আমি আপনাকে ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারিনি। ঐ দরজা দিয়ে যাবেন না। ঐ দরজাটা দিয়ে গেলে ওরা আপনাকে গুলী করবে।

রানী

তাহলে উপায়?

আরগিয়া

এই দরজাটি দিয়ে যান। এই দরজা দিয়েই আপনার যাওয়া উচিত। আমি সুন্দর একটা প্ল্যান করেছি।

রানী

কিভাবে?

আরগিয়া

আমি এদিক থেকে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলবো ....ওহ্— তাহলে কোন বিপদ হবে না। শুধু দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুললেই চলবে। তারা সাথে সাথে গুলী করবে, তারা এতই বোকা। আওয়াজ পেলেই ওদিকের গার্ডগুলো এদিক দিয়ে দৌড়াতে শুরু করবে। তাতে ঐদিকের দরজায় আর কোন পাহারা থাকছে না। এই সুবর্ণ সুযোগের ব্যবহার করে আপনি পালিয়ে যাবেন।

রানী

যে লোকটা আমাকে নিয়ে যাবে তাকে কি পাওয়া যাবে ?

আরগিয়া

না, আপনি নিজেই পাহাড়ের দিকে চলে যাবেন। আপনি ঠিক বোধ হয় বলেছেন, ওটাই বেশী নিরপদ হবে। (আবার সঙ্কেত শোনা যায়)

আরগিয়া

(আঙ্গুলি সঙ্কেত করে) ঐদিকটাই তৈরী হয়ে দাঁড়ান। নিশ্চুপভাবে।

[রানী এক মুহূর্ত হাতড়াতে থাকে এবং আরগিয়াকে একটি আংটি দেয়]

রানী

এই ছিল আমার শেষ বোঝা।

আরগিয়া

(আঙ্গুলে পরে) আমার আঙ্গুলে খুব গেঁটে বসেছে। সুতরাং হারানোর ভয় নেই।

[রানী যায় এবং একটা দরজার কাছে তৈরী হয়ে দাঁড়ায়। আরগিয়া বাতি নিভিয়ে ফেলে, একটা বড় লাঠি হাতে নেয়, রানীকে উৎসাহসূচক সঙ্কেত দেয় এবং সতর্কভাবে অন্য দরজার দিকে যায়। সে লাঠিটা দিয়ে দরজাটা নাড়ে। এবং হঠাৎ দরজাটা হাট করে খুলে ফেলে, কান ফাটিয়ে মেশিনগানের গুলীর আঘাতে দরজাটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আরগিয়া নিঃশব্দে হাসে। সে রানীকে সঙ্কেত দেয়]

আরগিয়া

এখন ...... যান ...... বিদায়। (রানী কেটে পড়ে। আরগিয়া অপেক্ষা করে) কণ্ঠস্বর (বাইরে) হুশিয়ার! হুশিয়ার! দেখো, সতর্ক হও!

মউপা

(বন্দুক হাতে ভিতরে এসে, আরগিয়াকে) একটুও নড়বে না।

আরগিয়া

তোমার আকর্ষণ অদ্ভুত!

মউপা

একটা কথা বলবে না।

আরগিয়া

তোমাকে কি বলবো, তাই তো আমি জানি না, যাই বলো না কেন?

কণ্ঠস্বর

(দূরে) হুশিয়ার! হুশিয়ার!

অন্য একটি স্বর

হুশিয়ার

র‍্যাইম

(হাঁফাতে হাঁফাতে প্রবেশ করে) কি হয়েছে?

মউপা

এই মেয়েলোকটা পালাতে চেষ্টা করছিল।

র‍্যাইম

ওহে ভায়া, তুমি কি একটা ভুল করছো না?

মউপা

আমি তোমাকে বলছি এই মেয়েলোক পালাতে চেষ্টা করছিল? আমার কথা বিশ্বাস করছো না?

র‍্যাইম

না, না, তুমি নিশ্চয় ঠিক বলছো।

মউপা

তুমি একে পাহারা দাও। আমি বাইরে গিয়ে অন্যদের ডাকছি

[সে বাইরে যায়]

র‍্যাইম

(অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে) কি হলো, সে কোথায় গেলো?

আরগিয়া

চলে গেছে?

র‍্যাইম

একী করলে তুমি? কেন এই বোকামি করলে? এদেরকে এখন কি বলবে তুমি?

আরগিয়া

কিছু একটা ভেবে বলবো, তুমি চিন্তা করো না।

ব্যাইম

দেখো, আমাকে আবার এর মধ্যে জড়িয়ো না। আমার উপরে কোনো ভরসাও কর না। তুমি এ অবস্থা থেকে নিজেই বেরিয়ে আসতে পারবে, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। (বাইরে পদ শব্দ শুনে সে থেমে যায়। নবাগত-দের দিকে ফিরে তাকায় এবং জোরের সাথে বলে) স্যার, এই মেয়ে-লোকটা ভাগতে চেষ্টা করছিলো।

এমোস

(প্রবেশ করেছে। তার পেছনে মউপা। তার দিকে শান্তভাবে ফিরে) বন্ধু—বন্দুকটা এখন নীচের দিকে করে রাখো। এটার এখনকার মতো দরকার আর নেই। (মউপা তাই করে)।

(বিনয়ের সাথে আরগিয়াকে) মাদাম, আপনি দয়া করে বসুন। আপনি কি ভেগে যেতে চেয়েছিলেন?

আরগিয়া

আমার পিপাসা পেয়েছিল।

এমোস

এই তো ব্যাপারটার ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো। আমাদেরকে মাফ করবেন। যাই হোক, ব্যাপারটার একটা ভাল দিক আছে। আপনি যাতে মেহেরবানী করে আমাদেরকে একটা নীরব ও বন্ধুত্বমূলক ইন্টারভিউ দেন তেমন অনুরোধ করার একটা সুযোগ এতে হলো; (সে বিয়াস্তের দিকে দেখায়। বিয়াস্তে ফরাসের কাঁধে ভর করে আসছিল) আমাদের যাত্রাভর এ রকম একটা ইন্টার-ভিউর সুযোগ আমি খুঁজছিলাম।

বিয়াস্তে

(কাছে এসে চীৎকার করে) লাইট। লাইট। আমরা যেন গুহাতে আছি এমন মনে হচ্ছে। কিছু বাতি ও মোম নিয়ে এসো। আমাদের উপযুক্ত কিছু আলোক-সজ্জা বন্দোবস্ত কর।

[র‍্যাইম, মউপা এবং ফরাস পার্শ্ববর্তী কামরা থেকে আলো আনবার জন্যে ছুটে যায়। প্রথমেই ফরাস ফিরে আসে। তার হাতে উজ্জ্বল আলো। আলোটা আরগিয়ার উপরে পড়ে। অদ্ভুত নীরবতার একটি মুহূর্ত।]

এমোস

(আরগিয়াকে) মাদাম, আপনার কি নাম?

তৃতীয় অঙ্ক

কয়েক সেকেণ্ড পার হয়েছে মাত্র। র‍্যাইম, মউপা এবং ফরাস বাতি আনছে ও ঘর সাজাচ্ছে। তারপর সবাই বসে। আরগিয়া সবার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

এমোস

তাহলে ?

আরগিয়া

(শত্রুতাপূর্ণ নিস্পৃহতার সহিত) আমার নাম ও আমার সম্বন্ধে সবকিছু আমার কাগজপত্রেই পাবেন। আজ বিকেলে অন্য সব যাত্রীর সাথে আমাকে একদফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আমার জন্যেই কি এই অতিরিক্ত সম্মানটুকু রিজার্ভ রাখা হয়েছে ?

এমোস

মাদাম, আরো কিছু তথ্যের জন্যে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হচ্ছে।

আরগিয়া

আমাকে মাদাম বলে সম্বোধন করার কোন প্রয়োজন নেই। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের সারের স্তূপে যেসব সাধারণ গাছপালা আপনারা সচারাচর দেখতে পান আমি সে সবেরই একটি।

এমোস

আপনার জাতীয়তা কি ?

আরগিয়া

আমার জন্ম এদেশে। কিন্তু জন্মের দিন থেকে আজ পর্যন্ত আপনার মতো মহৎ জনেরা আমাকে দেশান্তরী করেছে, বের করে দিয়েছে, দ্বীপান্তর দিয়েছে, আমাকে তল্লাশী করেছে, স্থান ত্যাগ করার জন্যে নোটিশ দিয়েছে, এই সব কিছুই আর কী।

এমোস

(শীতল বিনয়ের সাথে) আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এসবের জন্যে আমাদের দায়ী করছেন।

আরগিয়া

হুকুম দেওয়া ছাড়া এখনই বা আর কী করছেন ? পৃথিবীতে এমন বেশ কিছু

লোক আছে—যাদের কাজ হলো বাকী লোকেরা কি করবে তা ঠিক করা। অভিনন্দন। আমাকে বলুন, অমন করতে কেমন লাগে?

এমোস

সেটা কেমন লাগে তা কি আপনি কোনদিন জানতেন না?

আরগিয়া

আমি? (সে এক মুহূর্ত থামে। আশ্চার্যান্বিত হয়ে) আমি? (কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে) যারা চিরদিনই অন্যের হুকুম তামিল করে আমি তাদের দলেই ছিলাম। হুকুম দেনেওলার দলে কোনদিনই ছিলাম না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে তবু আজ এই রাতে হুকুম তামিল করার জন্যে আমি এখানে আছি।

এমোস

রাজনৈতিক প্রয়োজন।

আরগিয়া

হ্যাঁ, রাজনৈতিক প্রয়োজন। সেই একই কারণে প্রতিদিন আমরা যা পছন্দ করি তা খেতে পাই না; একই কারণে ক্লান্ত হয়ে গেলেও আমরা বিছানায় যেতে পারি না; ঠাণ্ডায় হিম হয়ে গেলেও চুলো জ্বালাতে পারি না। প্রত্যেকটা সময়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। আপনারা কত না কম্বু কণ্ঠে তা বলেছেন। আদমের আমল থেকেই এভাবে চলছে। রাজনৈতিক প্রয়োজন।

এমোস

আপনার নিজের তরফ থেকে ওই শব্দগুলো আপনি কোনদিন ব্যবহার করেন নি?

আরগিয়া

(বিস্মিত) আমি? প্রিয় বন্ধু, আমার কথাগুলো ক্ষমা করবেন—আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আমার সারা জীবনে এমন কিছু উপকার বা সম্মানজনক কাজ আমি করতে পারি নি। সন্তুষ্ট?

এমোস

আপনার জীবিকা এতদিন পর্যন্ত কি ছিল?

আরগিয়া

নানা কিছু। যা-কিছু হাতে পাই। আপনি এবং আপনার মতো আর সবাই এত চীৎকার করে চলেছিলেন যে আমার অবস্থা নিয়ে কোন রকম চিন্তার অবকাশ আমার হয় নি। আমার লাঞ্চ বা ডিনারের পয়সা দেবার জন্যে কাউকে পেলে আমি আর যাহোক বেজার হতাম না—এমন দিন আমার জীবনে অনেক এসেছে।

এমোস

একথা প্রমাণ করতে পাবেন ?

আরগিয়া

সাক্ষী ? নিশ্চয় বন্ধু, নিশ্চয়। অনেক ব্যাটাছেলেই আমাকে চেনে। ইচ্ছে করলেই আমি এটা প্রমাণ করতে পারি।

বিয়াস্তে

(নাক সিঁটকে, তার কণ্ঠস্বর মৃত্যু পথযাত্রীর আওয়াজের মতো) আপনার পরিচয় প্রমাণ করার জন্যে আপনার শরীরে বিশেষ কোন চিহ্ন আছে ? এমন ছোট কোন চিহ্ন-- যা দেখে লোকগুলো আপনার লাঞ্চ এবং ডিনারের পয়সা দিত।

আরগিয়া

(একটু থেমে, মৃদুকণ্ঠে) হ্যাঁ, আপনার মতো বা আপনার চেয়েও বেশী কদাকার পুরুষেরা আমাকে দেখেছে ও আমাকে ব্যবহার করেছে। সে ধরনের মেয়েছেলে হলাম আমি।

এমোস

(একটা ভঙ্গি করে বিয়াস্তেকে থামিয়ে দিয়ে) আপনি যেন আমাদেরকে খুব একটা পছন্দ করছেন না। এর কী বিশেষ কোন কারণ আছে ?

আরগিয়া

হ্যাঁ, আমি সবসময়েই কর্তৃপক্ষগুলোকে অপছন্দ করি। যারা সবসময় আমাদের মুখের উপর দিয়ে ভারী পায়ে হেঁটে বেড়ায়।

এমোস

(এখনো বিনয়ের সাথে) ম্যাদাম, আপনি কি রকম ইম্প্রেশান সৃষ্টি করছেন, সে সমন্ধে আপনাকে কিছু জানানো দরকার মনে করি।

আরগিয়া

বলুন।

এমোস

আপনি যে রকম দীনহীন অবস্থায় আছেন বলে বলছেন, বলাবাহুল্য আপনার জবাবের তীক্ষ্ণতা তার তাৎপর্য বহন করে না। সে সব জবাবকে আপনি যেভাবে ভোঁতা করে দিতে চান সেগুলো আপনার পরিশীলিত রুচি ও আভিজাত্যের সাথে খাপ খায় না।

আরগিয়া

(একটু থেমে) পরিশীলিত রুচি ও অভিজাত্যের... আপনি ভাবছেন আমাকে... দেখায়? (সে হাসে) কি মজার কথা! আপনি যেন আমার সাথে প্রেম করতে চাইছেন।

এমোস

আমার ধারণা হচ্ছে যে কিছুটা ভয়কে গোপন করার জন্যেই আপনার ব্যবহারে এতটা গম্ভীরতা দেখাচ্ছেন।

আরগিয়া

ভয়?

এমোস

হ্যাঁ।

আরগিয়া

কাকে ভয়? আপনাদেরকে? এটা বুঝতে পারছি যে, লোকে আপনাদেরকে এতই ঘৃণা করে যে সেটা টের পেয়ে আপনারা চেষ্টা করে নিজেদেরকে এই সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, প্রত্যেকেই আপনাদের ভয়ে ভীত। আমি আপনাদেরকে ভয় করি না। কেনই বা করবো? আমি কি তা আপনাদের কাছে বলেছি। আমার ইচ্ছে মতো তা আমি প্রমাণ করতে পারি।

বিয়াস্তে

এখনই কেন তা করছেন না?

আরগিয়া

এই মুহূর্তে আমি নিজেকে বেশ উপভোগ করছি। তাই এখন নয়। কথাটা বেশ বেখাপ্পা, তাই না? আমি আসলেই নিজকে উপভোগ করছি।

বিয়াস্তে

আপনি নিজেকে উপভোগ করে যেতে থাকুন, এ আশাই করবো।

এমোস

(বিকারহীনভাবে) আপনার ধৃষ্টতা যেমনি আপনার ভয়কে লুকাতে পারছে না, তেমনি আপনার ভয়ও আপনার ধৃষ্টতাকে কমাতে পারছে না।

আরগিয়া

(বিদ্রূপের সাথে) কারণটা কি জানতে ইচ্ছে করছে?

এমোস

অহঙ্কার।

আরগিয়া

আপনি মনে করেন আমি অহঙ্কারী, সত্যি?

এমোস

হ্যাঁ, এটা এমনই এক অহঙ্কার যা আপনার সাধারণ জ্ঞানের হুশিয়ারী সঙ্কেত শুনতে রাজী নয়। গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলার কষ্টটাও আপনি করতে চাইছেন না। আপনি আমাদেরকে ঘৃণা করেন এই কথাটাই আপনি আদপে বলতে চাইছেন।

আরগিয়া

(সিগারেট বের করে) আপনারা লোক-দেখানো বাহাদুরি জাহির করছেন। সত্য কথা বলতে কি, সেটাই আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক লাগছে।

বিয়াস্তে

ভদ্রে, বরং একটু সর্তক হোন, কারণ—একে যাজকের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।

এমোস

আপনার এই আদিম অহঙ্কার আপনার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জনতার কলকোলাহল যেখানে অজানা, আপনার পায়ের আওয়াজ সেই পরিবেশের সাথে প্রতিধ্বনিতে অভ্যস্ত। উজ্জ্বল ও মূল্যবান জিনিস ধরতে অভ্যস্ত। আপনার কোমল দু'টি হাত, এই সেই কণ্ঠস্বর অন্যদের নীরব করার জন্যে যাকে উঁচু পরদায় উঠতে হয় না।

আরগিয়া

আপনার প্রবৃত্তি আমার সম্বন্ধে আপনাকে তাই বলছে বুঝি? এসবই।

এমোস

মাদাম, আমাদের কাছে মিথ্যা বলে আপনি নিজের খুব ক্ষতি করছেন। একটু ধরার ধুলোয় নামুন। আপনার জন্ম কোথায় হয়েছিল?

আরগিয়া

(কিছুক্ষণের জন্যে চুপ থাকে। তারপর হাসে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অপমানজনক বিদ্রূপের সাথে বলে) শহরের সবচেয়ে রমণীয় একটি অট্টালিকায় আমার জন্ম হয়েছিল। সেটা কি দোতালার কোন কামরায়, না, বাড়ির দারোয়ানের কোঠায়, তা বলবো না। আমার কামরায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেই আমি দেয়ালে জল পরীদের ছবি দেখতাম। এসব দেয়াল-চিত্র পাঁচশো বছর ধরে ঐ দেয়ালেই টাঙানো ছিল। হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। আমি কথা বলবো এমন ইশারা পেলেই যারা চুপ করে যেতো আমি তাদের

মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলাম। তারা আমার কথার জবাব দিত অতিনম্র স্বরে ভদ্র কথায়। (ঠাট্টার সাথে) গ্রামের পার্কের মতো বড় কার্পেটের উপর দিয়ে আমি হেঁটেছি। আমার জন্যে দরজা খুলে ধরা হতো। কামরাগুলো উষ্ণ করে রাখা হতো। কারণ অল্পতেই আমার ঠাণ্ডা ধরে যেতো। খাদ্য ছিল অতি সুস্বাদু, আমি বরাবরই একটু লোভী ছিলাম। তা বন্ধু, আপনি যদি টেবিল ঢাকার কাপড় আর জিনিসপত্রগুলো দেখতে পেতেন। সেই স্ফটিকের পানাধারটা যা থেকে আমি পান করতাম।

এমোস

আর এসব সৌভাগ্য অর্পণ করতে আপনাকে একরত্তি কষ্টও করতে হয় নি।

আরগিয়া

(বিদ্রূপাত্মক স্বরে) আমরা গোলাপকে গোলাপ হিসেবেই দেখতে চাই, কি করে তা গোলাপ হলো তা আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি না। আমরা চাই গোলাপ যেন গাঁদাফুল না হয়। আমি কিছু চাইলেই তারা তা রত্নখচিত বঙ্কিম থালাতে করে নিয়ে আসতো। এনে, শির নত করে সালাম জানিয়ে তারা চলে যেতো। দরজার কাছে যেয়ে আবার ফিরে সালাম জানিয়ে তারা যেতো। (সিগারেট দেখিয়ে) মনে কিছু করবেন না তো ?

এমোস

(তার কাছে যেয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে) তাদেরকে এসব কাজ করার জন্যে কেন আপনি জেদ করতেন?

আরগিয়া

না, আমার জেদের প্রয়োজন হতো না। তারা নিজেরাই করতো। আমি নিজে হলেও, আমি আপনার দিকে তাকিয়ে হাসলে আপনি পুলকে লেজ নাড়তেন, তাই আমার ধারণা। কিন্তু না, আমার জন্যে সেটা অতি চড়া দাম। আপনাদের টাগিয়ে রাখার নিজস্ব কায়দা। আর আমি ..... (সে থেমে যায়)।

এমোস

(সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে আংটিটা দেখতে পেয়েছে) আপনার আঙুলের আংটিটা বড় সুন্দর।

আরগিয়া

(আংটিটা খুলতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না) এটা খুলছে না। (হাল্কাভাবে) অনেক দিন ধরে পরছি কি না। এটা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার। (সকলের দিকে এক মুহূর্ত তাকায়, তারপর বিদ্রূপাত্মক তিক্ততার সাথে হেসে উঠে।)

হ্যাঁ, আমার সুদিনে আমি ছিলাম এক গর্বিতা রমণী—বিত্তশালী, সম্মানিতা, স্বচ্ছল, সুখী ও ভাগ্যবান।

এমোস

(শীতলকণ্ঠে) আপনার রাজনৈতিক মতামত?

আরগিয়া

আমি রাজনীতিতে ইন্টারেস্টেড নই।

এমোস

কিন্তু এক পার্টি থেকে অন্য পার্টি একটু বেশী পছন্দ করেন, এমন নিশ্চয় হয়।

আরগিয়া

আপনি করেন নাকি?

এমোস

হ্যাঁ।

আরগিয়া

তাহলে আমি আপনার বিরুদ্ধ পার্টিকে পছন্দ করি।

এমোস

কেন?

আরগিয়া

সহজ কারণ হচ্ছে আপনাদের ব্যবহার আমরা পছন্দ নয়। আপনারা খুবই দাপট দেখাচ্ছেন। (টিটকারীর স্বরে) দেখুন, শৈশব থেকেই আপনাদের চেয়ে তিন শ্রেণীর লোকদেরকে শ্রদ্ধা করতে আমাকে সেখানো হয়েছে। যে সব লোক পরিধান-পরিচ্ছন্ন, সুগন্ধ সুবাসিত কাপড়-চোপড় পরিধান করে। এর বোধ করি কোনরকম রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। অরুচিকর গন্ধ কাউকে বিশেষ অধিকার দেয় আমি তা মনে করি না। নাকি, বিপ্লবের গায়ে কোন গন্ধ আছে।

বিয়াস্তে

জনসাধারণের কুঁড়ে ঘরে তক্ত স্যুপের গন্ধ।

আরগিয়া

(জড়িতকণ্ঠে) দুঃখিত, আমি সে জিনিস চোখে দেখি নি। আমার মনে হচ্ছে আপনারা অত্যন্ত বেশী কাজ করছেন। ঘামের গন্ধ তাই আপনাদের গায়ে।

এমোস

আমাদের নেতৃত্ব যারা মানে সে সব গরীব আর পাথর-ভাঙা লোকজনের নাক ভোঁতা, অত গন্ধ টের পায় না।

আরগিয়া

সেটা তাদের জন্যে নিশ্চয়—খুব দুঃখের কথা।

বিয়াস্তে

(বেদনাদায়ক তীব্রতার সাথে) কাল আর আমাদের সমাজে গরীব আর পাখর-ভাঙা লোক থাকবে না।

আরগিয়া

(ধৃষ্টতার সাথে) তখন আমাদের অন্যরকম ঝামেলা থাকবে। তা না হলে আপনারা তখন করবেন কি? আপনারা লোকের দুঃখকষ্ট প্রবাহিত করে থাকেন। প্রথমে সবকে ঈর্ষা পরে ক্রোধে পরিণত করেন। আপনারা চর্চা শুরু করার পরে বদ মেজাজের খোলসটা আরো পুরু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বেড়েছে। আপনাদের সমস্ত মহৎ ধারণা সত্ত্বেও আপনাদের পা থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের গন্ধ বন্ধ হয়নি।

বিয়াস্তে

এমোস, আল্লার কসম।

এমোস

(তাকে থামিয়ে দিয়ে) এসব প্রশ্ন আপনাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা কি আপনি জানেন?

আরগিয়া

হ্যা

এমোস

আপনাকে সনাক্ত করতে পারে এমন কেউ এখানে আছে কি?

আরগিয়া

নিশ্চয়ই। তা না হলে এতটা ঝুঁকি আমি কখনো নিতাম না।

এমোস

কে সে?

আরগিয়া

সে কথা পরে বলবো। রাত বড় দীর্ঘ, পর্বতসঙ্কুল রাস্তাও তেমনি। যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে .. ...

[একজন সৈন্য প্রবেশ করে বিয়াস্তের কানে কানে কিছু বলে]

আরগিয়া

যদিও তারা বলে যে আশেপাশে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। দুঃসংবাদ? ওর জন্যেই দুশ্চিন্তাতে আছেন নাকি?

এমোস

অলৌকিক ঘটনার আশা করবেন না। সে সব আজকাল আর ঘটে না।

বিয়াস্তে

এসব থামান, এমোস। আল্লার কসম ওকে কথা বলতে বাধ্য করুন। আমার খুব তাড়া আছে, ওকে কথা বলতে বাধ্য করুন। যারা পৃথিবী জ্বালিয়ে দিতে পারে এভাবে আমার শরীর জ্বলছে।

আরগিয়া

(ধৃষ্টতাপূর্ণভাবে) আপনার গলার স্বর নিয়ন্ত্রণ করুন। (হঠাৎ আবেগের সাথে) আমি রানী হলে যদি রানী হতাম তাহলে এই মুহূর্তে কি বলতাম জানেন? (অরাজকীয় নয় এমন কণ্ঠস্বরে বলতে থাকে।)

বলতাম, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার উপরে রাগ করেছেন, কিন্তু আমি আপনাদের উপর রাগ করি নি। আপনাদের কুক্ষিগত ক্ষমতা অথবা ভীতি প্রয়োগ কোনটাতেই আমি ভীত নই। আমরা একজন আরেকজন থেকে অনেক দূরে। এর ফলে আপনারা উষ্মায় ফেটে পড়ছেন আর আমি রয়েছি সম্পূর্ণ শান্ত।

এমোস

আপনি যদি রানী না হয়ে থাকেন, তাহলে আমি বলবো এধরনের পরিস্থিতিতে তিনি যে ধরনের ব্যবহার করতেন সেই উদ্ধত ব্যবহারের অত্যন্ত সুন্দর অনুকরণ--আপনি করতে পেরেছেন।

আরগিয়া

কারণটা হলো এই ভূমিকার অভিনয় আমি দীর্ঘদিন যাবৎ রিহার্সাল দিয়ে আসছি। যখনই কেউ আমার সাথে রূঢ় ব্যবহার করেছে---সকলের জীবনেই কেমন ঘটনা ঘটতে পারে, পারে না কি? --যখনই অপমানের জ্বালায় আমার গাল জ্বলে উঠেছে, তখনই আমি ভেবেছি কি অভিজাত বাক্যে গা জ্বালানো টিটকারী দিয়ে আমি সেসবের উত্তর দেব। দুর্বিনীত লোকদের শায়েস্তা করার জন্যে তেজস্বী মহিলারা যা বলতে পারেন তার সব তথ্যই আমি জানি।

[বাইরে থেকে ফাসফেসে কণ্ঠের আসতে থাকে]

(আবেগের সাথে বলতে থাকে) যদি আমি রানী হতাম, তাহলে আমি আপনাদেরকে বলতাম, ভদ্রমহোদয়গণ, একথা সত্য বটে যে আমার চারপাশে জনতা নেই, কিন্তু জায়গা আছে। আমার কথার প্রতিধ্বনি উর্ধ্বে চলে যেতো এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতো, বিচ্ছিন্ন ও প্রশান্ত করতো। প্রতিধ্বনি

কথাকে স্বাধীন করে দিত— (নিজের কথায় নিজেই বুঁদ হয় কিছুটা সে যেন প্রতিধ্বনির সাথে খেলছে।) রে-জি-না এতে তারা আরো উর্ধ্বে উঠে যেত...। উর্ধ্বে-আরো উর্ধ্বে-চাইতো যেন তাবা শান্ত ও ন্যায়পরায়ণ—থাকে—রে-জি-না (তারা একে একে সবাই উঠে দাঁড়ায়। তারা দাঁড়িয়ে এই প্রতিধ্বনি ও দূরাগত আওয়াজ শুনে)

বিয়াস্তে

(হঠাৎ) কি ঘটছে? বাইরে হচ্ছে কি? রাস্তা দিয়ে এতসব লোক কারা আসছে? আমার জ্বর বেড়ে যাচ্ছে; আমার সারা শরীর তেতে-পুড়ে যাচ্ছে। আমাদের অস্ত্র তাহলে কিসের জন্যে? এসব লোকের মাঝে সরে যাওয়া পর্যন্ত কি আপনি অপেক্ষা করবেন? (ফরাসকে লক্ষ্য করে) বাইরে কি হচ্ছে?

ফরাস

(বাইরে গিয়েছিল, ভেতরে পুনঃ প্রবেশ করে, বিপর্যস্তভাবে) জেনারেল বিয়াস্তে এবং কমিশনার এমোস। একটা কিছু ঘটছে। বাইরের রাস্তা গুণতি লোকের মাথায় কালো হয়ে গেছে।

বিয়াস্তে

ওরা কারা?

ফরাস

উপর উপত্যকার অধিবাসী এরা। ওরা নিশ্চয় এই মহিলার কথা শুনতে পেয়েছে, শুনতে পেয়েছে যে এ ধরা পড়েছে। তাই রাতের আঁধারে ওরা চলে এসেছে।

আরগিয়া

আমিতো আগেই বলেছিলাম, বলি নাই কি যে আপনাদের ক্ষমতা নেহাতই সাময়িক?

[বিয়াস্তে যথাশীঘ্রই তড়পাতে তড়পাতে বেরিয়ে যায়। তার পেছনে পেছনে যায় এমোস, র‍্যাইম ও মউপা]।

ফরাস

('এককী আরগিয়ার সাথে থাকে। সে তার দিকে তাকায়। হঠাৎ আবেগময় ভক্তির সাথে আরগিয়াকে সম্মান দেখানোর জন্যে টুপি খুলে ফেলে। নিজের জন্যে লজ্জা পেয়ে সে পাশের টেবিলে রাখা এক শীট কাগজের দিকে চেয়ে থাকে। যেন কাগজটা পড়ছে: নিম্নস্বরে) এজগতে এমন অনেক কাপুরুষই

আছে যারা নিজেদের সত্যিকারের অনুভূতিকে লুকিয়ে রাখে, বোধ করি সে সব কাপুরুষদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী হীন। তবে আমরা এবং আমাদের বাদে অন্য সকলের এটা জেনে একটা সন্তুষ্টি ও আনন্দ যে এমন কেউ একজন আছেন... ...

[চোখ কাগজের শীট থেকে না সরিয়ে গলার স্বর সামান্য উঁচু করে]

এমন একজন আছেন যিনি এখনো কোনো ভয়ে ভীত নন, যিনি একাকী আর সমস্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। আমাদের মতোই রক্তমাংসে গড়া একজন বিশ্বস্ত ও কলুষমুক্ত আছেন, যখন আমরা সবাই বিধ্বস্ত ও লজ্জায় অবনত। একথা জেনেই আমাদের সান্ত্বনা। এমন একজন পৃথিবীর আলো হাওয়া গ্রহণ করছেন, একথা জানাই এক মহৎ অনুভূতি। আমার মনে হয় স্বয়ং খোদা ও তাকে বলতে শুনে গর্বিত বোধ করছেন। আজ থেকে এক হাজার বছর পরেও যদি কেউ তার কথা চিন্তা করে তাহলে সে নিজের চেহারায় মর্যাদার বোধ অনুভব করতে পারবে। (তার গলার স্বর চড়ে যায়, কিন্তু তার চোখ কাগজের শীট থেকে একটুও নড়ে নি।)

[মউপা ও র‍্যাইম ভিতরে ঢুকে বিয়াস্তের জন্যে দরজা খুলে ধরে]

বিয়াস্তে

(আরগিয়ার কাছে যায় এবং হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ে) হা, হা, হা, মহামান্যা রাজ্ঞী। হ্যাঁ, আপনার বিখ্যাত নামের আকর্ষণে পাহাড় থেকে বহুলোক আপনাকে দেখতে চলে এসেছে। জানেন, তারা আপনাকে কি ধরনের সাহায্য করতে চায়? তারা কি চায় জানেন? (অত্যন্ত সাধারণভাবে) আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ফাঁসিতে লটকানো তারা দেখতে চায়।

মউপা

(শান্ত পুলকের সাথে) রানীর নাড়ীভুঁড়ির রং আমরা দেখতে চাই।

এমোস

(প্রবেশ করে হাত উঁচিয়ে) একটা সঠিক বিচার হবে। তা না হলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসহানি হবে।

বিয়াস্তে

(চীৎকার করে) উপযুক্ত বিচার। সঠিক নিয়ম। এসব কথা জাহান্নামে যাক। নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। আমার নিজের হাতের অনুভূতি নেই। চোখও আর খুলে রাখতে পারছি না।

এমোস

জুরি বসবে। (মউপাকে) তুমি। ওই ভীড় থেকে কিছু লোক এখানে ডেকে নিয়ে এসো।

বিয়াস্তে

(মউপাকে যেতে দেখতে) এমন লোক এনো যারা সুস্থ মস্তিষ্কে, চোখ জমিনে রাখতে জানে।

এমোস

সামান্যই কৃষক, কিন্তু এখন এদেব কর্তৃত্ব হয়েছে। এদের মতো আশাবাদীতে এখন দুনিয়া ভরা। বিপ্লবের জন্যে এরা স্বর্গপ্রেরিত খাদের মতো। এদের প্রত্যেকেই মনে করে যে কাঁচি সারা ময়দান কেটে তাব নিজেব গলার পোয়া ইঞ্চি দূবে এসে থেমে যাবে।

বিয়াস্তে

জুরিতে কিছুতে ভিখিরি রাখার যে প্রয়োজন আছে...

এমোস

তাছাড়া কিছু বোকা ও কুড়ে লোকও দরকার—যারা কল্পনা করে যে দরজার উপরে লটকানো প্রতীক-চিহ্ন বদলালে তারা পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান বলে পুরস্কৃত হবে।

[কয়েকজন কৃষক ও কৃষকরমণীর প্রবেশ। তাদেব মধ্যে ইনজিনিয়ারও আছে।]

বিয়াস্তে

(নবাগতদেরকে লক্ষ্য করে) বন্ধুগণ, আসুন, আপনারা আসুন। বসুন। আপনারা ইতিমধ্যে নিশ্চয় জেনেছেন যে আমি এখানে কমাণ্ডে আছি। তার অর্থ হলো যে প্রত্যেকেই একটা নরহত্যা করতে পারে। কিন্তু যে ভাবে একজন চতুর সার্কাসের খেলোয়াড় কঠিন একটি লম্ফ দেয়, সে ভাবে আমি একসার ড্রাম পিটিয়ে নরহত্যা করতে পারি। প্রজাতন্ত্র বিজয়ী হয়েছে। (সে হাত দিয়ে টেবিল চাপড়ায়)। তাহলে, আমি সভাপতিত্ব করছি। (এমোসকে) আপনি প্রসিকিউটার। (র‍্যাইমকে) তুমি লিখবে। (নবাগতদেরকে) আপনারা বিচার করবেন।

[কণ্ঠস্বর নামিয়ে]

এসব কিছুর পরে যদি আমি সভাপতি হিসাবে বেঁচে থাকি, তাহলে আমি বিচারের দণ্ড কার্যকরী করবো। এমোস, আপনি শুরু করুন। (এমোস

ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তির মতো কণ্ঠস্বরে যেন একটি আইন পড়ছে এমনভাবে)

এমোস

এই রমণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে নিজের প্রকৃত পরিচয় লুকিয়েছে, কাগজপত্র জাল করেছে।

আরগিয়া

ভদ্র মহোদয়গণ, দয়া করে আমার কথাগুলো শুনুন। আমি এখানে এসেছিলাম...

এমোস

দেশত্যাগ করার মতলব নিয়ে? অথবা আপনার পুত্রের ঠাঁয়-ঠিকানা আবিষ্কার করতে? হ্যাঁ, মাদাম, আমরা সে সব সম্পর্কেও পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। আপনার পুত্র। (কণ্ঠস্বর অল্প চড়িয়ে) তাঁর বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ এই যে তিনি আগেকার রাষ্ট্র প্রধানের উপরে গোপন ও বেআইনী প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে দিয়ে শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে অত্যাচারী আইন বানিয়েছেন...

বিয়াস্তে

অহ্, বলে যান, এমোস। আপনি শীতল, পৌরুষহীন। আপনি নিষ্ঠুর হচ্ছেন শুধু।

এমোস

(জোর গলায়) প্রভাব খাটিয়ে খুন ও অত্যাচার করিয়েছেন ...

আরগিয়া

কিন্তু আমি এসব ধরনের কিছুই যে করি নি।

এমোস

রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব খাটো করার জন্যে ষড়যন্ত্র তৈরী করেছেন।

আরগিয়া

কিন্তু সেটাতো আপনারা করেছেন। আর তার জন্যে রানীকে দোষারোপ করছেন। আপনারাই অনৈক্যের বীজ বপন করেছেন।

এমোস

(উচ্চতর স্বরে) ...কিছু উদ্ভ্রান্ত বেপরোয়া লোকজনকে দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্যে উস্কিয়েছেন।

আরগিয়া

কিন্তু আমি... ... ...

এমোস

বর্তমান সংঘাত সৃষ্টি করবার জন্যে আমরা এই মহিলাকে অভিযুক্ত করছি ; এই সংঘাতকে নিষ্ঠুরতম পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্যে একে অভিযুক্ত করছি। সে নিজে বিদেশী সশস্ত্র বাহিনী এদেশে ডাকিয়ে এনেছে, তার নিজ হাতে দেওয়া আগুন এখন দিগন্তরেখার প্রতিটি স্থান থেকে ধুঁয়ো উড়াচ্ছে। সে নিজ হাতে পথিপার্শ্বের মৃতদেহগুলোর চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে।

আরগিয়া

কিন্তু আমি বলছি যে আমি . . .

এমোস

জানতেন না। এরকমটা চান নি?

আরগিয়া

আমি বলছি যে আমার হাত.....

এমোস

অত্যন্ত পরিষ্কার? তাই না? এতেই বোঝায় যায় যে আপনি কি রকম ধূর্ত? এতে আপনার অপরাধকে লঘু করে দেখারও কোন অবকাশ আর রইলো না।

ইনজিনিয়ার

(হঠাৎ অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে) আমি একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম: সামনে সৈন্যদের কর্ডন ছিল: তারা বল্ল, এদিক দিয়ে যেতে পারবেন না, রানী এ পথ দিয়ে আসবেন। পথ ঘুরে আমি অন্যদিকে গেলাম। সেখানে তারা বল্ল--এর ভেতর দিয়ে যেতে পারবেন না আপনি। যেদিক দিয়েই গেলাম একই ব্যাপার! মাদাম, আপনি সবসময়ই বাধা হয়ে ছিলেন।

আরগিয়া

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আমিওতো সেখানে আপনার সাথে ছিলাম। কর্ডনের যেদিকে আপনি সেই একই দিকে ; অপরদিকে নয়।

একজন কৃষকরমণী

(হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে)—আমার ছেলের যে জামাটা আমি ধুতাম ছেলেটা সেটাকে বলতো নোংরা। তার জন্যে যে স্যুপ বানাতাম, সে তা খেয়ে বলতো বিশ্রী স্বাদের জিনিস। এখন লোকে আমাকে এসে বলছে, সে দু'হাত ছড়িয়ে মাঠে পড়ে আছে, তার সারা গায়ে পিঁপড়ে। রানীর দোষেই এমন হয়েছে।

আরগিয়া

একদিন তাকে মাথায় উঠিয়ে নিয়েছিলেন বলে আজ তাকে আপনারা ঢিল ছুঁড়ছেন।

একজন কৃষক

আমাদের সন্তানেরা খেলার উপযুক্ত হলে ধনীর সন্তানদের একই খেলা তাদের খেলতে দেয়া হয় না। কি সাংঘাতিক। এতেই তাদের মন বিষাক্ত হয়।

কৃষকরমণী

আমার ছেলে মাটির হাঁড়ি পাতিল ঘৃণা করতো। আমাদের ঘরবাড়ির গন্ধ ঘৃণা করতো, নিজের জীবনকে ঘৃণা করতো।

কৃষক

আমার মেয়েটি সৈন্যদের সাথে ভেগে গেছে। সেই থেকে তার সম্পর্কে একটা কথাও শুনি নি। এটা তোমারই দোষে।

কৃষকরমণী

এ তোমারই দোষ।

বিয়াস্তে

তোমরা সকলে, তোমরা সকলেই এর সাক্ষী।

মউপা

এটা ওরই দোষ।

অন্যান্যরা

ওর দোষ। সব ওর দোষ।

বিয়াস্তে

আরে তোমার ব্যাপার কি, এই যে ফরাস। একলা তোমারই কি কিছু বলার নেই।

[একটা নীরবতা]

ফরাস

হ্যাঁ! উনি যা করেছেন তাতে আমরা সবাই অপমানিত হয়েছি।

আরগিয়া

(বিদ্রোহীভাবে ফরাসকে লক্ষ্য করে) কে আপনাদেরকে অপমান এবং ঈর্ষা শিখিয়েছে? কে আপনাদের সম্মিলিত ঘৃণাকে বাধাহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে?

এমোস

(আকস্মিক তীব্রতার সাথে) আপনিই ছিলেন সব ভোগসুখের চূড়োয়; সর্বময় কর্তৃত্বের শিখরে; আপনি ছিলেন সকল অপমান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতীক,

সেখান থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে। আপনার সমস্ত কর্তৃত্বের মূলে ছিল বৈষম্য। আপনি হলেন সকল অবিচারের প্রতিভূ, আপনার মধ্যেই এরা পাচ্ছে ধৃষ্টতাপূর্ণ চেহারা, ঘৃণাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর, ঘৃণাসিক্ত জবাব, তার জম-কালো পোশাক এবং তার ধূলোকাদাহীন হাত। আপনার রানী নাম থেকেই লোকে দেখতে পাচ্ছে তারা অসমান, একদিকে প্রচুর ধনরত্ন অপরদিকে দারিদ্র্যের নিদারুণ বোঝা। আপনি সেই হুক যেখান থেকে অত্যাচারের লোমহর্ষক ঘটনাগুলো ঝুলছে। আপনি এই দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে এ দুনিয়া অনেক কম অসুখী জায়গারূপে পরিগণ্য হবে।

আরগিয়া

(অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থাকে) ক্ষমা করুন। আমি একটু হয়তো বেশী অভিনয় করে ফেলেছি। এখন আমি আসল কথাটা বলবো। আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমি রানী নই এবং এখনই তা প্রমাণ করতে পারি। এখানে একজন আছেন যিনি আমার সাক্ষী হতে পারেন।

বিয়াস্তে

কে সে?

আরগিয়া

এ সে ওখানে ঐ লোকটা। আপনাদের দোভাষী। থামো, র‍্যাইম দৌড়ে পালিও না। সে আমাকে খুব ভাল করে চিনে। সে জানে, আমি কোন রানী নই। আমি সেই ধরনের মেয়েলোক যে বিশ্রামাগারের লোকজনের দিকে চেয়ে হাসে।

র‍্যাইম

(ধীরে এগিয়ে আসে, নীরবে): একটা কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। মেয়ে-লোকটি নিশ্চয় পাগল। এর আগে আমার জীবনে আমি একে কোনদিন দেখি নি।

আরগিয়া

আমার দিকে তাকিয়ে দেখো র‍্যাইম।

র‍্যাইম

আমি তোমার দিকে তাকাচ্ছি। (এমোসকে) আমি একে কোনদিন এর আগে দেখি নি।

আরগিয়া

(অন্যদের দিকে ফিরে) ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়ে গেছে, এতে আমার বন্ধু ভয় পেয়েছে। আমি রানী হই কি না হই, সে আমার বন্ধু হয় কি না হয়,

সে ভয় পাচ্ছে যে এখানে কিছু লোককে গুলী করে হত্যা আপনারা করবেনই। সে বেচে থাকতে চায়, সেটাই হলো কথা।

র‍্যাইম

আমি জানতাম, আপনি এমনই কিছু বলবেন। কিন্তু আসার জোর কথা যে আমি আপনাকে চিনি না।

আরগিয়া

ভদ্র মহোদয়গণ, এই যে ইনি নাকি আমাকে চিনেন না বলে বলছেন, এই ভদ্রলোক আর আমি একটা পুরা শীতকাল একজন আরেকজনকে গরম করে রেখেছিলাম।

র‍্যাইম

রাবিশ।

আরগিয়া

শুধুমাত্র একে খোঁজ করতেই আমি এখানে এসেছিলাম। এখানে অনেকেই আমাদের দুজনকে কথা বলতে দেখেছে।

র‍্যাইম

(অন্যদেরকে) অবশ্যই তারা দেখেছে। আমার তাকে সন্দেহ হওয়ায় আমি তাকে জেরা করে যাচাই করতে চেয়েছি। সে যে কে তা আমি জানি না। দুঃখিত, মাদাম, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। (সে অন্যদের মাঝে চলে যায়। আরগিয়া এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে)

আরগিয়া

(অন্যমনে) হয়তো তাও সত্য। হয়তো ঐ লোকটা ও আমি—কোন দিনই কেউ কাউকে চিনতাম না। কিন্তু, তা হলেও ভদ্র মহোদয়গণ, এতে আপনাদের চরম বোকামি করার মতো কোন অধিকার জন্মায় নি। যদি একটা লাশ দেখিয়ে আপনাদেরকে বলতে হয় যে রানী এখন মৃত, তাহলে অন্ততঃ সেই লাশটা রানীর চেহারার কাছাকাছি হওয়া দরকার। আরে বোকারা, আমি কি রানী? আমার কণ্ঠস্বর কি রানীর কণ্ঠের মতো। আমার জীবন কি রানীর জীবনের মতো ছিল? (হঠাৎ ডেকে) র‍্যাইম। র‍্যাইম, ওকে একটু ডাকুন।

এমোস

আমি বাজী ধরে বলতে পারি আপনার বন্ধু এখন অনেক দূরে। সে এখন শশকের মতো পাহাড়ের পথে দৌড়াচ্ছে।

আরগিয়া

(হতভম্ব হয়ে) ভদ্র মহোদয়গণ, আরো একজন আছেন যিনি আমার সাক্ষী হতে পারেন। এখানে এই রুমে আমরা দুজন মহিলা যাত্রী ছিলাম...আরেকজন অন্য রমণী।

এমোস

(অমায়িকভাবে) হ্যাঁ, (সে একজন সৈন্যকে ইঙ্গিত করে। সৈন্যটি সাথে সাথে বেরিয়ে যায়)

আরগিয়া

একজন কৃষকরমণী।

এমোস

(অমায়িকভাবে) হ্যাঁ। তিনি এখন কোথায়?

আরগিয়া

সে পালিয়েছে। কিন্তু সে বেশী দূরে যেতে পারে না। সেই মেয়েলোকটি আপনাদেরকে বলতে পারবে যে আপনারা যা ভাবছেন আমি তা নই। আপনারা যাকে চাইছেন তাকে পাবেন। তাকে খুঁজতে পাঠান।

এমোস

পাহাড়ের উপরে?

আরগিয়া

হ্যাঁ।

এমোস

আপনার সাক্ষীদের সম্পর্কে এই বলতে পারেন যে একজন পালিয়েছে, আরেকজন পালাচ্ছে। (বিরতি) মাদাম, আপনার জন্যে একটা চমক আছে। (বিরতি) আপনার কৃষকরমণী এখানেই আছে। সে খুব একটা দূরে যেতে পারে নি। এই যে সে।

[সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে রানী প্রবেশ করে, সৈন্যরা তাকে নিয়ে আসে। রানীকে বিমর্ষ ও শঙ্কিত দেখায়। রানী ফিরে তাকায়। এমোস আরগিয়াকে দেখায়। রানী আরগিয়ার কাছে আছে, একটু তোতলিয়ে তাকে বলে]

রানী

আমাকে ক্ষমা কর, লক্ষীটি, কোন কাজ হলো না। আমি জানতাম এরা আমাকে ধরে ফেলবে। যে সময়ের কথা মনে করে এত ভয় পেয়েছিলাম সেই সময় এসে গেছে কিন্তু, আমার মনে হয় না তারা আমাকে আঘাত করার মতো

সময়ে ধরেছে। আমি ওদেরকে বোকা বানিয়েছি...জানতো কেমন করে... আমি চাই একবারে সব শেষ হোক। বিদায়, প্রিয় বান্ধবী। আমি আগে এত ভয় পেয়েছিলাম এখন আর এত ভয় লাগছে না। (সে দুলতে দুলতে নীচে মাটিতে পড়ে যায়)

বিয়াস্তে

কি হলো।

আরগিয়া

(রানীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তার হাত তুলে নেয়। একটু পরে চারদিকে তাকায় ও যেন চিন্তায় বিমূঢ়) : তার সাথে বিষ ছিল। (বিরতি) আপনারা তাকে হত্যা করেছেন।

এমোস

(তাকে থামিয়ে দিয়ে) আপনার সহযোগী বলতে আর কেউ নেই। এখন কিছু বলুন। কেন বলছেন না?

বিয়াস্তে

(চীৎকার করে) আপনার এখন কেউ নেই।

এমোস

মহামান্যা, আপনি শেষ হয়ে গেছেন। উত্তর দিন। আপনিই রানী।

আরগিয়া

(ধীরে উঠে দাঁড়ায়) প্রতিটি চোখতো জমিনের দিকে তাকাবে না। আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর কাউকে প্রয়োজন হবেই। হ্যাঁ, আমিই রানী। (নিস্তব্ধতা)

বিয়াস্তে

এমোস, তিনি স্বীকার করেছেন, এক্ষুণি, তার দণ্ডদানের জন্যে বক্তব্য পেশ করুন।

এমোস

(উঠে দাঁড়িয়ে একটু ভেবে নেয়) : সংঘর্ষ যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে পথ একটাই আছে। সে হলো সংঘর্ষের কারণ খতম করা। গোলমাল যদি শেষ করতে হয়, তাহলে গোলমালকারীকে খতম করতে হয়। এই খতম চূড়ান্ত করতে হলে একটাই পন্থা।

[সাক্ষীরা সিদ্ধান্ত নেবার মুখোমুখি হয়ে বিপর্যস্ত বোধ করে, তারা একে একে উঠে দাঁড়ায়, যেন নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলতে চায়]

এছাড়া আর কোন পন্থায় বিপ্লবকে দ্রুত ও বিশুদ্ধ করে তোলা যাবে না। এছাড়া আর কোন যুক্তিতে কাউকে ভোলানো যাবে না। এই পদ্ধতি ছাড়া

আর কোন পদ্ধতিতে বিপজ্জনক মুখ সার্বিভাবে বন্ধ করা যাবে না; এছাড়া শত্রুর হাত চরমভাবে অচল করার আর কোন পদ্ধতি নেই।

[সাক্ষীরা সতর্কভাবে দরজার দিকে যায়। কিন্তু এসময় এমোসের দৃষ্টিতে তারা ধরা পড়ে]

(বলতে থাকে) অন্য সবার মধ্যে এই পদ্ধতিতে দুর্বল স্তম্ভগুলোকে সনাক্ত করা যায়। বাস্তবেই দেখতে পাবেন যে আমাদের কিছু কিছু জুরিরা তাঁদের কঠিন দায়িত্ব বুঝতে পেরে সতর্কভাবে একে একে সটকে পড়তে চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা অবশ্য এটা বুঝতে পারেন নি যে এতে তাঁরা এই পদ্ধতির চমৎকার মাহাত্ম্য প্রমাণ করার জন্যে একদিন বাধ্য হবেন। একথা অবশ্য সত্য যে কত লোক মরে তা দিয়েই একটা বিপ্লবের গুরুত্ব বুঝা যায়।

বিয়াস্তে

এখন আপনার কর্তব্য দণ্ড ঘোষণা করা।

(হয়রান হয়ে, অবসন্নভাবে মউপার সাহায্যে উঠে দাঁড়ায়।) বিপ্লব সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রানীকে অবশ্যই মরতে হবে। আমি হুকুম দিচ্ছি ..... হুকুম দিচ্ছি (সে আর পারে না। সে শেষ হয়ে গেছে। মউপা তাকে উঠিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দেয়)

এমোস

হুকুম দেবার মতো অবস্থায় আপনি আর নেই। আপনার পদ শূন্য হলো। (অন্যদের দিকে সে ফিরে) বিপ্লব সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রানীকে মরতে হবে। রাত্রির মধ্যে দণ্ড কর্যকরী হবে।

পরদা

চতুর্থ অঙ্ক

আগের অঙ্ক সমাপ্ত হবার পরে সামান্যই সময় অতিবাহিত হয়েছে। আরগিয়া ঝিমুচ্ছে। পেছনে একটা কাঠের চেয়ারে একজন সৈনিক ঘুমিয়ে আছে। এমোসের প্রবেশ। সে সৈনিকটিকে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তারপর আরগিয়াকে জাগিয়ে তোলে।

এমোস

আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দণ্ড কার্যকরী করা হবে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার সংবাদ নিয়ে যে দূত আমার সরকারের কাছে যাবে, তাকে রাতেই যাত্রা করতে হবে। আসলে, সকাল হবার আগেই অনাকাঙ্ক্ষিত সামরিক কারণে আমাদের সকলকেই এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আরগিয়া

(আনমনাভাবে) হ্যাঁ।

এমোস

আপনাকে এ-ও বলতে হচ্ছে যে আপনাকে উদ্ধার করার কোন প্রচেষ্টার সম্ভাবনা নেই। যদি কোয়ালিশনওয়ালারা কোনরকম পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করে তা ব্যর্থ হবে, প্রথম সঙ্কেত পেলেই যাতে দণ্ড কার্যকরী করা হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আরগিয়া

এই এক কারণেই কি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন?

এমোস

না। বরং এর চাইতেও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। বাস্তবে, আমি এখন যা আপনাকে বলতে যাচ্ছি আজ রাতে এতক্ষণ পর্যন্ত যা ঘটলো তা তার মুখবন্ধ মাত্র।

আরগিয়া

হুঁ।

এমোস

আমাদের মনে যদি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকতো, তাহলে কি মনে করেন বিপ্লব আপনার আজ সন্ধ্যার সমস্ত চটুলতার জন্যে এতটা সময় দিতো? আইনের মুখ রাখার জন্যে এতটা কষ্ট করতো?

আরগিয়া

তাহলে সেটা কি?

এমোস

বিপ্লব চায় যেন সে নিজেকে নিখুঁত প্রমাণ করতে পারে। আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে আপনি ইচ্ছে করলেই ক্ষমা চাইতে পারেন।

আরগিয়া

কার কাছে?

এমোস

আমাদের কাছে। আপনি চাইবেন কি?

আরগিয়া

(বিরতির পরে) আমি চাইবো।

এমোস

ভাল। রাতের শীতলতা মনে হয় আপনার কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছে। (সে বলে) স্বভাবতই এই ক্ষমার কয়েকটি শর্ত আছে।

আরগিয়া

সেগুলো কি?

এমোস

নিয়মমাফিক শর্ত। অকেজোও হতে পারে। সে সব বলার আগে, আপনার ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর না হলে আপনার কি হতে পারে তা অনুধাবন করার জন্যে আমি আপনাকে বলবো। মানুষের মন অনেক সময় হেঁয়ালীর মধ্যে আশ্রয় খুঁজে থাকে। এই দালানের বাইরে একটা পাথরের প্লাটফর্ম আছে। বাইরে গেলে আপনি দেখতে পাবেন। সেখানে ছয়জন সশস্ত্র সৈনিক রয়েছে। আপনাকে যেয়ে তাদের সামনে দাঁড়াতে হবে। আপনার পতন হবে। অল্পকিছু পরে প্রতিদিনকার মতো প্রভাতসূর্য বিশ্বের সবকিছুকে আগের মতো আলোকিত করে তুলবে কেবল আপনিই সেখানে থাকবেন না। এই হলো কথা।

আরগিয়া

শর্তগুলো?

এমোস

গত কয়েক বছরের ঘটনাপঞ্জী নিয়ে কয়েকদফা ঘোষণা-পত্রে দস্তখত করতে হবে। সাক্ষীরা সব প্রস্তুত। (সে দরজার দিকে ফিরে) ভিতরে এসো।

[ফরাস ও মউপা ভিতরে প্রবেশ করে পিছন দিকে থেকে যায়]

আরগিয়া

কি ধরনের ঘোষণা এগুলো ?

এমোস

ঘোষণা থাকবে যে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন ইত্যাদি, ইত্যাদি ; আপনি দেশের বিরুদ্ধে বিদেশী সাহায্য কামনা করে এনেছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি ; তাছাড়া স্বীকার করবেন যে আপনি বেআইনী কাজ, অসম্মানজনক আচরণ ইত্যাদি দোষে দোষী।

আরগিয়া

(প্রায় উদাসীনভাবে) এসব কথা আমার কাছে মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে।

এমোস

এছাড়া আমাদেরকে আপনাকে কিছু তথ্যও দিতে হবে। সেটা অবশ্য পরে করলেও চলবে!

আরগিয়া

কাগজপত্র তৈরী ?

এমোস

এইতো এখানে।

[সে ইঙ্গিত করলে ফরাস তার হাতে একটা কাগজ নিয়ে আরগিয়ার দিকে যায়। সে ফিরে এবং তাকে দেখে। সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ; এখন হাত গুটিয়ে নেয়। ফরাস তার হাতে কাগজটি দেয়।]

এমোস

আমি আপনাকে আরেকটা খবর দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার দোসর, সেই তথাকথিত দোভাষীর পলায়ন কৃতকার্য হয় নি। তার দিকে গুলী ছুঁড়তে হয়েছিল। দুঃখের কথা সে গুরুত্বররূপে আহত হয়েছে। বেঁচে থাকতে ও আমাদের দয়ার আশায় শেষ মুহূর্তে সে আপনার বিরুদ্ধে আরো চূড়ান্তভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছে। এই দলিলে লিখিত অভিযোগগুলোকে সে পূর্ণভাবে প্রত্যয়ন করে গেছে।

আরগিয়া

(চিন্তিতভাবে) হতভাগ্য র‍্যাইম। তার চোখ দুটির রং ছিল বড় সুন্দর, সেই চোখের দিকে তাকাতে বড় ভাল লাগতো। দুনিয়াটাকে এই চোখ খুলে দেখার জন্যে সে কতই-না ব্যতিব্যস্ত ছিল। বুঝাই যায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিদায়, র‍্যাইম, বিদায়। এই ঝড়ে সব শুষ্কপত্র উড়ে যাচ্ছে।

এমোস

হ্যাঁ, মাদাম। এটাই বছরের সময়। কাল যে সব লোক কারুকার্যমণ্ডিত হলঘরে বসেছিল আজ তাদের কেউ বাদ না যেয়ে প্রত্যেকেই দোজখে হয়তো সমবেত হয়েছে। আপনার অপর দোসর কৃষকরমণী অন্ততঃপক্ষে আপনার কাছে বিদায় নিতে পেরেছে।

আরগিয়া

(চিন্তিতভাবে) সে বড় বেশী ভয় পেয়েছিল; অত্যন্ত অবাস্তব ছিল সে। সে রাতের পর রাত শান্তিতে ঘুমোতে চয়েছিল। বিদায়।

এমোস

আমি বলতে চাই যে আপনি এখন একা। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এখনো জীবিত আছেন। চেষ্টা করে তাই থাকুন। এরকম একটা সময়ে এত অল্প খরচায় (কাগজটা দেখিয়ে) এটা একটা ভালো ব্যবস্থা।

আরগিয়া

আপনাকে সত্যি কথা বলতে কি—আমি নিজে বুঝতে পারছি না এই অবস্থায় ভালমন্দ যে-কোন রকম একটা দরকষাকষি আমি করতে চাই কি না। (অনিশ্চিতভাবে এক-পা সামনে এগোয়। ফরাস তার দিকে একনজরে তাকিয়ে আছে, তা সে দেখতে পায়। আবার সে থেমে পড়ে) কিন্তু কমিশনার এমোস, আপনি যদি আমাকে এত সহজে ধোঁকা দিতে পারেন বলে ভেবে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় আপনি আমাকে বোকা ঠাউরে রেখেছেন। না, তা হয় না। আমি ও আপনি দুজনেই জানি এর থেকে প্রাণ নিয়ে কেউ বেরিয়ে আসতে পারবে না। (এমোসকে কাগজ ফেরত দেয়) বেঁচে থেকে এসব ব্যাপার এককালে বর্ণনা করে বলা, আপনাদের সাক্ষীদের পক্ষেও কঠিন। চিন্তা করুন এখানে মূল চরিত্র কে। না। রানীকে ছেড়ে দেওয়া আপনাদের পক্ষে কোন বুদ্ধির কাজ হবে না। রানী যখন সকলকে বললেন যে আপনারা জোর করে তাঁর দস্তখত নিয়েছেন তখন সাধারণ লোক রানীর পোশাকের প্রান্তে চুমু খাবে, এটা আপনারা সহ্য করতে পারবেন না।

এমোস

এটা যুক্তিগ্রাহ্য আপত্তি। একথা আমরাও ভেবে রেখেছি। আজকের বিকেলে আপনি যে সাহস দেখিয়েছেন, এর থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। (কণ্ঠে সামান্য তিক্ততার আভাস) আপনার সেই সাহস কতো সস্তা, মিথ্যা আর লোক দেখানো তা যদি আমরা বুঝতে না পারতাম তাহলে এটা আমাদের গালে

চপেটাঘাতের মতো একটা অপমান বলে মনে হতো। সাধারণত: সাহস ঐ ধরনেরই হয়। মাদাম, আপনি তখন ভেবেছিলেন, আপনিতো সবই হারিয়েছেন; সুতরাং তেজস্বীতা দেখাতে দোষ কি? ঠিক আছে। আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে আপনার ব্যাপারে আসলে কিছুই হারায় নি। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে বিপ্লবের স্বার্থ আছে। (বিরতি) জীবিত এবং আপনাকে প্রচারিত হতে দেওয়াতে। জীবিত (অতি সাধারণভাবে)—এবং অপমানজনকভাবে। দোষ স্বীকার করুন। প্রথমে আপনাকে ঘৃণা করা হবে, তারপর আপনাকে করা হবে অবজ্ঞা! আর তারপর—রানী আর নয়, সামান্য একজন মেয়েমানুষ, যে তার গদীওয়ালা নরম কার্পেটে হাঁটে না, সারা রাতভর খোলা বারের শক্ত মেঝেতে শুয়ে থেকে দারিদ্র্যের তোষামুদি হাসি যে শিখবে... ... ...

আরগিয়া

(অতীত স্মৃতি রোমন্থনে হারিয়ে গিয়ে)...বারম্যানের সস্তা রসিকতা শুনতে শুনতে যার মুখে উদ্বিগ্ন হাসি হেসে ভেসে উঠে; বদমেজাজী ড্রাইভারকে খুশী ও তোষামোদ করবে যে...(ফরাসের চোখ তার উপরে) কিন্তু এ জগতে কে একথা বিশ্বাস করবে যে এমন ঘরে জন্ম নিয়ে এমন তেজস্বীনি এক মহিলা যিনি অতি সম্মানী ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারিণী তিনি কি করে এমন কাগজে দস্তখত করে নিজেকে দুরপনেয় লজ্জায় অবনত করলেন? তারা কোনদিন অমন কথা বিশ্বাস করবে না।

এমোস

তাদেরকে বিশ্বাস করতেই হবে। আমরা তাদেরকে প্রমাণ দেখাবো। আমি আপনাকে ইতিমধ্যে বলেছি আপনি আমাদেরকে এমনকিছু তথ্য দিবেন যা কেবল আপনিই জানেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কাজ করবো। সারা দুনিয়া বুঝতে বাধ্য হবে যে, এই তথ্য শুধুমাত্র আপনিই দিতে পারেন।

আরগিয়া

(বিষাদজনক উদাসীনতায়) আর তখন রানী অপমানিতা হয়ে বেঁচে থাকবেন। আপনারা তাকে ছাড়লেন, অন্যেরা, তার বন্ধুরা তার গলা কাটবেন।

এমোস

অন্তত:পক্ষে এতে হাতে সময় পাওয়া যাবে। যদি...সেটাই আসল কথা... আপনার বন্ধুরা অন্যেরা...(থেমে গিয়ে মউপাকে বলে) তুমি বাইরে যাও।

[মউপা বেরিয়ে যায়]

(ফরাসকে) তুমি ওখানে অপেক্ষা করতে থাক। (আরগিয়ার দিকে ফিরে) আমি আপনার অন্যসব বন্ধুদের কথা বলছিলাম। যাতে আমরা তাদের কাছ

থেকে আপনাকে রক্ষা করতে ও বাঁচাতে পারি। (গলার স্বর নীচু করে) তাদের নামগুলো আমাদেরকে বলুন। (হঠাৎ চীৎকার করে ও আরগিয়ার দিকে অঙ্গুলি উঁচিয়ে) হ্যাঁ। আপনি তাদেরকে চেনেন। আমি দেখেছি। আমি আপনার চোখে তা পড়েছি। তারা জ্বলে উঠেছিল। নিজেকে বাঁচানোর পথ আপনি খুঁজে পেয়েছেন। আপনি জানেন, এটা আপনার হেফাজতেই আছে। আপনার মাথার ভিতরে। (আবেদনের সুরে) হ্যাঁ, তাহলে প্রথম কথা—আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা বিপ্লবের স্বার্থ, কারণ তাতে আস্তে আস্তে আপনার প্রতি লোকের সম্মানবোধ মরে যাবে। দ্বিতীয় কথা, আপনার সহযোগীদের নাম জানা বিপ্লবের অনস্বীকার্য প্রয়োজন। এই দুটো জিনিস খাপে খাপে মিলে যায় এবং আপনাকে রক্ষা করবে। আপনার নাম প্রকাশের সাথে সাথে একটি বৃহৎ শুদ্ধিকরণ-অভিযান শুরু হবে। শীতল রক্তের ভাইপাররা সব আমাদের বিছানার ভেতরে এখানে ওখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। নামকরা সব মহৎ ব্যক্তি আর নাম-না-জানা অপদার্থ সব। একটু আগে এখানেও আপনার সুন্দর বক্তৃতা কিছু লোকের কানের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়েছিল, একথা অত্যন্ত পরিষ্কার। তাদের সবাইকে চিরতরে নিষ্কর্মক করে দেয়া হবে। (তার কণ্ঠস্বর ফিসফিসানিতে নেমে আসে) তারা কারা? তারা কোথায়? তাদের নামগুলো কি? তাড়াতাড়ি, তাদের নামগুলো আমাকে বলুন।

আরগিয়া

(মাথা অবনত করে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়) ঐসব লোকের নাম জানতে চাওয়ার সময় আপনার গলার স্বর বড় নরম ছিল, তাই না? আপনি নিজেই যদি তাদের নাম জানতে চাইলে অসুস্থ অনুভব করেন, তাহলে তাদের নাম বলে দিতে গেলে আমার কি রকম বোধ হতে পারে, বলুন? (ম্লান হেসে) এতে স্পষ্টতঃই গর্বিত হবার মতো কিছু নেই। আর দুঃখের বিষয়, আমি কোন নামই জানি না।

এমোস

আপনি শুধু তাদের নামই জানেন না, বরং নামগুলো আমাকে বলে দেবার জন্যে বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাহোক, নামগুলোর জন্যে আপনি আমাকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখবেন, তা আমি জানি। সেটাই আমি আশা করেছিলাম। এতে আমার তেমন কোন আপত্তি-অসুবিধা নেই। সম্মানের যে সংজ্ঞা আছে তার প্রতি আমাদের এটা পাদ্য অর্ঘ্য। আপনি চান যে আপনাকে আমি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত করি।

আরগিয়া

(ম্লান হাসির সাথে) যেসব লোককে আপনি আপনার হাতে তুলে দিতে বলেছেন, তারা কিন্তু এরকম একটা পুরস্কার কখনো আশা করে নি।

এমোস

ঐসব লোকরা শুধু একটা তাসের উপরই সব বাজী ধরে বসে আছে। তাদের পূর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্যে তারা আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে। আপনি তাদের কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চিনেন? তাদের কারো জন্যে আপনার স্নেহ আছে? না। কৃতজ্ঞতার বন্ধন? না। (বিদ্রূপের সাথে) এমন কি কোন রাজনৈতিক আদর্শ আছে যার জন্যে আপনি নিজেকে বিসর্জন দিতে চলেছেন?

আরগিয়া

(আনমনাভাবে) এসব আমি খুব একটা জানি না। একথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি।

এমোস

নাকি আপনার সুনামের আশঙ্কাই আপনাকে ধরে রেখেছে? আপনার সুনামের প্লাস্টার মূর্তি কি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে নাকি? মাদাম, ঐ সব লোকভয়ের কথা গ্রাহ্য করবেন না—স্বাভাবিকতাই মেনে নিন। স্বাভাবিকতা মৃত্যুকে ভয় করে আর কিছুকে নয়। আর তাতেই আপনি অকৃত্রিম থাকবেন ও সম্মানিত হবেন। মৃত্যুর কাছে দুনিয়া জোড়া নিখুঁত সুনামের কি আর দাম?

আরগিয়া

(চিন্তিতভাবে) হ্যাঁ।

এমোস

ভাল। (যদিও কামরা প্রায় শূন্য এবং এতে নিস্তব্ধতাও অটুট) ।) হ্যাঁ, তাহলে, ভদ্র মহোদয়গণ, সবাই স্তব্ধ থাকুন। রানী মনস্থির করছেন। (নিস্তব্ধতা)

আরগিয়া

তাহলে আমার সিদ্ধান্ত লোকের নিঃশ্বাস আটকে দিতে পারে। পাহাড়ের ওপাশে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেবার জন্যে দূতেরা তৈরী হচ্ছে।

এমোস

তার জন্যে আপনাকে আর একমিনিট অতিরিক্ত সময় দেয়া যায় না। (সে ডাকে) মউপা।

মউপা

(দরজায় এসে) সবকিছু প্রস্তুত:

এমোস

(হাতের ইশারায় তাকে বিদায় দিয়ে) : ভাল। তাদেরকে অপেক্ষা করতে বল।

আরগিয়া

আমি তাহলে লোককে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারি। আমার জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথমবার হলো। আমি 'হ্যাঁ' বলতে পারি, আবার 'না'-ও বলতে পারি।

এমোস

মাদাম, আপনার হাতে সময় অতি অল্প।

আরগিয়া

রানীকে তাড়া দিবেন না। রানী। রানী হাওয়াটা কেমন তাই আমি বুঝতে শুরু করেছি।

এমোস

এর অর্থ কিছু তোষামুদদেরকে মেনে চলে সমস্ত প্রজাকে শাসন করা।

আরগিয়া

মোটেই তা নয়। রানী হওয়া মানে সত্যিকারে একাকী হয়ে যাওয়া। এর মানে সকলের আগে এগিয়ে চলা, সকলের পিছনে ফেলে চলে যাওয়া। শত্রু-বন্ধু, সব পিছনে পড়ে থাকা। অতি মহান সরলতা। এই কামরাটাই যেন এক প্রাসাদ, আমার প্রতি আপনার বিরূপতাই এক ধরনের সম্মান। আপনি একজন বিদ্রোহী প্রজা, আমি 'হ্যাঁ'-ও বলতে পারি, 'না'-ও বলতে পারি।

এমোস

মূল্য প্রদান সাপেক্ষে, অবশ্যই।

আরগিয়া

এই একটা মূল্যই আমি দিতে পারি। (হঠাৎ শীতে কেঁপে উঠে) ধরুন, আমি সেই মূল্য দিতে চাই। আমি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার স্বাধীনতা রাখি। পৃথিবীর আর কেউ এর কিছু করতে পারে না। কেবলমাত্র আমিই এর সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এ বড় সুন্দর, এভাবে আপনার সাথে পাবা...... আমার নি:শ্বাস এত মুক্তভাবে বইছে, আমার হৃদয় এত শান্তিতে বেজে চলেছে।

[সৈনিকের রেখে যাওয়া আলখাল্লাটি এমোস তুলে নেয় ও তার দু কাঁধে পরিয়ে দেয়]

এমোস

আপনি শীতে কাঁপছেন?

আরগিয়া

এই ঠাণ্ডা সকালেরই বার্তা বয়ে আনছে। আমার একটাই ভয় যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। রাতটা ছিল বড় হয়রানির রাত। (থেমে) আমি আপনাদেরকেও অপছন্দ করতে পারছি না।

এমোস

অহঙ্কারের একটা টেকনিক, তাই না? অহঙ্কাবের টেকনিক! (হঠাৎ ক্রোধে) কিন্তু অহঙ্কার রক্তমাংস নয়, মাদাম। খোদার পছন্দ করা মহৎ প্রাণী উচচ সমতা নিয়ে আপনি মনে করেন এখনো আপনি আমাদেরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবেন? কিন্তু এটা আপনার রক্তমাংস নয়? এটা একটা খোলস। একটা শক্ত আধার মাত্র। অভ্যেস থেকে তার জন্ম। কৃষকেব হাতের কর্কশতার মতো আপনি কিন্তু তা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পান নি; আপনার জন্মের দিন থেকে আমাদের সকলে আপনাকে সেলাম জানিয়ে আব মাথা খুঁড়ে এসেছি বলেই আপনি এটা পেয়েছেন। ওদের নামগুলো বলুন। অনমনীয়তা, সম্মান, যে চোখ কখনো নত হয় না, অহঙ্কারের টেকনিক, যে সব জায়গা আমি জানি, তার কোনো একটাতে যদি আপনাকে বাস করতে হয়, স্পিরিট ল্যাম্পে ডিম ভেজে খেতে হয়, তেল চিচচিটে ওভারকোট গায়ে দিয়ে প্রতি বিকেলে বেড়াতে গিয়ে যদি হাসি হাসি মুখে গরুর ফারমেব লোককে খুশী করতে হয় তাহলে আপনার ওসবগুলোর কতটা অবশিষ্ট থাকে, আমি তা জানতে চাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার চোখে আমাদের চোখ যেভাবে তাকায় না ··· আমাদের চিন্তাও আমাদের ভিতরে একটু এলোমেলো, অগোছালো, সাধারণ ও চটচটে, সেগুলো জনতার সাথে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করে চামড়া ঘষটে ফেলেছে . . . . কিন্তু তাই বলে ভাববেন না যে তাবা আপনার ভাবনাব চাইতে বেশ কিছু ভিন্ন ধরনে ভাবে। পরদাটা একটু উঠান। আসুন, নামগুলো আমাকে বলুন।

যদি আপনার কব্জি আমাকে মোচড়াতে হয় তখন দেখবেন আমাদের আর সবার মতো আপনিও চীৎকাব করছেন। মহামান্যা, আপনি পচা মাংসের মধ্যে সাদা পোকা দেখেছেন? তারা হঠাৎ ফেটে বেবিয়ে পড়ে ও প্রবল তড়পানি করতে থাকে। তারা যত ক্ষুদ্রই হোক বেঁচে থাকতে চায়. খেতে চায়, প্রজনন করতে চায়, আমরা যা করি তারাও ঠিক তাই করে, আপনি, আমি প্রত্যেকে যা করি ঠিক একইভাবে। বিশেষ একজন হওয়ার অহঙ্কার, একটি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব—এসব সুন্দর একটা লিনেন ছাড়া আর কিছু নয়। এসব লোকের কাপড় খসিয়ে ফেলুন, তখন কি দেখছেন? তাই করা হবে।

সকলেই উদোম, একই রকমের কীট, বেঁচে থাকার জন্যে সকলের একই তড়পানি। সৌরমণ্ডলে সামান্য একটু আলোড়ন হলে সকলেই নীরবে নিপাত হয়ে যাবে। তখন একসাথে সমানের মতো না তড়পিয়ে একজনকে বেহেস্তে আরেকজনকে জাহান্নামে কি আমরা পাঠাতে পারি? আপনার টিনের ঘটির সিংহাসন থেকে বেরিয়ে আসুন। এসব কিছুতে অভ্যস্ত হোন। যুক্তিপ্রবণ হোন। আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কথা মেনে চলুন, ভয় করুন. সেটাই আপনার জন্যে তড়পানি। আমাকে ঐ নামগুলো দিয়ে দিন।

আরগিয়া

(তার দাঁতে দাঁত লাগছে) আপনার কথার অর্থ এই দাঁড়াগ গিয়ে আজ যদি আমার জায়গায় একজন কিছু কম ভাগ্যবতী মেয়ে এখানে থাকতো যে নিজের ডিম নিজে ভেজে খেতো আর সে যদি সাহস দেখাতো তাহলে সেই হতো সত্যিকারের গুণবতী মেয়ে, তাই না? কমিশার এমোস, এককালে একজন মেয়ে ছিল যাকে নিয়ে লোকে তামাশা করতো। তামাশাটার কথা আমাকে বলা হয়েছিল। এক রবিবার মেয়েটি সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছিলো। সেখানকার স্নান সহকারীরা জানতো সে কি ধরনের মেয়ে। তাই তারা তামাশা করার জন্যে তাকে এমন একটা স্নানের পোশাক বের করে পরতে দিল যা পরলে পানির ভেতরে তার সারা শরীর দেখা যায়। এনিয়ে সকলেই খুব মজা লুটতে লাগলো। হঠাৎ মেয়েটা খেয়াল করলো যে সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে আর এনিয়ে একটা হাঙ্গামা বেধে গেছে।

এমোস

আসুন, নামগুলো দিয়ে দিন।

আরগিয়া

শেষটায় মেয়েটা দেখতে পেলো যে সে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। একাকী উলঙ্গ। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। হঠাৎ সে কি করলো জানেন? সকলের সাথে হাসার চেষ্টা করলো।

[নিজেকে দমন করে, কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে]

বড় কথা তারা দেখছিলো কি? তারা দেখছিলো যে সে একটি রমণী। আমরা জানি রমণী কি। একটা লোক তার দিকে উৎফুল্লভাবে এগিয়ে যায়...তার ঘামে ভেজা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে .... এটা করো....এভাবে চলো ... ওটা করো (আরো জোরে).....এভাবে চলো ....

(হঠাৎ আন্তরিক বেদনা ও প্রতিবাদে চীৎকার দিয়ে উঠে)...হ্যাঁ, আপনারা জানেন আমি কি ভাবছি? আমি ভাবছি যে একটা সময় আসে যখন দাঁড়িয়ে শুধু বলতে হয়...(যেন আসলেই কারো দিকে ফিরে বলছে) কেন তোমারা আমাকে এভাবে অপমান করছো? আর, হায় খোদা, কেন আমিই বা নিজেকে এভাবে অপমানিত হতে দিলাম? যান আমার কাছ থেকে, যান। যান, চলে যান। আমাকে একলা থাকতে দিন। আপনারা একটা মহাভুল মারাত্মক ভুলের সুযোগ নিয়েছেন। আমাকে সম্মান করুন। সম্মান দেখান। সম্মান দেখান . . . আমি রানী। রানী এছাড়া আমার আরো কাজ যে আছে। (গলার স্বর পালটিয়ে) আমি এখন একটু বাইরে যেতে চাই। আজ না সুন্দর সকাল হয়েছে। যেন আমি রাস্তার প্রান্তে গিয়ে দাড়িয়েছি, সমুদ্রের শান্ত তরতাজা রং দেখছি, যে রং দেখলে হৃদয় লাফিয়ে উঠে। তারপর কেউ আমাকে থামিয়ে দেয়, তারপর আর কেউ, তারপর আরেকজন, তাদের স্বাভাবিক কঠোরতা নিয়ে আমাকে থামিয়ে দেয়। আজ সকালেতো তাদের কারো আওয়াজ টের পাচ্ছিনে। আমার আর কোন ভয় নেই। আমার চেহারায় সম্ভ্রম আছে। যা আমি চিরদিন হতে চেয়েছি, আমি তাই হয়েছি। এটাতো ছিল অতি সহজ ব্যাপার। এটা হতে চাওয়া যথেষ্ট হয়েছে। রাজ প্রাসাদের এতে কিছু করার নেই। এটা আমারই দোষ।

এমোস

(দীর্ঘ বিরতির পর) তাহলে কি আমি মনে করবো যে আপনি এখনো নামগুলো দিতে অস্বীকার করছেন? (অনেকটা বিষাদের সাথে) ঠিক আছে; সেক্ষেত্রে আপনার বিপত্তি আর শেষ হলো না। মাদাম, আপনি আমাকে শেষটায় এই করাতে বাধ্য করলেন .. .. মনে রাখবেন।

[সে দরজায় যায়, বাইরে কারো দিকে একটি ইঙ্গিত করে: কৃষক বালকের পোশাক পরিহিত তিন বছরের একটি বালকের হাত ধরে মউপা ধীরে ধীরে প্রবেশ করে।]

এমোস

মউপা, তুমি এখন যেতে পার। ফরাস তুমিও। (মউপা ও ফরাস বাইরে চলে যায়। বাচচাটি ঘরের মধ্যখানে একাকী দাঁড়িয়ে)

আরগিয়া

(কম্পিত কণ্ঠে) এটি কে?

এমোস

(একই বিষাদগ্রস্ততার সাথে বালকের পাশে গিয়ে) এই ব্যক্তিই আপনাকে বুঝতে পারবে।

আরগিয়া

(মরিয়া হয়ে) এ কে আমি জানি না।

এমোস

আসলে যে আপনি তাকে চিনেন না তা আমি জানি। ওকে খুঁজে বের করতে আমাদেরকে অনেক ধকল পোয়াতে হয়েছে।

আরগিয়া

(কেঁদে উঠে) আমি দিব্যি করে বলছি, আমি দিব্যি করছি...এ আমার ছেলে নয়। আমি ওর মা নই।

এমোস

ছেলেটি বড় সুন্দর। সে বেঁচে থেকে অচেনা একজন কৃষক হিসেবে বেড়ে উঠতে পারবে। সেটা সম্ভব যদি আপনি কয়েকটা রাষ্ট্রদ্রোহী লোককে রক্ষা করার জন্যে আমাদেরকে ওকে নিশ্চিহ্ন করতে বাধ্য না করেন। ভবিষ্যতে ওর মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মূল পাওয়া যেতে পারে সেটা হবে ওকে নিশ্চিহ্ন করার কারণ। এই যে রক্ত-তর্পণ চলছে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা অতিরিক্ত রক্ত ঝরলে এমন কিছু আর গাবদ হয়ে যাবে না। আর হ্যাঁ...আপনিও তো তাই চাইছিলেন : যদি আপনার পছন্দ করার কিছু থাকে, তাহলে তা এখনি করুন।

আরগিয়া

(প্রবৃত্তিগতভাবে নিজের মুখ আঁকড়ে ধরে) সে তো আমার নয়। আমি আপনাকে বলছি সে আমার কেউ নয়।

এমোস

এটা পছন্দ করা আপনার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। এই ক্ষুদ্র বালকের ওজন আপনাকে বল্গাহারা কল্পনা থেকে ধরার ধুলোয় নিয়ে আসবে। বনের নেকড়েও তাদের শাবককে ভালবাসে। হ্যাঁ, সেটাই প্রকৃত ব্যাপার। আর সব হলো ধোঁয়া। আপনার পছন্দ সেরে নিন। স্বভাব যা বলে সেভাবে করুন। কেউ আপনাকে তাতে নিন্দে করবে না।

আরগিয়া

(বিস্মিতভাবে) যদি আমি তা না করি, তাহলে আপনারা তেমন উৎকট একটা অপরাধ করতে পারবেন?

এমোস

(মহৎ দুঃখ দেখিয়ে) মাদাম, যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই আমি করবো। সাধারণ গালাগাল সাধারণ ঘটনার জন্যেই রক্ষিত আছে। আপনি নাম প্রকাশ

করে দিলে যে রক্তবন্যা বইবে তার পরিমাণ হয়তো অনেক, কিন্তু তা অনেক দূরে আছে। এটা অতি সামান্য। কিন্তু এ উষ্ণ রক্ত আর তো আপনার নিজের।

আরগিয়া

হে খোদা, একজন মানুষের মনে এত নিদারুণ ঘৃণা কি করে থাকতে পারে?

এমোস

(বেদনার্ত গভীরতার সাথে) এটা ঘৃণা নয়। বিতর্কের সময় শেষ। একদিন আমাকেও পছন্দ সেরে নিতে হয়েছিল। যাহোক, যে একটি পাথরকে চ্যুত করে পড়তে দিয়েছে, সেও পাথরের সাথে গড়াবে।

আরগিয়া

ওঃ আল্লাহ্...এত পবিত্র আইন আপনি কি করে লঙ্ঘন করবেন?

আমি বলছি সে আমার কেউ নয়, এসব দেখার জন্যেই কি আমাকে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছেন? আমি হলফ করে বলছি, সে আমার নয়। ওকে সরিয়ে নিয়ে যান। সরিয়ে নিয়ে যান ওকে। হা খোদা, হা আল্লাহ্—আপনারা কি করে ভাবতে পারলেন যে ওসব করার ক্ষমতা আপনাদের ... (চীৎকার করে কেঁদে উঠে) কিসের নামে, কিসের অধিকারে একাজ করতে আপনি সাহস করছেন?

এমোস

(তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে) কার নামে? কি অধিকারে?

(হঠাৎ নিজেকে দমন করে) শুনুন, আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে আরো কিছু বলতে চাই। অক্টোবর রিপাবলিক উৎখাত করার সময় আমিও রাজপ্রাসাদে ছিলাম। একটা চুক্তি হয়েছে, আমাদেব বিজয় পূর্ণ। শান্তি পূর্ণ। কোনো রকম রক্তপাত হয় নি। একই কথা যে আমরা রাজপাসাদের কামরাগুলো দখল করেছিলাম। সাজানো রাজচিহ্নগুলো আমরা খসিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। আমবা সেগুলো পেরেক থেকে খসাতেও শুরু করেছিলাম। একটা লোক একটা ট্রফির উপরে সজোরে আঘাত করেছিলো। আমি খেয়াল করলাম যে ধীরে ধীরে তার চেহারায় একটা কিছুর প্রভাব পড়ছিল। নিচে রাস্তায় জনতা হল্লা করছিলো। দেয়াল থেকে ট্রফি-টা পেড়ে ফেলার সাথে সাথে লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো। তার শরীর তখন ঘামে জবজব। একটা আয়নার দিকে সে তার কুড়ালটা ছুঁড়ে মারলো। তার দেখাদেখি অন্যেরাও। তারপর তারা যা-কিছু হাতের কাছে পেলো সবই একে একে চুরমার করতে লাগলো। তাদের চেহারা তখন ভয়ঙ্কর, তারা ছিল উন্মত্ত, কিন্তু তবু তাদেরকে সুন্দর ও পবিত্র

দেখাচ্ছিল। প্রথমে ধোঁয়া উঠতে শুরু করলো, তারপর আগুন দেখা দিলো। (নিজেকে হঠাৎ দমন করে) সকলের উদ্দেশ্য যদি মৃত মোটা লোকের মুঠোর ভেতর থেকে কয়েকটা পেন্স নিয়ে একটা জীবিত শুকনো লোকের মুঠোয় পুরে দেওয়া হতো তাহলে ব্যাপারটা খুবই ঘৃণার বিষয় হতো। এলো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শেষটায় কি আমরা কয়েকটা রেট কমিয়ে কিছু মুনি-ঋষিকে রেশমী কাপড় পরানোর আনন্দ করতেই চেয়েছিলাম? এই যে জনতার রুদ্ররোষ যা কালো তৈল-প্রস্রবণের মতো ভেতর থেকে ফেটে পড়ছে তা আসল একটা ভিন্ন ধরনের শোকের পরিশোধিত রূপ, ভিন্ন ধরনের বেঈমানির স্মৃতিচিহ্ন, এটা সাধারণভাবে আপনার সিল্ক আর সাটিন আর কৃষকে পুঞ্জিত ধনরত্নকেই শুধু 'না' করে না। এটা যা-কিছু অস্তিত্ববান আছে তাকেই 'না' করে। এটা সব কিছুকেই উষ্মা দেখায়, হতাশা দেখায়। আমাদের দিকে যা প্রবল গর্জনে এগিয়ে আসছে তা হলো প্রবল জলপ্রপাতের গর্জন। আমাদের নৌকা খরস্রোতবাহী ভয়ঙ্কর প্রপাতের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এই উন্মত্তক্রোধ সারা দুনিয়াকে 'না' বলছে: এ বলছে: (হতাশাগ্রস্ত ক্লান্তির সাথে) সারা দুনিয়া ভুল করছে। এর সবই অসম্ভাব্য, এ এক ব্যাপক অপরিবর্তনীয় হতাশার স্তূপ, এক বিকট অবিচারের অপরিবর্তনীয় গোলক ধাঁধাঁ, এক অবুঝ সময়ের অনুবৃত্তি যা আমাকে ও আপনাকে তা-ই বলতে ও করতে বাধ্য করছে যা আপনি ও আমি এখন বলছি ও করছি। এ 'না' বলছে; সার্বিক বনধ্যাত্ব, সব কিছুর বিলোপ, ন্যায় না অন্যায়, আনুগত্য ও বিশ্বাসঘাতকতা, যোগ্যতা অপরাধ, গৌরব (আরগিয়াকে দেখিয়ে)...জীবনে-মরণে যা-কিছু নিয়ে আমরা বড়াই করি, সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ভণ্ডামিকে এ 'না' করছে। নামগুলো বলুন।

আরগিয়া

(শিশুটির দিকে তাকিয়ে) নামগুলো? কিন্তু যা-কিছুই হোক না কেন, আপনারা একে, বধ করবেনই। আমি জানি, আপনারা তাকে হত্যা করবেনই। (সামান্য ক্লান্তি দিয়ে) আহা, কৃষকের বাচ্চার পোশাক পরা ছোট্ট শিশুটি। কেউ তাকে চায় না। তার মা তার কাছ থেকে পালায়। 'তাকে সরিয়ে নাও'—এর বেশী আমি কিছু করি নি। সে একান্ত একাকী। (সে হঠাৎ বাচ্চাটির দিকে দৌড়ে যায় ও কোলে তুলে শক্ত করে ধরে আদর করে) ওঃ কি সুন্দর এই আদরের পুতুলটি। কি সুন্দর নধর শিশু। কি সুন্দর ওর দাঁতগুলো। ওঃ আমার ফেরেশতা, তুমি ঘুমালে তোমার মা আর এসে তোমাকে দেখবে না, বলবে না, 'দেখো সে কেমন বেড়ে উঠেছে।' দেখো, সে একটুও

তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়, একটুও ভীত নয়, তাই না? না, না, সে বেশ আছে, সে এখন উষ্ণ আছে। (তার স্তনে বাচচাটিকে চেপে ধরে) এটাই হলো ছোট বাচচার জন্যে যথোপযুক্ত স্থান। এটাই হলো বাচচার জন্যে সিংহাসন। (সে এমোসের দিকে ফিরে) স্যার, আমি নিজেকে প্রতারণা করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম সবকিছুই সহজ। হয়তো আমার উচিত আপানার কথামত কাজ করা...ঐসব নামগুলো আপনাকে বলে দেওয়া উচিত। আমি সবকিছু এমন গুলিয়ে ফেলেছি...এক মিনিট দেরী করুন ... ঐ নামগুলি... (সে সেখানে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ সে নরমভাবে হাসে ও ফিসফিসিয়ে বলে) আশ্চর্য যাদু, স্যার, কি আজব যাদু। আমি ওগুলো ভুলে গেছি। হয়তো আমি একটু বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আর না হয়তো আমি কিছু একভাবে সাহায্য পেয়েছি। আমাকে আর কিছু করতে হলো না।

[সে শিশুটিকে শক্ত করে জড়িয়ে আদর করে তার মুখটিকে নিজের দিকে লুকিয়ে রেখে সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।]

এমোস

(দীর্ঘ বিরতির পর) তাহলে আমাদের মধ্যেকার সংগ্রাম শেষ হলো। যা আরম্ভ করেছিলাম তা এখন শেষ করতে হবে। (একটু বিরতি, তারপর গম্ভীর ও ভদ্রভাবে) যদি আপনি আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করেন ও একজনের কাছে তওবা করতে চান, তাহলে এখানকার যে কাউকে পছন্দমতো ডাকতো পারেন।

আরগিয়া

হ্যাঁ, আমি তাই করতে চাই। (শিশুটিকে বুকে নিয়ে দাঁড়ায়) আমি আমার শরীর, বাক্য, চিন্তাধারা সবকিছুকেই সারা জীবনের বেশীর ভাগ সময় অত্যন্ত দুঃখজনক ও অভব্যভাবে ব্যবহার করছি। দোষ সম্পূর্ণই আমার ছিল, তখন আমি সেই দোষ অন্যের কাঁধে চাপিয়েছি। কিন্তু বুঝলাম বড় দেরীতে। আমি প্রায় সময়ই মিথ্যা বলেছি। এখনো বলছি।

এমোস

আপনার আসল নাম কি?

আরগিয়া

আমার বিশ্বাস এখন থেকে আর কিছু সময় পরে বিধাতা আমার নাম জিগ্যেস করবেন না। আমার কি লাভ হয়েছে তাই তিনি জিগ্যেস করবেন। আমার লাভ বলতে যা-কিছু হয়েছিল তা এই আজ রাতেই হয়েছিল। তাই একেবারে কপর্দকহীন হয়ে নয়, অন্তত: একটি মুদ্রা নিয়ে আমি তার কাছে যাচ্ছি।

(নিজের মাথা সামান্য সোজা কবে স্বব উঁচু কবে বলতে থাকে) সেই এক টুকবো আমার একান্তই স্বোপার্জিত, আমি তা উত্তবাধিকার সূত্রেও পাইনি বা কেউ তা আমাকে দেয নি; এ একান্তই আমাব। এই লাভই আমাদেবকে মালিক ও দখলকাব বানায়। আমি এখনো পাপ করছি, কারণ আজ রাতে আমি যে কাজ কবেছি তাব জন্যে আমি গর্বিত: এই একটা কাজেব কথাই আমি বাহাদুবিব সাথে বলতে পাবি। (স্বব একটু নামিয়ে) যাব কাছে গিয়ে আমি আমাব কথা শোনাতে পাবি তেমন কারো কাছে যাওয়া আমাব বড় প্রযোজন। (সে ফিবে দাঁড়ায়)

[মউপা ও তার পিছে পিছে ফরাস আসে]

আরগিয়া

এখনই তাহলে?

এমোস

হ্যাঁ।

[মউপা শিশুকে নেবার জন্যে তার কাছে যায়। আরগিয়া তাকে নিবৃত্ত করে। শিশুটিকে আদর করতে থাকে]

এমোস

(মউপাকে সবে দাঁড়াতে ইশাবা কবে) এতকাল যেখানে ছিল শিশুটিকে সেখানেই ফিবিয়ে দেযা হবে। সে যে কে তা সেখানকাব কেউ জানে না।

(আবগিয়াব কাছ থেকে সে বাচচাটিকে নেয়) এখনই দণ্ড কার্যকবী করা হবে। সাথে সাথে ঘোষণা কবা হবে যে যাকে সবাই রানী বলে জানতো সে এখন মৃত। অতএব ইউনিটাবী সরকাব বিজযী হযেছে। যারা এতকাল শত্রুতা করে আসছিল, সেই শত্রুতার উদ্দেশ্য এখন নির্মূল। (আবগিয়া মউপাব পিছে পিছে দরজার দিকে যায়)

আরগিযা

আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস কবি যে খোদা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আমাদেবকে নিবীহ কবে সৃষ্টি কবেন নি। তাতে আমরা হয়েছি অপদার্থ কিন্তু তার চেয়ে ভিন্নতর এবং অহঙ্কারী। আমরা তাব বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি, তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারি, তাকে অবাক করে দিতে পাবি...হযতো এসবই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। (সে আরেক পা এগিয়ে যায়) এই এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। কেবল সংগ্রামের পরিসমাপ্তিতেই শুধু আমবা সমঝোতাব সন্ধান পাই। পাই বিশ্রাম আর আরাম।

[সে শিশুটির দিকে তাকায়]

আমি সম্পদশালী হয়ে যাচ্ছি। আমি একটি পুত্র পেয়েছি...পেয়েছি অতীত স্মৃতি... যদি সামান্য কিছু স্মৃতিও আমাদের মধ্যে জাগরূক থাকে তাহলে এই রাত্রি আমার কাছে বাস্তবিকই রৌদ্রকিরণ দেবে। (সে এমোসকে তার হাত দেখায়) আমার হাতের এই আংটিটা কাউকে সরাতে দেবেন না। (সে বাচ্চাটির দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দেয়।)

বিদায় যাদু আমার।

[শিশুটিও তার দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দেয়। আরগিয়া দরজার দিকে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবে। মুহূর্তের বিভ্রান্তিতে থেমে যায়, লিপস্টিক বের করে সামান্য একটুকুন ওষ্ঠে লাগায়।]

আমার মুখটি বিবর্ণ হয়েছিল। (সে দরজায় এসে দাঁড়ায়।) পর্বতের উপরটা কী সুন্দর আর প্রশান্তিময়, আকাশে ডায়ানা নক্ষত্র এখনো জ্বল জ্বল করছে। প্রশ্নাতীতভাবে এ হলো রাজকীয় আসন। তাই এতে রাজকীয়ভাবেই আমাদেরকে বাস করার চেষ্টা করতে হবে।

[সে বাইরে যায়। একটা নীরবতা। হঠাৎ ফরাস তার পিছন পিছন দৌড়ে যায়। এমোস কান পেতে শুনে শিশুর কানের উপর তার হাত চাপায়। এক সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসে। আরগিয়া এখন মৃত]

পরদা